BANGLA POST Year: 20 ◆ Issue: 968 ◆ Friday 19 May - Thursday 25 May 2023 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

৪৯ দশমিক ৫১ শতাংশ ভোট জয়ী জনগণের প্রশংসায় এরদোগান

–১৫ পৃষ্ঠায়

বিনা কারণে ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ করতে পারবেন না

স্টাফ রিপোর্টার : দশ মিলিয়নেরও বেশি ভাড়াটিয়ারা আর 'নো ফল্ট' উচ্ছেদের(ইভিকশনের) হুমকির মুখোমুখি হবেন না। বুধবার সংসদে সংস্কারের আওতায় পোষা প্রাণীর মালিকানার উপর নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হবেন।

রেন্টার্স রিফর্ম বিল বা ভাড়াটেদের সংস্কার বিলের অধীনে, হাউজিং অ্যাক্টের ধারা ২১ এর অধীনে ভাড়াটেদের উচ্ছেদ করা আর সম্ভব হবে না, যা বাড়িওয়ালাদের কারণ ছাড়াই তাদের ইভিকশনের /অপসারণের ক্ষমতা দিয়েছে।

ব্রিটেনের দুই মিলিয়ন বাড়িওয়ালারা আইনের অধীনে বছরে একবার ভাড়া বাড়াতে সক্ষম হবেন - এবং এই ধরনের ভাড়ার জন্য ভাড়াটেদের দুই মাসের নোটিশ দিতে হবে। এই পদক্ষেপগুলি উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে যে অনেক সম্পত্তির মালিক ভাড়া বাজার থেকে সরে যাবে এবং আবাসন সরবরাহ সংকট আরও গভীর হবে। হাউজিং সেক্রেটারি মাইকেল গোভ বলেছেন: 'অনেক ভাড়াটেরা স্যাঁতসেঁতে, অনিরাপদ, ঠান্ডা বাড়িতে বাস করছেন, জিনিসগুলি ঠিক রাখার শক্তিহীন, এবং হঠাৎ উচ্ছেদের হুমকি তাদের ওপর ঝুলছে।

'সংসদে উপস্থাপিত আমাদের নতুন আইনগুলি বেশিরভাগ দায়িত্বশীল বাড়িওয়ালাদের সমর্থন করবে যারা তাদের ভাড়াটেদের মানসম্পন্ন বাড়ি সরবরাহ করে, ––১৬ পৃষ্ঠায়

সুনাককে যে আহ্বান জানালেন লিজ ট্রাস

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস তার উত্তরসূরি ঋষি সুনাককে দেশের নিরাপত্তার জন্য চীনকে "হুমকি" হিসেবে উল্লেখ করার আহ্বান জানিয়েছেন। ট্রাস তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেইতে বক্তৃতা করছিলেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন-"গত গ্রীষ্মে প্রধানমন্ত্রী পদে প্রতিযোগিতার সময় কনজারভেটিভ পার্টি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো তা সুনাককে পালন করতে হবে"। তিনি চীনকে "ব্রিটেনের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি" হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন, পাশাপাশি যুক্তরাজ্যে বেইজিংয়ের সমস্ত কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাঁর মতে প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ও কিছু স্কুলে চীনা সংস্কৃতি প্রচার করে।

ট্রাস বলেছেন: "যুক্তরাজ্যের নীতি সংশোধন করা দরকার যাতে স্পষ্টভাবে বলা যায় যে চীন আমাদের সামনে 'হুমকি'। কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটগুলি অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। পরিবর্তে হংকংয়ের নাগরিক এবং তাইওয়ানের নাগরিকদের সাহায্যে সহায়তা পরিষেবা প্রদান করা যেতে পারে যারা বিনামূল্যে যুক্তরাজ্যে এসেছেন।"

ট্রাস মাত্র ৪৪ দিন ডাউনিং স্ট্রিটে ছিলেন, ১৯৯০ -এর ––১৬ পৃষ্ঠায়

প্রিন্স হ্যারির পিছু নিয়েছিল পাপারাজি

পোস্ট ডেস্ক : পাপারাজি বা ফটোশিকারিদের কবলে পড়েছিলেন প্রিন্স হ্যারি, তার স্ত্রী ডাচেস অব সাসেঙ মেগান মারকেল ও তার মা। মঙ্গলবার নিউ ইয়র্কে এক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার পর তাদের পিছু নেন ওই ফটোশিকারিরা। এর ফলে তাদের

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভবন ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট ভবন একটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। শতাব্দীপ্রাচীন এই ভবন বহু ইতিহাসের সাক্ষী। কিন্তু সেই ভবনই আর কতদিন রক্ষা করা যাবে, তা নিয়ে এমপিদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে।

হাউস অব কমন্সে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে, ভবনের বিভিন্ন জায়গা থেকে পানি চুঁইয়ে পড়ছে। বিভিন্ন জায়গায় ফাটল দেখা গেছে। আগুন লাগলে তা নেভানোর মতো যথেষ্ট ব্যবস্থা নেই। ফলে বড় কোনও বিপর্যয় ঘটলে ভবনটি ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

আর তাই অবিলম্বে এই ভবনের সংস্কার প্রয়োজন বলে রিপোর্টে বলা হয়েছে। আইনপ্রণেতাদের বক্তব্য, ভবনটির এখন যা অবস্থা তা সংস্কার করতে বহু অর্থ ব্যয় হবে। কিন্তু আরও সময় ব্যয় করলে খরচ বহু গুণ বেড়ে যাবে। যা করদাতাদের টাকা থেকেই নিতে হবে। এছাড়া আরও অপেক্ষা করলে ভবনটি সংস্কারেরও অযোগ্য হয়ে পড়তে পারে। এখনও পর্যন্ত যা কাজ হয়েছে তা কার্যত ধর তক্তা মার পেরেক গোছের বলে জানিয়েছে পার্লামেন্টের কমিটি। তাতেই সপ্তাহে দুই মিলিয়ন পাউন্ড করে খরচ হয়েছে। ওয়েস্টমিনস্টার রাজপ্রাসাদটিকেই যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর আগেও এর সংস্কার নিয়ে বার বার আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কখনোই সামগ্রিক সংস্কারের ব্যবস্থা হয়নি। আলোচনাও খুব ধীর গতিতে এগিয়েছে। ২০১৮ সালে এমপিরা ভোটাভুটির মাধ্যমে ঠিক করেছিলেন, ২০২০ সালে ভবনটি কিছুদিনের জন্য খালি করে দেওয়া হবে। সে সময় সংস্কারের কাজ করা যাবে। কিন্তু ২০২০ সালে সকলে পার্লামেন্ট ভবন ছেড়ে যেতে চাননি। ফলে সংস্কারও সম্ভব হয়নি।

যারা ভবনটি ছেড়ে যেতে চাননি, তারা বার বার বলেছেন, পার্লামেন্ট ঠিকমতো সংস্কার করতে ––১৬ পৃষ্ঠায়

স্যালিসবারির নতুন মেয়র কাউন্সিলর আতিকুল হক

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রিটেনের বহুজাতিক সমাজে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করে প্রথমবারের মতো উইল্টশায়ারের স্যালিসবারি সিটি কাউন্সিলের মেয়র হয়েছেন কাউন্সিলর আতিকুল হক। তিনি সালিসবারি সিটি কাউন্সিলের

প্রথম ব্রিটিশ বাংলাদেশি মুসলিম মেয়র। শনিবার ১৩ই মে, সালিসবারি সিটি কাউন্সিল একটি অনানুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে বারার ––১৬ পৃষ্ঠায়

'নিরাপত্তাহীন' মেয়র আরিফ!

সিলেট অফিস : সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, 'আমাকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে নানাভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার (১৬ মে) রাত সাড়ে ১০টার দিকে হঠাৎ করে আমার বাসার নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকা ৬ জন আনসার বাহিনীর সদস্যকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন সিলেটে নতুন যোগদান করা আনসার ও ভিডিপি কমান্ডার। মৌখিক বা লিখিত- কোনোভাবেই আমাকে বা সিসিকের কাউকে এ বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। অথচ গত ৬ বছর ধরে মাসিক বেতনের বিনিময়ে

আনসার বাহিনীর ২৪ জন সদস্যকে নগরভবন ও আমার বাসার অফিসসহ সিসিকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তায় নিয়োজিত রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ করে আমার বাসা ও বাসা সংলগ্ন ––১৬ পৃষ্ঠায়

কমিউনিটি ক্লিনিক পেল বৈশ্বিক স্বীকৃতি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জাতিসংঘে প্রথমবারের মত কমিউনিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক একটি রেজুল্যুশন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। বুধবার 'কমিউনিটি ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা: সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা অর্জনের লক্ষ্যে একটি অংশগ্রহণমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি' শিরোনামের ঐতিহাসিক রেজুল্যুশনটি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বাংলাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিক ভিত্তিক মডেল প্রাথমিক ––১৬ পৃষ্ঠায়

ইমরান খান ইস্যুতে টালমাটাল পাকিস্তান

পোস্ট ডেস্ক : পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ঘিরে পাকিস্তানে ফের একবার চাঞ্চল্য। ইমরান এক টুইটে জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ি সদ্য ঘিরে ফেলতে শুরু করেছে পুলিশ। সম্ভবত আরও এক গ্রেফতারির আশঙ্কা। তিনি তাঁর টুইটে লিখেছেন, 'সম্ভবত এটাই আমার শেষ টুইট'।

এদিকে সদ্য ইসলামাবাদ হাইকোর্ট প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের গ্রেফতারির ক্ষেত্রে রক্ষাকবচের মেয়াদ ৩১ মে পর্যন্ত বাড়িয়েছিল। কোর্ট জানিয়েছে, ৯ মের পর ইমরানের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মামলা ছিল, তাতে তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না ৩১ মে

পর্যন্ত। এদিকে, পাক সংবাদপত্র 'দ্য ডন' এর খবর অনুযায়ী, পাকিস্তান তেহরিক এ ইনসাফ পার্টির প্রধান তথা সেদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের জামান পার্কের বাড়ি ঘিরে ফেলেছে পুলিশ। ––১৬ পৃষ্ঠায়

ব্রাডফোর্ডে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত
আগামী ১৯ মে শুক্রবার ঢাকার গণ মিছিল সফল করুন

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস নর্থ ইংল্যান্ডের ব্রাডফোর্ড ও লীডস শাখার যৌথ উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা গতকাল ১৪ মে রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের যুক্তরাজ্য শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও লীডস শাখার সভাপতি মাওলানা সৈয়দ মশহুদ হুসেনের সভাপতিত্বে ও ব্রাডফোর্ড শাখার সাধারণ সম্পাদক ক্বারী মাওলানা আব্দুল জলিলের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় অভিভাবক পরিষদ সদস্য ইমাম মাওলানা ফরিদ আহমদ খান, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য শাখার উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য ও ব্রাডফোর্ড তাওয়াক্কুলিয়া মসজিদের ইমাম শায়খ মাওলানা আব্দুল জলিল,যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতি ছালেহ আহমদ, সহ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নাজিম উদ্দিন। অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি ও ব্রাডফোর্ড শাখার সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সালাম, প্রবিণ জমিয়ত নেতা মাওলানা আবু তাহের ফারুকী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক ও লিডস শাখার সেক্রেটারি মাওলানা ছাদিকুর রহমান, মিডল্যান্ড শাখার সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা মুহিবুর রহমান মাছুম, মাওলানা বিলাল আহমদ, মাওলানা মারুফ আহমদ, মাওলানা আব্দুর রহমান, মাওলানা আশরাফ মাওলা, হাফিজ মাওলানা মুশফিকুর রহমান মামুন, মাওলানা সুলাইমান আহমদ প্রমূখ।

বিনিময় সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার অন্যায়ভাবে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দিয়ে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব শায়খুল হাদীস ইবনে শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক সহ অন্যান্য আলেম উলামাদের জেলে বন্দি করে রেখেছে। জেল জুলুম ও নির্যাতন করে আলেম উলামাদের সত্য কথা বলার আওয়াজকে বন্ধ করা যাবে না। অবিলম্বে নিরপরাধ মজলুম আলেম-উলামাদের মুক্তি দিতে হবে।

মতবিনিময় সভা থেকে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক সহ অন্যান্য উলামায়ে কেরামদের দ্রুত মুক্তি সহ চার দফা দাবিতে আগামী ১৯ মে শুক্রবার রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত গণ মিছিল সফল করতে সর্বস্তরের নেতা কর্মী ও দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান।

মতবিনিময় সভায় আগামী ৪ জুন রবিবার বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত দায়িত্বশীল সমাবেশ সফলের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

পরিশেষে দেশ জাতি ও উম্মাহর কল্যাণ, সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন শায়খ মাওলানা আব্দুল জলিল।

ফ্রেন্ডস এন্ড কলিগস এর উদৌগে বৃষ্টলে ব্যাডমিন্টন টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত

খায়রুল আলম লিংকনঃ বন্ধু ও সহকর্মীদের মধ্যে সম্প্রীতি, মেলবন্ধন সৃষ্টি, বর্তমান প্রজন্মের কাছে ব্যাডমিন্টন খেলাকেজনপ্রিয় করে তুলতে ও সমগ্র বৃটেনের ব্যাডমিন্টন খেলোয়ারদের মধ্যে যোগসুত্র স্থাপন করার লক্ষ্যে সমগ্র বৃটেনের বিভিন্নশহরের খেলোয়ারদের নিয়ে গতকাল বৃষ্টল অনুষ্ঠিত হলো ফ্রেন্ডস এন্ড কলিগস লিজেন্ড কাপ ব্যাডমিন্ট টুর্ণামেন্ট ২০২৩।

জিয়াউল হক এর আয়োজনে বৃষ্টলে ফ্রেন্ডস এন্ড কলিগস এর উদৌগে বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে আগত বিভিন্ন বয়সেরখেলোয়ারদের অংশগ্রহনে অনুষ্ঠিত হয়েছে এ এন্ড বি ও বি এন্ড বি ক্যাটাগরির ব্যাডমিন্টন টুর্ণামেন্ট।

খেলায় চ্যাম্পিয়ান ইমাম ও সিয়াম জুটিকে নগদ ৪০০ পাউন্ড ও চ্যাম্পিয়না ট্রফি, রানার্স আপ আবিদ সুলতান ও জুয়েলআহমদকে নগদ ২০০ পাউন্ড ও রানার্স আপ ট্রফি, তৃতীয় স্থান অধিকারী জয়নাল আবেদীন ও মামুন, চতুর্থ স্থান সুহান খান ওরেহান জুটি, প্লেয়ার অফ দা টুরণামেন্ট জুয়েল আহমদকে ট্রফি প্রদান করা হয়।

অন্যান্যদের মধ্যে বিজয়িদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন ফ্রেন্ডস এন্ড কলিগস গ্রুপের সদস্য হাফিজুর রহমান, দিলাবর হোসেন, ফজলুর রহমান আকিক, মোসলেহ আহমদ, রিপন খান, মনোহর আলী, দিলাওর মিয়া, আলাউদ্দীন বাবুল, আব্দুল রকিববাবুল, ওমর ফারুক, রাজা মিয়া, ফকরুল আলী, শাহীন মিয়া, বৃষ্টল বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি কামরুল ইসলাম, সাধারণসম্পাদক ইনজিনিয়ার খায়রুল আলম লিংকন, জি এস সি সাউথ ওয়েষ্ট রিজিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আবু সাঈদআহমদ, জি এস সি সাউথ ওয়েষ্ট রিজিয়নের সভাপতি সৈয়দ আখলাকুল আম্বিয়া রাবেল প্রমুখ। টুর্ণামেন্টে যুক্তরাজ্যের বিভিন্নশহর থেকে আগত বিভিন্ন বয়সের খেলোয়ার সহ ফ্রেন্ডস এন্ড কলিগস গ্রুপের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অতিথিবৃন্দ আয়োজকদের এ রকম প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে কমিউনিটি তথাবাংলাদেশের উন্নয়নে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।

জিএসসি সাউথইষ্ট রিজিওন ও ইষ্ট লন্ডন শাখার জাঁকজমকপূর্ণ ঈদ পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠিত

ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে গ্রেটার সিলেট ডেভেলাপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল সাউথইষ্ট রিজিওন ও ইষ্টলন্ডন শাখার যৌথ উদ্দযোগে ঝাঁকজমকপূর্ণভাবে ঈদ পুণর্মিলনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৯ মে মঙ্গলবার সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ পূণর্মিলনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। জিএসসি সাউথইষ্ট রিজিয়নের চেয়ারপার্সন এম. এ. আজিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঈদ পূর্ণমিলনীতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জিএসসি ইউকে'র কেন্দ্রীয় চেয়ারপার্সন ব্যারিষ্টার আতাউর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্পেন বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল জব্বার।

শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন সাউথইষ্ট রিজিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ জিল্লুল হক। পারস্পরিক ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাঝে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। ঈদের আনন্দ প্রকাশে যার যার অনুভূতি প্রকাশ করে সাংগঠনকে আরো ঐক্যবদ্ধ করে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বক্তব্য রাখেন জিএসসি কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য ব্যারিষ্টার শাহ মিছবাউর রহমান, কাউন্সিলার ফয়জুর রহমান, কেন্দ্রীয় মেম্বারশীপ সেক্রেটারী এম এ গফুর, সাউথইষ্ট রিজিয়নের ট্রেজারার সূফি সোহেল আহমদ, ইস্ট লন্ডন শাখার চেয়ারপারসন আব্দুল মালিক কুটি, ইস্ট লন্ডন শাখারা ট্রেজারার মোঃ আবুল মিয়া, বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক পরিদর্শক জিএসসি সদস্য মোঃ

আহবাব মিয়া, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফারুক মিয়া, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, মিডিলসেক্স শাখার সাবেক সভাপতি বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা মোঃ আব্দুস শহিদ, মসজিদ কমিটির সভাপতি ইসলামী চিন্তাবিদ মোঃ নূর বক্স, সাউথইষ্ট রিজিয়নের যুব সম্পাদক সালেহ আহমদ, কেয়ার ওর্য়াকার সোসাইটির নেতা ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী শাহান চৌধূরী, জিএসসি সদস্য মোঃ যুগম্বর আলী, মোঃ আব্দুস সোবহান, দিলহার আলী, ইরফান আলী, কামরান বেগ, সাইদুল আহমেদ, মজির উদ্দিন, মুক্তার আহমদ, অলিদুর রহমান, মুহাম্মদ শিপলু আহমদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যারিষ্টার আতাউর রহমান বলেন "জিএসসি'র নির্বাচনোত্তর সময়ে তুরস্কে স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও জিএসসির পক্ষ থেকে ৬ জনের একটি টিম নিয়ে ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত অসহায় মানুষের সেবায় ও সাহায্যে এগিয়ে যাই। আমরা সেখানে প্রায় তেইশ হাজার পাউন্ডের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করি। সেখানে জিএসসি এর প্রতিনিধি দল কিভাবে মানব কল্যাণে ভূমিকা পালন করেছেন তার বর্ণনা দেন।

তুরস্কে মানবতার বিপর্যয়ে ও পবিত্র ঈদুল ফিতরে বৃহত্তর সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার সুবিধাবঞ্চিত অসহায় মানুষের মাঝে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগী করার জন্য প্রায় দশ লক্ষ টাকার খাদ্যসামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করার জন্য জিএসসি'র যে সকল নেতা, কর্মী, সমর্থক, শুভাকাংখীসহ বিভিন্ন পেশাজীবীগণ সাহায্য করেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

একই সাথে তিনি প্রবাসীদের জাতীয় পরিচয়পত্র, বিমানের ভাড়া কমানোসহ এয়ারপোর্টে ও দেশের অভ্যান্তরে প্রবাসীদের অযথা হয়রানী বন্ধ করার জন্য বর্তমান সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নের্তৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা হয়েছে বলে সকলকে অবহিত করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা জিএসসিকে নিয়ে সকল প্রকার অপপ্রচার বন্ধ করে সামাজিক কাজে এগিয়ে আসতে সবার প্রতি অনুরোধ জানান। সে সাথে সম্প্রতি বাংলাদেশের সংসদে সিলেটের কৃতিসন্তান তথা বাংলাদেশের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর জেনারেল আতাউল গনি উসমানীকে নিয়ে কটুক্তি করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেন। ভবিষ্যতে যাতে আর কেউ জেনারেল উসমানীকে নিয়ে এই জাতীয় দম্ভোক্তি করতে না পারে সেজন্য ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি জোর দাবী জানানো হয়।

ঈদ পূর্ণমিলনী আলোচনা সভায় সঞ্চালনার দায়ীত্ব পালন করেন সাউথইষ্ট রিজিয়নের সাধারণ সম্পাদক ফজলুল করিম চৌধূরী। আলোচনা শেষে আনন্দঘন পরিবেশে নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্টান সম্পন্ন

গোলাপগন্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাষ্ট ইউকের ঈদ পুনর্মিলনী, ডিনার ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্টান কয়েকশত ট্রাস্টি ও কমিউনিটির বিশিষ্ট জনের উপস্তিতিতে (০২ মে মঙ্গলবার ২০২৩) সফলভাবে সম্পন্ন।

সাধারন সম্পাদক আব্দুল বাছির এর মনমুগ্ধকর উপস্থাপনায় সভার শুরুতে অনুষ্টানে উপস্তিত সবাইকে স্বাগত জানান সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ ইছবাহ উদ্দিন এবং পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন ট্রাস্টের সহ সভাপতি মাওলানা আশরাফুল ইসলাম।

সভায় অতিথি হিসেবে উপস্তিত ছিলেন বৃটিশ পার্লামেন্টের এমপি আফসানা বেগম, জি এল এ মেম্বার উমেশ দেশাই, ক্যামডেন কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর নাসিম আলী ৬ইউ, রেডব্রিজ কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর জোছনা ইসলাম সহ বিভিন্ন কাউন্সিলের কাউন্সিলর ও বৃটেনের কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক নেতৃবৃন্দ।

ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্টানে আরো উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহন করেন বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক নুরুল ইসলাম, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডনের সহ সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব, গ্রেটার সিলেট ডেভলাপমেন্ট ইউকের সভাপতি ব্যারিষ্টার আতাউর রহমান, সিলেট জেলা এসোসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক হুমায়ুন ইসলাম কামাল, ব্যারিষ্টার নাজির আহমদ, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি ব্যারিষ্টার তারেক চৌধুরী, সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার এসোসিয়েশন উপদেষ্টা শাহান আহমদ চৌধুরী, জগলুল খান, টিচার্স এসোসিয়েশন ইউকের সভাপতি আবুল হোসেন, বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডনের সাধারন সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, প্রবাসী কল্যান পরিষদের সভাপতি জাহাঙ্গীর খান, ছাতক এডুকেশন ট্রাস্টের সভাপতি আহমদ আনছার উল্লাহ, বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাস্টের ট্রাস্টি মোবারক আলী, কাউন্সিলর শামস ইসলাম, কাউন্সিলর আসমা ইসলাম, কাউন্সিলর ফয়জুর রহমান, গোলাপগন্জ উপজেলা স্যোশাল ট্রাস্টের সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল বাছিত, সাধারন সম্পাদক লেখক সাংবাদিক আনোয়ার শাহজাহান, গোলাপগন্জ হেল্পিং হ্যান্ডসের সভাপতি আবুল কালাম, সাধারন সম্পাদক মন্জুর আহমদ শাহনাজ, তাজুল ইসলাম, ফেরদৌস আলম, গোলাপগন্জ স্যোশাল এন্ড কালচারাল ট্রাস্টের সভাপতি মোহাম্মদ শমসুল হক, সাধারন সম্পাদক দিলওয়ার হোসেন, বিয়ানীবাজার পৌরসভার সাবেক মেয়র আব্দুস শুকুর, ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি নুর উদ্দিন শানুর, সাধারন সম্পাদক ইয়ামীম দিদার, ট্রেজারার মোঃ শামীম আহমদ, সাবেক সাধারন সম্পাদক দেলওয়ার আহমদ শাহান, বৃহত্তর সিলেট এডুকেশন ট্রাস্টের সভাপতি মুহিব উদ্দিন, সাধারন সম্পাদক জামাল উদ্দিন, বাংলাদেশ সেন্টারের সাবেক ট্রেজারার মুজিবুর রহমান, ট্রেজারার মামুনুর রশীদ, সাবেক নির্বাচন কমিশনার মাসুক আহমদ, ফয়সল আহমদ চৌধুরী, ২৬শে টিভির সিইও জামাল আহমদ খান, বুধবারীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি গুলজার হোসেন, সাধারন সম্পাদক কয়েছ আহমদ রোহেল, বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সাধারন সম্পাদক দিলওয়ার হোসেন, বিয়ানীবাজার থানা জনকল্যান সমিতির সভাপতি মোজাহিদুল ইসলাম মুজাহিদ, সাবেক সাধারন সম্পাদক আব্দুল আহাদ, বিয়ানীবাজার পৌরসভা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সাধারন সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন দিলু, জালালাবাদ ফাউন্ডেশন ইউকের সাংগঠনিক সম্পাদক মিছবা রহমান, সাংবাদিক শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলাল, বিশ্ব ক্যারম ফেডারেশনের সহ সভাপতি মোহাম্মদ আলী রিংকু, ডঃ সৈয়দ মাসুক আহমদ, শাহীন আহমদ, খালিস আহমদ, ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার উপদেষ্টা আতাউর রহমান আঙ্গুর মিয়া, মাহমুদুর রহমান শানুর, দেলওয়ার হোসেন লেবু, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের যুগ্ন সাধারন সম্পাদক আব্দুল ওদুদ দিপক, সহ সভাপতি অলি উদ্দিন শামীম, মিজু চৌধুরী, রাজনীতিবিদ মুজিবুল হক মনি, সানরাইজ রেডিওর উপস্থাপক মিসবাহ জামাল, মেয়োরেস লিনা চৌধুরী, নওরীন, মাষ্টার আলাউদ্দিন আহমদ, হাওয়া টিভির রোমানা আনাম, হেল্পিং হ্যান্ডসের উপদেষ্টা এমদাদ হোসেন টিপু, মারুফ আহমদ, সাবেক জিএস রোমান আহমদ চৌধুরী, ট্রাস্টের সাবেক সহ সভাপতি ইকবাল আহমদ, গোলাপগন্জ সদর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মোহাম্মদ জাকারিয়া, মুফিজুর রহমান চৌধুরী, সাবেক ভিপি তৌফিক আহমদ টিটু, নুরুল ইসলাম, মিটু আহমদ চৌধুরী, মোহাম্মদ সুফি, রায়হান উদ্দিন, অপু শাহরিয়া, মাহদি সোহেল, মোহাম্মদ রাহি, মোহাম্মদ আজু, হাছান হামিদ, অপু, মাসুদ জোয়ার্দার, হেল্পিং হ্যান্ডসের সাবেক মেম্বারশীপ সম্পাদক আব্দুল কাদির, জসিম হায়দার, ফারহাত বাছির,সাহেদ আহমদ, শিহাব উদ্দিন, সাদেক আহমদ, রিফাত বাছির, কাওসার আহমদ জগলু, টিপু চৌধুরী, সোহেল আহমদ, ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার সাবেক ট্রেজারার সেলিম আহমদ, মাসুদ আহমদ জুয়েল, আকরাম হোসেন দারা, খায়রুল ইসলাম, রেজওয়ান শিবলু, তায়িবা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান তারেক রহমান ছানু, রুবায়েত জাহান, ফরহাদ আহমদ, সয়ফুল ইসলাম, রোকসানা পারভীন, সোহেল আহমদ, সিদ্দিকুর রহমান লোবান, কবির আহমদ, রাজা কাশিফ, মোঃ টুনা মিয়া, যুবনেতা রাসেল আহমদ জুয়েল, আলী হোসেন, কিশওয়ার আনাম লিটন, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান আহমদ, তোফায়েল আহমদ, ইকবাল আহমদ, মাহতাব উদ্দিন, বাহার উদ্দিন।

গোলাপগন্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ট্রাস্টের জন্মলগ্ন থেকে যারা সভাপতি সাধারন সম্পাদকের দ্বায়িত্ব পালন করেছেন তাদেরকে সংগঠনের অগ্রযাত্রায় বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়, ক্রেস্ট গ্রহন করেন গোলাপগন্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক সভাপতি আলতাফ হোসেন বাইছ, নজমুল ইসলাম নুরু, ছিফত আলী আহাদ, সাবেক সাধারন সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী রুহুল, মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, জয়নাল উদ্দিন, জিল্লুর রহমান।

গোলাপগন্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্টের বর্তমান কার্যকরী কমিটির মধ্য উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহন করেন সহ সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, নজরুল ইসলাম, জবরুল ইসলাম লনি, মাওলানা আশরাফুল ইসলাম, আব্দুল গনি, ট্রেজারার জয়নাল আবেদীন জয়নুল, সহ সাধারন সম্পাদক মোঃ শাহআলম কাসেম, সহ কোষাধ্যক্ষ জাকির হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হোসেন, ট্রাস্টিশীপ সম্পাদক নুনু মোহাম্মদ শেখ, সদস্য আলতাফ হোসেন বাইছ, মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী রুহুল, মোঃ তমিজুর রহমান রন্জু, মোঃ আফরোজ মিয়া শাহিন।

আনন্দময় পরিবেশে ডিনার সম্পন্ন হয় এবং ডিনারের পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্টান পরিবেশিত হয় শতাব্দী রায়, শেফালী সহ বৃটেনের শিল্পীরা গান পরিবেশন করেন।

বিপুল সংখ্যক ট্রাস্টির স্বতস্ফুর্ত উপস্থিতিতে সফল আয়োজন সম্পন্ন হয়।

অনুষ্টানের শেষ পর্যায়ে অত্যন্ত সফল এবং মনমুগ্ধকর আয়োজনে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি, সম্মানিত সকল ট্রাস্টি এবং কমিউনিটির গুনীজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ ইছবাহ উদ্দিন ও সাধারন সম্পাদক আব্দুল বাছির।

আমিরুল ইসলাম এনফিল্ড কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত

এম এ কাইয়ুম লন্ডনঃ বৃটিশ মূলধারার রাজনীতি ও স্থানীয় কাউন্সিল গুলোর নির্বাচনে বাংলাদেশী বৃটিশরা এগিয়ে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় লন্ডনে এনফিল্ড কাউন্সিলের প্রথমবারের মতো একজন বাংলাদেশী বৃটিশকে ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত করা হয়েছে।

নির্বাচিত ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার

আমিরুল ইসলাম প্রতিক্রিয়ায় বলেন, তিনি ও গর্বিত সম্মানীত বোধ করছেন। তাকে নির্বাচিত করায় সহকর্মী কাউন্সিলার ও কমিউনিটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।তিনি কমিউনিটির উন্নয়নে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অন্যান্য কাউন্সিলার ও কমিউনিটি নেতারা, আমিরুল ইসলাম ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় তাদের উশ্বাস প্রকাশ করেন।

গত ১০ মঙ্গলবার লন্ডন বারা এনফিল্ড এর বার্ষিক কাউন্সিল মিটিং নবনির্বাচিত মেয়র কাউন্সিলার সুনা হারম্যান সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নবনির্বাচিত ডেপুটি মেয়রকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিল লিডার নেলিস কেলিকশন, কাউন্সলের বিরোধী নেতা কাউন্সিলার আলেকজান্ডার জর্জিয়, বৃটিশ রাজর প্রতিনিধি ডেপুটি লেফটেন্যান্ট এ্যান কেভিল, কাউন্সিলের নওশাদ আলী সহ অন্যান্য কাউন্সিলাররা। সভায় বৃটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস এর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে তার বর্নাড্য জীবন নিয়ে আলোচনা করে তার দীর্ঘজাবন কামনা করেন ফুল কাউন্সিল। উল্লেখ্য নবনির্বাচিত ডেপুটি মেয়র আমিরুল ইসলামের দেশের বাড়ী নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার বীজবাগ গ্রামে।

হুমায়ুন ইসলাম কামালকে লন্ডনে সংবর্ধনা দিল গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকে

গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এবং সিলেটস্থ গোলাপগঞ্জ উপজেলা এসোসিয়েশন এর সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন ইসলাম কামালের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন, একজন আদর্শবান রাজনীতিবিদ হিসেবে হুমায়ুন ইসলাম কামাল দেশ বিদেশে পরিচিত। তিনি শুধু রাজনীতি নয়, সামাজিক ও চ্যারেটি কার্যক্রমেও এলাকায় কাজ করে যাচ্ছেন।

গত ১৪ মে রবিবার পূর্ব লন্ডনের আমার গাঁও রেস্টুরেন্টে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকে। ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল বাছিতের সভাপতিত্বে এবং জেনারেল সেক্রেটারি আনোয়ার শাহজাহানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, সোশ্যাল ট্রাস্টের উপদেষ্টা কাউন্সিলর আব্দুল আজিজ তকি, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিছবাহ জামাল, হিলিংডন বারার কাউন্সিলর মোহাম্মদ ইসলাম, নাজিম উদ্দিন আহমদ মাষ্টার,

গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুল বাছির, ফুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এমদাদ হোসেন টিপু, সোশ্যাল ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, এসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি রায়হান উদ্দিন, ট্রেজারার বদরুল আলম বাবুল, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মোহাম্মদ জাকারিয়া, ঢাকাদক্ষিণ ডিগ্রি কলেজের সাবেক জিএস রোমান আহমদ চৌধুরী, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি মুহিবুল হক, ইয়ুথ সেক্রেটারি মো কবির আহমদ, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, বোর্ড মেম্বার লুৎফুর রহমান, তারেক রহমান ছানু, মুফিজুর রহমান চৌধুরী একলিল, হেলপিং হ্যান্ডস ইউকের ইসি মেম্বার ইকবাল হোসেন প্রমুখ।

বড় হাজীপুর এডুকেশন ফাউন্ডেশনের নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

সিলেটের ওসমানী নগর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী বড় হাজীপুর গ্রামের প্রবাসীদের সংগঠন, বড় হাজীপুর এডুকেশন ফাউন্ডেশনের নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৪ মে রবিবার ইস্ট লন্ডনের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি মফস্সির আহমেদ রিতুর সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারী ইব্রাহিম খলিলের পরিচালনায় এতে সংগঠনের আর্থিক রিপোর্ট পেশ করেন ট্রেজারার সামাদ হোসাইন মুরাদ, ফান্ডরেইজিং সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করেন সাংগঠনিক সম্পাদক কাপ্তান আহমেদ। সভায় সংগঠনের সামগ্রিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন, সহ সভাপতি তোফায়েল উদ্দিন, নির্বাহী সদস্য আজমল খান, গাজী মামুন কবির ও মাসুম আহমেদ।

সভায় সংগঠনের নতুন সদস্য ও গ্রামের প্রবাসীদের নিয়ে লন্ডনে আগামী ২৭ আগষ্ট একটি মিলনমেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। এ ছাড়াও গ্রামের সামগ্রিক শিক্ষার উন্নয়নে ভুমিকা রাখার জন্য সম্ভাব্য কয়েকটি প্রজেক্ট নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

জগন্নাথপুরের আতিকুল হক স্যালিসবারি সিটি কাউন্সিলে প্রথম ব্রিটিশ বাংলাদেশী মেয়র নির্বাচিত

উইল্টশায়ারের স্যালিসবারি সিটি কাউন্সিলে প্রথম বারের মত মেয়র হয়ে ব্রিটেনের বহুজাতিক সমাজে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করলেন কাউন্সিলর আতিকুল হক। তিনি স্যালিসবারি সিটি কাউন্সিলের প্রথম ব্রিটিশ বাংলাদেশী মুসলিম মেয়র। গেল ১৩ মে শনিবার স্যালিসবারি সিটি কাউন্সিল এক অনাড়ম্বর অনুষ্টানের মাধ্যমে বারার ৭৬২তম দ্য-রাইট ওয়ার্শিপফুল দ্য-মেয়র হিসেবে তার নাম ঘোষণা করে। শনিবারের ঐতিহাসিক এই ইভেন্টের সাক্ষি হতে পার্শ্ববর্তী শহরগুলির মেয়র, সরকারী কর্মকর্তা, লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রতিনিধি, ব্রিটিশ ম্যালটিক্যালচারাল সোসাইটির বিশিষ্টজন সহ দুইশতাধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন। বিদায়ী মেয়র টম করবিন মেয়র আতিকুল হকের কাছে আনুষ্টানিক ভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।

মেয়রের দায়িত্ব গ্রহন করে কাউন্সিলার আতিকুল হক বলেন, "স্যালিসবারির জনগণ তাদের প্রথম ব্রিটিশ বাংলাদেশি মুসলিম মেয়রকে বেছে নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে যা প্রমাণ করে যে কীভাবে স্যালিসবারি আরও বৈচিত্র্যময় এবং স্বাগত জানাতে পারে। আমি আশাবাদী আমার মেয়র পদ অন্যদেরকে এগিয়ে আসতে এবং স্যালিসবারি সিটি কাউন্সিলের সাথে যুক্ত হতে উৎসাহিত করবে। তিনি বলেন "স্যালিসবারি সম্প্রতি একটি কঠিন সময় পার করে এসেছে , নভোচক ঘটনা থেকে শুরু করে মহামারী পর্যন্ত, এখন সময় এসেছে আমাদের এই সবকিছুকে পিছনে ফেলে সামনে অগ্রসর হওয়ার। আমি আশাবাদি আমাদের সুন্দর প্রাচীন এই শহরটিকে আরও প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে এগিয়ে নেবার। আমি ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়াবো এবং আমাদের হাই স্ট্রিটকে সমৃদ্ধ করতে আরো কাজ করব। "২০২৩-২০২৪-এর জন্য মেয়রের অন্যতম কাজ হবে দাতব্য সংস্থা স্যালিসবারি রোটারি ক্লাবের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ কাউন্সিলার হক বছরে মেয়র হিসেবে রাইডিং ফর ডিসএবলড

অ্যাসোসিয়েশন এবং স্যালিসবারি হসপিসের মধ্যে বন্টন করা। উইল্টন রোটারি ক্লাবের সাথে সমন্বয় করে এবং মেয়র আ্যপিল রোটারী ক্লাব অব উইলটন ট্রাষ্ট ফান্ড হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে এই দাতব্য সংস্থাগুলিকে অনুদান প্রদান করা। এই বারায় তার সহযোগী হিসেবে ২০২৩-২০২৪-এর জন্য ডেপুটি মেয়র হয়েছেন কাউন্সিলার সেভেন হকিংল।

এখানে উল্লেখ্য যে সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নথপুরের ঐতিহ্যবাহী শ্রীরামসী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নেয়া কাউন্সিলার আতিকুল হক বাঙ্গালী অধ্যুসিত ইষ্টলন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস এর ব্রিকলেনে বেড়ে উঠলেও ব্যবসায়ী এই পরিবারটি পাড়ি জমান উইল্টশায়ারের স্যালিসবারি এলাকায়। শতভাগ ইংরেজ অধ্যুসিত এলাকায় গড়ে তুলেন নিজেদের আবাসস্থল। জনাব হক ২০১০ সালে মেইনষ্ট্রীম ব্রিটিশ রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ২০১৩ সাল থেকে কনজারভেটিভ পাটির কাউন্সিলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনিই এই বারায় একমাত্র বাঙ্গালী কনজারভেটিভ দলীয় কাউন্সিলার বার বার নির্বাচিত হয়ে আসছেন।

এই স্যালিসবারির সাথে বাংলাদেশের রয়েছে ঐতিহাসিক সম্পর্ক। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডনে আসেন তখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার এডওয়াড হিথ। তখনও ব্রিটেন আনুষ্টানিক ভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানকে সম্বর্ধনা দেন তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার এডওয়াড হিথ। শুধু তাই নয় বঙ্গবন্ধু যখন দশ নাম্বার ডাউনিং ষ্ট্রীটে পৌঁছান তার গাড়ির দরজা খুলে দেন স্যার এডওয়াড হিথ। দেড় মাসের মাথায় ব্রিটেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এই স্যালিসবারির সন্তান স্যার এডওয়াড হিথ। এই স্মৃতিকে ধরে রাখতে কাউন্সিলার আতিকুল হক লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনে যোগাযোগ করেন। বর্তমান হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম কাউন্সিলার আতিকুল হকের আমন্ত্রনে স্যালিসবারি কাউন্সিল এবং স্যার এডওয়াড হিথের জন্মস্থান পরিদর্শন করেন। এই স্মৃতিকে স্মরনীয় করে রাখতে এছরে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন চালু করে 'বঙ্গবন্ধু-এডওয়ার্ড হিথ ফ্রেন্ডশিপ অ্যাওয়ার্ড'। যার নেপথ্যে কারিগড় এই আতিকুল হক।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন

গত ৩০ এপ্রিল ২০২৩ রবিবার জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান পূর্ব লন্ডনের লি ম্যাডিসন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মাওলানা শুয়াইব আহমদের সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারী মাওলানা সৈয়দ তামিম আহমদের পরিচালনায় ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে জমিয়ত নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওলানা মুফতি আব্দুল মুনতাকিম, ইউকে জমিয়তের ট্রেজারার ও লন্ডন মহানগর জমিয়তের সভাপতি হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, ইউকে জমিয়তের জয়েন্ট সেক্রেটারী ও লন্ডন মহানগর জমিয়তের সেক্রেটারী মাওলানা শামসুল আলম কিয়ামপূরী, ইউকে জমিয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ, ইউকে জমিয়তের আন্তর্জাতিক সম্পাদক ও টাওয়ার হ্যামলেটস শাখার সভাপতি হাফিজ মাওলানা ইলিয়াছ, ইউকে জমিয়তের যুব বিষয়ক সম্পাদক মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ, ইউকে জমিয়তের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও নিউহ্যাম জমিয়তের সভাপতি হাফিজ জিয়াউদ্দিন, ইউকে জমিয়তের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও নিউহ্যাম শাখার সহ সভাপতি মাওলানা মঈন উদ্দিন খান, ইউকে জমিয়তের প্রচার সম্পাদক ও টাওয়ার হ্যামলেটস শাখার সেক্রেটারী মাওলানা নাজমুল হাসান, ইউকে জমিয়তের সহকারী প্রচার সম্পাদক ও হ্যাকনী জমিয়তের সেক্রেটারি হাফিজ রশিদ আহমদ, নিউহ্যাম জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল গফ্ফার, সহ সাধারণ সম্পাদক হাফিজ সোহান মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ মাওলানা খালিদ আহমদ, প্রচার সম্পাদক মাওলানা শামিম খান, ইউকে জমিয়তের উপদেষ্টা আলহাজ্ব খালিস মিয়া, টাওয়ার হামলেটস জমিয়তের সহ-সভাপতি সাইফুর রহমান, নিউহ্যাম জমিয়তের সহ

সভাপতি জনাব হুসাইন আহমদ, হেকনী শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফ আহমেদ, ইউকে জমিয়তের নির্বাহী সদস্য হাফিজ গিয়াসউদ্দীন, নিউহ্যাম শাখার নির্বাহী সদস্য মোহাম্মদ আফসার আলী, দিরাই কণ্ঠের পরিচালক মোহাম্মদ ফখরুদ্দীন প্রমুখ।

সভায় আগামী ৪ জুন রবিবার বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত লন্ডনের ফোর্ড স্কয়ার মসজিদে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি আল্লামা তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জী (রাহ:)'র জীবন শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন আল্লামা তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জী ছিলেন ইউকে জমিয়তের প্রধান মুরুব্বি এবং তার পরামর্শ ও দিকনির্দেশনায় ইউকে জমিয়তের কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।

এই মহান নেতৃপুরুষের ইন্তেকালে দেশ এবং প্রবাসে জমিয়তের অঙ্গনে যে ক্ষতি সাধন হয়েছে তা কোনদিন পূরণ হবে না।

ইউকে জমিয়তের উদ্যোগে আয়োজিত শতবার্ষিকী সম্মেলন, শায়খুল হিন্দ কনফারেন্স এবং ইউকে জমিয়তের কাউন্সিল অধিবেশন সহ বিভিন্ন প্রোগ্রামে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করে যে গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করেছেন তা আজ ইতিহাসের স্বর্ণালী অধ্যায়।

সে কারণেই তার জীবন কর্ম ও অবদান নিয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল সফল করে তোলা আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

উল্লেখ্য আল্হলামা হবিগঞ্জী স্মরণে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করবেন শায়েখে হবিগঞ্জীর সুযোগ্য সাহেবজাদা হাফিজ মাওলানা মাসরুল হক।

এছাড়াও ব্রিটেনের শীর্ষ ওলামায়ে কেরাম ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ শায়খে হবিগঞ্জীর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা পেশ করবেন।

সভায় মুফতি আব্দুল মুনতাকিম কে আহবায়ক, হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী কে যুগ্ম আহবায়ক এবং মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদকে সদস্য সচিব করে হবিগঞ্জী রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্মরণসভা বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়।

ইউকে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ আল্লামা হবিগঞ্জী স্মরণে আয়োজিত জীবন শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল সফল করে তোলার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

বিশিষ্ট সাংবাদিক-লেখক ও কমিউনিটি সংগঠক কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সম্মানে সিলেটে নাগরিক সংবর্ধনা

বিলেতে বাংলাদেশী কমিউনিটির উজ্জ্বল মুখ, বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউকে'র প্রেসিডেন্ট, বিশিষ্ট সাংবাদিক-কলামিস্ট, লেখক এবং সফল কমিউনিটি সংগঠক কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সম্মানে ৯ মে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিভাগীয় নগরী সিলেটে এক নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ মানবাধিকার ব্যুরো সিলেট বিভাগীয় চাপ্টার এবং ভিশন সিলেট-এর যৌথ উদ্যোগে নগরীর উত্তর জেল রোডস্থ হোটেল ডালাস মিলনায়তনে আয়োজিত এ নাগরিক সংবর্ধনায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মানবাধিকার ব্যুরো সিলেট বিভাগীয় চাপ্টারের সভাপতি, ভিশন সিলেট-এর চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট সাংবাদিক-লেখক-গবেষক মুহাম্মদ ফয়জুর রহমান।

বাংলাদেশ মানবাধিকার ব্যুরো সিলেট ডিস্ট্রিক্ট চাপ্টারের সভাপতি, সিলেট জেলা বারের বিশিষ্ট আইনজীবী ও নোটারি পাবলিক আব্দুর রহমান চৌধুরী কর্তৃক পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি মুহাম্মদ ফয়জুর রহমান।

বিলেতে বাংলাদেশি কমিউনিটি এবং স্বদেশের মানুষের কল্যাণে সংবর্ধিত অতিথির প্রশংসনীয় বিস্তৃত কর্মকান্ডের উপর আলোকপাত করে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ডাচ্-বাংলা ব্যাংক গোলাপগঞ্জ শাখার অফিসার সৈয়দ এহতেশাম আরেফিন, মাসিক শাহজালাল পত্রিকার সম্পাদক রুহুল ফারুক, লেখক- কলামিস্ট বেলাল আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক কবি বাছিত ইবনে হাবীব, সিলেট বিভাগ গণদাবী ফোরামের সভাপতি চৌধুরী আতাউর রহমান আজাদ এডভোকেট, মতিন উদ্দীন জাদুঘর সিলেট-এর পরিচালক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী ডা. মোস্তফা শাহ্ জামান চৌধুরী বাহার, দৈনিক সিলেটের ডাক-এর চিফ রিপোর্টার ও সিলেট প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, প্রবীণ সাংবাদিক ও সিলেট প্রেসক্লাবের সাবেক সহ-সভাপতি আ,ফ,ম, সাঈদ এবং সিলেট প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি আবদুল কাদের তাপাদার প্রমুখ।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিমন্ডলীর মধ্য থেকে সংবর্ধিত অতিথির প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) মৌলভীবাজার জেলা প্রতিনিধি প্রবীণ সাংবাদিক ও সমাজসেবী ডা. ছাদিক আহমদ, ইসলামী ফাউন্ডেশন সিলেট-এর উপ-পরিচালক মাওলানা শাহ্ নজরুল ইসলাম, বিশিষ্ট সাংবাদিক-কলামিস্ট ও লেখক আফতাব চৌধুরী, দৈনিক জালালাবাদ সম্পাদক ও সিলেট প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মুকতাবিস্ উন্ নূর এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও স্বনামধন্য কবি প্রিন্সিপাল কালাম আজাদ।

সমাজের সর্বস্তরের নাগরিকবৃন্দের প্রানবন্ত উপস্থিতিতে সরব এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বিলেতে এবং স্বদেশে মানবতাবাদী কে এম আবু তাহের চৌধুরীর জনকল্যাণমূলক নানা কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেইসাথে তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

মানব কল্যাণে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সংবর্ধিত অতিথি কে এম আবু তাহের চৌধুরীকে সম্মাননা স্মারকও প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সংবর্ধিত অতিথির বড়ো ভাই, মৌলভীবাজার জেলা আদালতের প্রবীণ আইনজীবী, বিশিষ্ট লেখক ও ইতিহাস গবেষক সদ্য প্রয়াত সৈয়দ জয়নাল আবেদীন এডভোকেট-এর রূহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দুআ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে মুনাজাত পরিচালনা করেন ইসলামি ফাউন্ডেশন সিলেট-এর উপ-পরিচালক, বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা শাহ্ নজরুল ইসলাম।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় ছিলেন নলেজ হারবার স্কুল, সিলেট-এর প্রিন্সিপাল কবি নাজমুল আনসারী।

সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সহায়তায় এফ আর ফাউন্ডেশনের যাত্রা শুরু

সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সহায়তার লক্ষ্যে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে যাত্রা শুরু করেছে ফয়েজ রওশন ফাউন্ডেশন(এফ আর ফাউন্ডেশন)। সম্প্রতি ফৌজদারহাটে আয়োজিত অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি।

ফলক উন্মোচন শেষে ফৌজদার হাটের ইডেন গার্ডেন কমিউনিটি সেন্টারে ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট আইনজীবি ব্যরিস্টার চৌধুরী মোহাম্মদ জিন্নাত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। এতে প্রধান অতিথি হিশেব উপস্থিত ছিলেন, প্রবীন রাজনীতিবিদ, সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি। বিশেষ অতিথি হিশেবে উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ডীন প্রফেসর এ বি এম আবু নোমান, চট্টগ্রাম মহানগর পিপি এডভোকেট আবদুর রশীদ ও চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এ টি এম পেয়ারুল ইসলাম।

এতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক সিনিয়র এ এসপি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। ফাউন্ডেশনের সেবা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক ও ফাউন্ডেশন কর্মকর্তা চৌধুরী লিয়াকত আলী। ফাউন্ডেশনের স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে আলোকপাত করেন ডাক্তার মারুফ মোহাম্মদ। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা ব্যরিস্টার মেহেদী হাসান তালুকদার, স্থানীয় ১০ নং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সালাহ উদ্দিন।

প্রধান অতিথি ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি বলেন, সামাজিক উন্নয়নে ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সহায়তায় এফ আর ফাউন্ডেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সমাজের উন্নয়নের এ ধরনের কাজে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। সব শেষে সভাপতির বক্তব্যে ব্যরিস্টার চৌধুরী মোহাম্মদ জিন্নাত আলী বলেন, সীতাকুণ্ড থেকে যাত্রা শুরু করলেও এফ আর ফাউন্ডেশন ভবিষ্যতে পুরো দেশে সেবা মূলক কাজ পরিচালনা করবে। তিনি এজন্য সকলের সহায়তা কমানা করেন। কবি মিলটন রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, একাউন্টেন্ট চৌধুরী মোহাম্মদ হায়দার আলী, সিনিয়র সাংবাদিক কাজী বোরহান, ব্যাংকার খোরশেদ হায়দার চৌধুরীসহ আরো অনেকে।

সিলেট সদর ট্রাস্ট ইউকের উদ্যোগে তিন কৃতি ব্যক্তিদের স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল

সিলেট সদর ট্রাস্টের উদ্যোগে বৃটেনের তিনজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি নেতা যথাক্রমে বিসিএর সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহমাদুর রশীদ, বৃটিশ কারী এওয়ার্ডের ফাউন্ডার এনাম আলী এমবিই, বিবিসিএর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট কামাল জাহাঙ্গীর স্মরনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল রবিবার ১৪ মে পূর্বলন্ডনের কেয়ার হাউজ কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংগঠনের চেয়ারম্যান আজিজ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি নজমুল হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় তিনজন কৃতি পুরুষের বর্ণাঢ্য জীবন বিভিন্ন দিক আলোচনায় অংশনিয়ে বক্তারা বলেন, তারা বিলেতের কারী ইন্ডাস্টী সহ কমিউনিটি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের স্পীকার শাফি আহমদ, আপাসান এর সিইও মাহমুদ হাসান এমবিই, বিসিএ সাবেক প্রেসক্লাব পাশা খন্দকার এমবিই, কামাল ইয়াকুব, এমএ মুনিম এমবিই, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের ফাউন্ডার সেক্রেটারি নজরুল ইসলাম বাসন, জিএসসি প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, সংগঠনের ট্রাস্টি কাউন্সিলার জাহাঙ্গীর হক, সিনিয়র সাংবাদিক মিছবাহ জামাল, বিটিএ প্রেসিডেন্ট আবু হোসেন, মরহুম মাহমুদুর রশীদের ছেলে তুহিন মাহমুদুর রশীদ, মরহুম কামাল জাহাঙ্গীর এর মেয়ে তামান্না আকতার মিয়া, সিলেট সদর ট্রাস্টের সহ-সভাপতি মকসুদ আহমদ খান, যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক খলিল আহমদ কবির, ট্রেজারার পেরিছ আহমদ, ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি আশরাফ গাজী, প্রেস সেক্রেটারি নাসির উদ্দিন, দক্ষিণ সুরমা সমাজ কল্যাণ সমিতির সভাপতি সেলিম আহদ সহ আরো অনেকে। স্মরণ সভায় মরহুমদের পরকালীন আত্মার শান্তি কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা ফারুক

আরসিটির নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত

অহিদ উদ্দিন সভাপতি, শাহীন চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক, এনামুল হক কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত

মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিনকে সভাপতি ও মো. শাহীন চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক করে রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্টের (আরসিটি) নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিনের নিউবারি পার্কের

(126 oaks lane, Newburypark, Ig2 7py) বাসভবনে অনুষ্ঠিত সাধারন সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আরসিটির সাবেক কার্যনির্বাহী কমিটি বাতিল করে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে আয়োজিত সাধারন সভায় জানানো হয় যে, আরসিটির কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ গত দুই বছর আগেই শেষ হয়েছে। তাই নতুন কমিটি গঠন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে সাবেক কার্যনির্বাহী কমিটি বাতিল ও অকার্যকর ঘোষণা এবং সর্বসম্মতিক্রমে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সাধারন সভায় আরসিটির সভাপতি মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন সাবেক কার্যনির্বাহী কমিটির আর্থিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় আরসিটির সার্বিক কল্যাণে অবদান রাখার জন্য সাবেক কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারন সম্পাদক ফানু, মিয়া ও কোষাধ্যক্ষ আনোয়ারউদ্দিনসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানানো হয়।

সাধারন সভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন, শাহীন চৌধুরী, মো. গোলাম রফিক, জইন উদ্দিন পাপলু, নিয়াজ চৌধুরী শুভন, আবু সোহেল, মকসুদ আহমেদ, এমদাদ আহমেদ, আফসার হোসেন এনাম, এনামুল হক, মিছবাহ উদ্দিন, এমদাদ আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ-মো. এনামুল হক, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ-মো. গোলাম রফিক, যুগ্ম সম্পাদক-নিয়াজ চৌধুরী শুভন, সাংগঠনিক সম্পাদক-মকসুদ আহমেদ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক-মিছবাহ জামাল, সদস্য সম্পাদক-জয়নুল চৌধুরী।

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা হলেন: ফানু মিয়া, কবির মাহমুদ, এ.আর.খান সুজা, আবু সোহেল, শাহীন আহমেদ, মোহাম্মদ আমিন, আবু তারেক চৌধুরী, ওসমান মো. রাব্বি ও আবদুল ওয়াদুদ।

জামাল, মিসেস এস.কে উদ্দিন, ওসমান মো. রাব্বি প্রমুখ।

আরসিটির নবগঠিত পূর্নাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি সভাপতি-মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক-শাহীন চৌধুরী, সহ-সভাপতি-আফসার হোসেন এনাম, মোহাম্মদ ফারুক

ডাক্তার এ কে এম ওয়াহীদি স্মারকগ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান আয়োজন

সম্প্রতি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আয়োজিত হলো পন্থিছিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা ডাক্তার এ কে এম ওয়াহীদির জীবন ও কর্ম নিয়ে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান। সীতাকুণ্ডের পন্থিছিলা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতাসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মাস্টার আবুল কাশেম ওয়াহীদির সভাপতিত্বে ও এনি ও হাসনাতের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিশেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সীতাকুণ্ড সরকারী উচ্চ বিদালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক নজির আহমদ। প্রধান বক্তা হিশেবে উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষাবিদ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং বিজয় স্মরণী ডিগ্রী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর জাহাঙ্গীর। বিশেষ অতিথি হিশেবে উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ পরিচালক ও চট্টগ্রাম ফিল্ড হসপিটালের সিইও ডাক্তার বিদ্যুৎ বড়ুয়া, ব্যারিস্টার, সলিসিটর চৌধুরী মোহাম্মদ জিন্নাত আলী, প্রগতি ইন্ডাস্ট্রীজের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক সালামত উল্লাহ, বিশিষ্ট সমাজ সেবক আলহাজ্ব ইউসুফ শাহ, সীতাকুণ্ড পৌরসভার কমিশনার ও পন্থিছিলা উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি জসিম উদ্দিন, পন্থিছিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ হারুন ভূঁইয়া, উক্ত স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ফরিদ উদ্দিন, সাবেক শিক্ষক প্রবীর কুমার নাথ, আবু জাফর মোহাম্মদ সাদেক, আবুল কাশেম, স্কুল পরিচালনার কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, পন্থিছিলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক আবদুল ওয়াদুদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নুরুন্নবী চৌধুরী, সমাজ সেবক নুরুল আমিন, সীতাকুণ্ড সমিতি চট্টগ্রামের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন, সীতাকুণ্ড প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক লিটন চৌধুরী, বিশিষ্ট সমাজে সেবক মফিজুর রহমান, কবি ও সাংবাদিক মিলটন রহমানসহ আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পন্থিছিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ও পন্থিছিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা মরহুম ডাক্তার এ কে এম ওয়াহীদির কন্যা রাহেনা আক্তার।

মোড়ক উন্মাচন শেষে স্মারকগ্রন্থ সম্পর্কে আলোকপাত করেন গ্রন্থ সম্পাদক ও শিক্ষক মনিরুল আজিম হেলাল।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ডাক্তার এ কে এম ওয়াহীদি ছিলেন সমাজ সংস্কারের কারিগর। শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এলাকায় স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় তাঁর অসামন্য অবদার রয়েছে। পন্থিছিলা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তা বাস্তবায়ন করেছিলেন এলাকার সহকর্মীদের নিয়ে। সমাজ বিনির্মাণে তিনি নতুন নতুন চিন্তা ও চেতনা প্রতিষ্ঠা করেছেন। যার ফলে পন্থিছিলা আজ শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত। বক্তারা ডাক্তার একে এম ওয়াহীদিসহ যারা স্কুল প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন সবাইকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন, বলেন, প্রত্যেকের অবদান স্মরণীয় করে রাখার উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 112616
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

আপনি কি
SERU, TOPOGRAPHICAL & ELR (Assesment) নিয়ে চিন্তিত ?
আমাদের রয়েছে
QUALIFIED TRAINER
FOOD HYGIENE LEVEL - 2
Please contact :
Kamruzzaman
Bsc Hons, Msc (NU), Certificate in Law (OU UK)
Money back guarantee (T&C apply)
Nile Business Center
56-60 Nelson Street, London E1 2DE
07411179428

লন্ডনে আইএফআইসি ব্যাংকের রেমিটেন্স রোড শো'তে সালমান এফ রহমান বাংলাদেশ এখন ফ্রিল্যান্সিং থেকে বছরে ৫ বিলিয়ন ডলার উপার্জন করে

প্রবাসীদেরকে বৈধপথে, ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে অর্থ প্রেরণে উদ্ধুদ্ধ করণের লক্ষ্যে আইএফআইসি ব্যাংক ও লন্ডনস্থ অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আইএফআইসি মানি ট্রান্সফার ইউকের যৌথ উদ্যোগে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হলো "আইএফআইসি রেমিটেন্স এন্ড আমার বন্ড রোড শো" । ৮ মে সোমবার পূর্ব লন্ডনের রয়েল রিজেন্সী হলে অনুষ্ঠিত এই জাঁকজমক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রীর বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। তিনি প্রবাসীদের বৈধপথে দেশে অর্থ প্রেরণের আহবান জানিয়ে বলেন, সরকার বিভিন্নভাবে বৈধপথে অর্থপ্রেরণে মানুষকে উদ্ধুদ্ধ করছে । বৈধপথে অর্থ প্রেরণ করলে একদিকে আপনি আড়াই পার্সেন্ট প্রনোদনা পাচ্ছেন, অন্যদিকে আপনার দেশ উপকৃত হচ্ছে । আপনাদের প্রেরিত অর্থেই দেশে আজ অভুতপুর্ব উন্নয়ন হচ্ছে। তিনি বলেন, আইএফআইসি ব্যাংক শীঘ্রই মুনাফাভিত্তিক বন্ড চালু করতে যাচ্ছে। আশা করছি, প্রবাসীরা এই বন্ডে বিনিয়োগ করে লাভবান হবেন।

প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্ট সালমান এফ রহমান সরকারের বিভিন্ন উনয়নমুলক কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিয়ে বলেন, ২০০৯ সালে বাংলাদেশের জিডিপি ছিলো ৯৬ বিলিয়ন ডলার আর ১২ বছরের মাথায় তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬০ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশে এখন ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। ২০০৯ সালে দারিদ্রতার হার ছিলো ৪৪ পার্সেন্ট। বারো বছরের মাথায় তা নেমে এসেছে ১৮ শতাংশে । সরকার দেশের ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে ৫ কোটি মানুষকে দারিদ্রতা থেকে বের করে আনতে পেরেছে। যেসব মানুষের বাড়ি নেই সরকার তাদের জমি দিচ্ছে । আবার বাড়িও তৈরি করে দিচ্ছে। চলতি বছরের শেষ দিকে আমরা দারিদ্রতার হার উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনতে সচেষ্ট হবো। তিনি বলেন, ভারতের পরে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ফ্রিল্যান্সার কাজ করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে সবধরনের সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছেন। এখন আমরা ফ্রিল্যান্সিং থেকে বছরে ৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি উপার্জন করে থাকি।

তিনি বলেন, গত ১৪ বছরে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন গোটা বিশ্বের জন্য একটি দৃষ্টান্ত।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম, আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী শাহ আলম সারোয়ার ও আইএসআইসি মানি ট্রান্সফার ইউকের চেয়ারম্যান নাজমুস সাকিব । শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইএফআইসি মানি ট্রান্সফার ইউকের সিইও মনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সাংবাদিক উর্মি মাযহার ও মিডিয়া পার্টনার ছিলো এফএম মিডিয়া হাউজ লিমিটেড।

অনুষ্ঠানে লন্ডনের ১৩টি মানি ট্রান্সফার এজেন্টকে আইএফআইসি ব্যাংকের পক্ষ থেকে এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় । অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তরা হলেন, ফেয়ারডিল এক্সপ্রেস মানি ট্রান্সফারের ডাইরেক্টর মুহাম্মদ মোসলেহ উদ্দিন, জমজম এক্সচেঞ্জ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এর ডাইরেক্টর গুলজার আহমদ, লাব্বায়েক লিমিটেডের স্বত্তাধিকারি হাফিজুর রহমান চৌধুরী, বিদেশপে লিমিটেডের ডাইরেক্টর শের মাহমুদ শায়কা, পিবিএল সার্ভিস লিমিটেডের ডাইরেক্টর শিবলু রহমান, পার্লস রিলায়েন্স লিমিটেড এর ডাইরেক্টর ফরহাদ আহমদ, সাফওয়ান ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড-এর ডাইরেক্টর সুমন আহমদ, এস.এ.এস এন্টারপ্রাইজ লন্ডনের ডাইরেক্টর মোঃ শফিজুর রহমান, সোনালী বিজনেস সেন্টার ইউকে লিমিটেড এর ডাইরেক্টর নুর আহমদ, সোনালী ট্রাভেলস এন্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড এর ডাইরেক্টর আব্দুল আজিম, টি.এন.এম এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড এর ডাইরেক্টর মোঃ নাসির উদ্দিন আহমদ ও ইউএমটি ট্রাভেলস এন্ড এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর ডাইরেক্টর মিজানুর রহমান। প্রধান অতিথি সালমান এফ রহমানসহ অতিথিরা ১৩ জনের হাতে অনুষ্ঠানিকভাবে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে সালমান এফ রহমানের বক্তব্যের পর উপস্থিত কমিউনিটির বিশিষ্টজনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয় । তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, প্রবাসীরা বাংলাদেশ হাইকমিশনের মাধ্যমে কবে স্মার্ট আইডি-কার্ড পাবেন। জবাবে তিনি বলেন, এ লক্ষ্যে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে । ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণে প্রবাসীদের উদ্ধদ্ধ করতে বর্তমান আড়াই পার্সেন্ট প্রণোদনা কি আরো বৃদ্ধি করা যায়, তিনি বলেন বাড়ানোর সুযোগ নেই। লন্ডনে আইএফআইসি ব্যাংকের শাখা স্থাপনের প্রশ্নে তিনি বলেন, তাদের পরিকল্পনা আছে। সম্ভাব্যতা যাচাই-বাছাই চলছে । প্রবাসীরা দেশে বিনিয়োগ করলে একসময় তা দখল হয়ে যায়- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দখল করে আপনাদের বিনিয়োগ পার্টনার। এটাই আমরা দেখে আসছি। তাই পার্টনার পছন্দ করতে সতর্কতার সাথে করবেন। আর নতুনা নিজে নিজে বিনিয়োগ করবেন। প্রশ্নোত্তরপর্ব শেষে নৈশভোজের মাধ্যমে রেমিটেন্স রোডশো'র সমাপ্তি ঘটে।

উল্লেখ্য, এর আগে ৫ মে শুক্রবার বিকেলে আইএফআইসি রেমিটেন্স রোডশোকে সফল করার লক্ষ্যে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন আইএফআইসি ব্যাংকের সিইও শাহ এ সারওয়ার, আইএসআইসি মানি ট্রান্সফার ইউকের চেয়ারম্যান নাজমুস সাকিব। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আইএসআইসি মানি ট্রান্সফার ইউকের সিইও মনোয়ার হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংকের ডাইরেক্টর কামরুন নাহার আহমদ, ডাইরেক্ট রাবেয়া জামিলি, ডাইরেক্ট জাফর ইকবাল, ডাইরেক্টর শুধাশু শেখর বিশ্বাস ও ডাইরেক্ট গোলাম মোস্তফা।

সাংবাদিক ক্যারলকে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন'র বিশেষ সম্মাননা প্রদান

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সিভিক অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হওয়ায় গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে সাংবাদিকমোঃ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারলকে ক্রেস্ট দিয়ে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। বুধবার (৩ মে) রাতে পূর্ব লন্ডনের বাঙ্গালীঅধ্যুষিত টাওয়ার

হ্যামলেটস এলাকায় রেজেন্ট লেইক ব্যাংককুইটিং হলে এ উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বকরেন গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মুহিবুর রহমান মুহিব।

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী আবদুল অদুদ দীপক এর প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় বক্তব্যরাখেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বাংলাদেশ আওয়ামীল যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি জালাল উদ্দীন, মারুফ চৌধুরী, বৃটিশবাংলাদেশ ক্যাটারারস এসোসিয়েশন এর সভাপতি এম এ মুনিম, জালালাবাদ এসোসিয়েশন ইউকের উপদেষ্টা ডাক্তারআলাউদ্দিন, যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী, কাউন্সিলর শেরওয়ান চৌধুরী, সাংবাদিক নজরুল ইসলাম বাসন, সিলেট জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা হুমায়ুন ইসলামকামাল, সানরাইজ রেডিওর উপস্থাপক সাংবাদিক মিসবা জামাল, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন'র ট্রেজারার রফিকুলহায়দার, সংগঠনের সহ-সভাপতি কবি ও সাহিত্যিক আবুল কালাম আজাদ ছুটন, কাউন্সিলর রিতা বেগম, বৃটিশ বাংলাদেশক্যটারারস এসোসিয়েশন এর সেক্রেটারী মিতু চৌধুরী, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, কাউন্সিলর ফয়জুর রহমান, বাংলাদেশ সেন্টারের সাবেন সেক্রেটারী মুজিবুর রহমান মুজিব, গোলাপগঞ্জ স্যোশাল এন্ডকালচারাল ট্রাস্ট ইউকে'র সভাপতি হাজি শামসুল হক, সাধারণ সম্পাদক মোঃ দিলওয়ার হোসেন, প্রবাসী কল্যাণ পরিষদেরসভাপতি জাহাঙ্গীর খান, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন'র সহ সভাপতি অলি উদ্দিন শামিম,শামসার মিয়া, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন'র যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল বাসিত, আবুল হোসেন, আনোয়ার আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক দিলালআহমেদ ও মিজানুল চৌধুরী, সোস্যাল উয়েলঅফেয়ার সেক্রেটারী মনসুর আহমেদ শাওন, নির্বাহী সদস্য স্যায়েদ সাব্বিরআহমেদ, মিজানুর রহমান, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইউকে সদস্য বাহার উদ্দিন প্রমুখ।

বৃটেনের রাজার রাজ্যাভিষেকের বছর লন্ডন ব্যুরো অব টাওয়ার হ্যামলেট্স কাউন্সিলের মর্যাদাবান সিভিক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেনমানবিক ও সেবামূলক কাজে সম্পৃক্ত লেখক, সাংবাদিক ও সংগঠক মোঃ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল। কমিউনিটির কল্যাণেঅসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ গত ২ মে বিকেলে পূর্ব লন্ডনের দ্যা আর্টস প্যাভিলিয়নে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলেরউদ্যোগে তাঁকে এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

সাংবাদিক মোঃ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল দীর্ঘদিন যাবত কমিউনিটির সেবা প্রদান করছেন। তিনি গোলাপগঞ্জ কমিউনিটিট্রাস্ট ইউকে'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা, হিলালপুর শাপলা সমাজ কল্যাণ সংঘ, অগ্রদূত ছাত্র পরিষদসিলেট, বৃহত্বর হেতিমগঞ্জ ক্রীড়া সংস্থা এর উপদেষ্টা।

ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ইউরো বাংলা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনিবিজলিন্ক অ্যাসোসিয়েট গ্রুপের চেয়ারম্যান, সিলেটের দৈনিক জালালাবাদ সিন্ডিকেট এর পরিচালক, জালালাবাদঅ্যাসোসিয়েশন ইউকের প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি, সিলেটে প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের ইউকে কমিটিরপ্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি, রেজিয়া-রহিম মেমোরিয়াল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, রেজিয়া-রহিম গণ পাঠাগারের প্রতিষ্টাতা, কাউন্সিল অফ মস্ক টাওয়ার হ্যামলেটেস এর ট্রেজারার, গোলাপগঞ্জ ইসলামিক সোসাইটি প্রতিষ্টাতা সভাপতি, ফুলবাড়ীইউনিয়ন সোসাইটি ইউকে'র প্রতিষ্টাতা সহসভাপতি, লন্ডনবাংলা ডট কম ও এলবিটিভি'র ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, অধুনালুপ্তসাপ্তাহিক ইউরোবাংলার সম্পাদক, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সদস্য ও দৈনিক জালালাবাদ এর লন্ডন ব্যুরো প্রধান ও স্টার লাইটএকাডেমীসহ অসংখ্য সামাজিক, ইসলামিক ও ব্যবসায়ীক সংগঠনের সাথে সক্রিয় রয়েছেন।

GREEN LEAF
BUILDING SERVICES LTD

আপনার কি বিল্ডার প্রয়োজন?
আমরা ঘরের যাবতীয় কাজে স্পেশালিস্ট।

REFURBISHING FLATS & HOUSES:
• Sink Block • Washing machine fix • Cooker fix • Kitchen Hood
• Plumbing radiators fix • Bath and tap fixing • Extractor fans
• Electricians • Fancy Lights fitting • Fault finding & Repair
• Kitchen Installation • Bathroom Renovation
• Floor tiles and wall tiles • Wood flooring, carpet and vinyl
• Interior and exterior painting and decorating
• Mould & Damp repair • Damp seal paint
• Wallpapering • Wallpaper remove
• Carpentry • Door fix • Door lock change
• Flat pack assembly • Wardrobe bed • Chest drawers
• Vertical Blinds • Curtains fix • TV Wall Mount Brackets
• Rendering • Plastering • Skimming
• Plasterboard • Skirting • Partition walls
• Garden Maintenance • Decking • Fence
• Shed Build • Paving • Brick • Block work
• Roof work leakage • New Roof • Guttering
• And many more!

No Job too big or small call us

Get your FREE quote now!

MAN & VAN SERVICES
Residential • Commercial Moves
Deliveries & Collections
Store Pick-up and Drop-off

No call-out charge for
Emergency plumbing & Emergency electrical work.

We cover full suite of our services under Public Liability Insurance

Why you can trust us:

Unit-1, 32-34 Turner Street, London E1 2AS
Call us on: 0207-702-8771 (office) or text Mob: 07596 862 347 | 07550 833 497
E-mail: greenleafbuilding@gmx.com | www.greenleafbuilding.co.uk

জমজমাট আয়োজনে বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ঈদ পুনর্মিলনী

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য, বিভিন্ন কাউন্সিলের মেয়র ও কাউন্সিলারসহ কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতি আর সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে জমজমাট এক ঈদ পুনর্মিলনী সম্পন্ন করেছে বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে। ৫ শতাধিক লোকের সমাগম যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি কমিউনিটির ঐতিহ্যবাহী ও অন্যতম এই সংগঠনের আয়োজনের পুরোটাই উৎসবমুখর করে রাখে। কমিউনিটির বিভিন্ন পেশার নারী-পুরুষের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি এ অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

গত ১৪ মে রোববার পূর্ব লন্ডনের সুপরিসর ইম্প্রেশন ব্যাঙ্কুয়েটিং হলে বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। এ আয়োজনের মাধ্যমে কমিউনিটির ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব বিয়ানীবাজারের কৃতি সন্তান মেসবা আহমদকে রাজকীয় খেতাব 'এমবিই' অর্জনও উদযাপন করে বিয়ানীবাজারবাসী। খেলাধুলার প্রসারসহ নানাভাবে কমিউনিটির সেবায় নিয়োজিত থাকার স্বীকৃতিস্বরূপ 'এমবিই' খেতাব অর্জনকারী মেসবা আহমেদকে বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট উপহার দেয়া হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বো আসনের এমপি রুশনারা আলী তাঁর হাতে ট্রাস্টের পক্ষে এই ক্রেস্ট তুলে দেন।

ট্রাস্টের সভাপতি রহিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক দিলওয়ার হোসেন ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলী বেবুল এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ আলহাজ্ব আবদুল সফিক।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রুশনারা আলী বলেন, আয়োজন- উদযাপনের দিক থেকে বিয়ানীবাজরবাসী বরাবরই অন্যরকম। তাঁরা কেবল বিয়ানীবাজেরর লোকজন নয়, বরং কমিউনিটির বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের নিজেদের আয়োজনে একত্রিত করেন। পরস্পরেক যোগাযোগ ও মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য বিয়ানীবাজারবাসীর এই চর্চা চমৎকার বলে মন্তব্য করেন তিনি। বক্তব্যে রুশনারা আলী ব্রিটেনে এবং বাংলাদেশে বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের নানা কল্যানমূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

লন্ডন টাগার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী মেসবা আহমেদ এমবিই বলেন, তাঁর বাবা বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সদস্য ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর তিনি ট্রাস্টের সেই সদস্যপদ নিয়েছেন। সম্মাননা জানানোর জন্য বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান মেসবা এমবিই। তিনি বলেন, যুক্তরাজ্যে বেড়ে উঠা বিয়ানীবাজারের সন্তানদের ট্রাস্টের সঙ্গে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত করার দিকে আরও বেশি নজর দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে লন্ডনে বিয়ানীবাজার 'ভিলেজ ফুটবল কাপ' আয়োজনের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, এই 'ভিলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট'-এ কেবল যুক্তরাজ্যে বেড়ে উঠা সন্তানদের খেলার সুযোগ দেয়া হয়। আগামী ২ জুলাই এবারের ভিলেজ কাপ অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান তিনি। বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আশুক আহমদ বলেন, ১৯৯০ এর দশকে যখন এই বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিলো তখন অনেকেই বিষয়টিকে হাস্যকর বলে মনে করেছে। আর এখন শত শত সংগঠন। সংগঠনগুলো থাকার কারণে কমিউনিটির শত শত লোকজন একত্রিত হচ্ছে, পারস্পরিক যোগাযোগ হচ্ছে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশে নিজ নিজ এলাকার জন্য অনেক কল্যানমূলক কাজ হচ্ছে। তিনি বলেন, এতে প্রমাণ হয় বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠনের সিদ্ধান্ত সফল হয়েছে। লন্ডনে কমিউনিটির প্রবীনদের সময় কাটানোর জন্য একটি সেন্টার গঠনের আহবান জানান তিনি।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় সাবেক হুইপ সেলিম উদ্দিন বলেন, ব্রিটিশ মূলধারার রাজনীতিতে আমাদের নতুন প্রজন্মকে আরো বেশী করে মনোনিবেশ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ওয়ার্থিং কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর হেনা চৌধুরী, রেডব্রিজ কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর জোসনা বেগম, বার্কিং অ্যান্ড ডেগেনহাম কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর ফারুক চৌধুরী, বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মিঠু চৌধুরী, চীফ ট্রেজারার সাইদুর রহমান বিপুল, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশা, বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডনের ভাইস চেয়ারম্যান শাহানুর খান, সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, চীফ ট্রেজারার মামুন রশীদ, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক লীডার হেলাল আব্বাস, কাউন্সিলর আবদাল উল্লাহ, কাউন্সিলর আসমা ইসলাম, কাউন্সিলর কবির হোসেন, বালাগঞ্জ - ওসমানি নগর উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক দুই সভাপতি অধ্যাপক মাসুদ আহমদ ও গোলাম কিবরিয়া, গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্টের সভাপতি ইছবাহ উদ্দিন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন ইউকে'র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক জিলু, বিয়ানীবাজার উপজেলা প্রগতি এডুকেশন ট্রাস্টের সভাপতি মনজুরুস সামাদ চৌধুরী, সাবেক সভাপতি হাবিবুর রহমান ময়না, বিয়ানীবাজার স্পোর্টিং ক্লাব ইউকে'র সাধারণ সম্পাদক আকবর হোসেন, বিয়ানীবাজার পৌর উন্নয়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান। এছাড়া ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিষদের সহসভাপতি জাকির হোসেন,সাংগঠনিক সম্পাদক আকবর হোসেন রবিন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক আল মামুনুর রশীদ হিলারি, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ আবু আহমদ সরওয়ার বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়া করেন ট্রাস্টের সদস্য মোহাম্মদ আবু কাওসার। অনুষ্ঠানে সদ্য প্রয়াত ট্রাস্টের সিনিয়র সদস্য ডাঃ একেএম জাকারিয়াকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয় এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়।

ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে নাশিদ পরিবেশন করেন শিল্পী আলাউর রহমান। পরে নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

শায়খুল হাদীস মুফতি মুহিব্বুল হক গাছবাড়ীর ইন্তেকালে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার শোক প্রকাশ

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর ও ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া কাসিমুল উলুম দরগাহে হযরত শাহ জালাল রহ. সিলেট এর মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস মাওলানা মুফতি মুহিব্বুল হক গাছবাড়ীর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক ও যুক্তরাজ্য শাখার সেক্রেটারি মাওলানা মুফতি ছালেহ আহমদ।আজ (১৭ মে) এক শোকবার্তায় নেতৃদ্বয় বলেন, দেশের অন্যতম শীর্ষ আলেমে দ্বীন শায়খুল হাদীস মুফতি মুহিব্বুল হক গাছবাড়ী হুজুর এর ইন্তেকালে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তিনি আমৃত্যু ইসলাম ও উম্মাহর কল্যাণে কাজ করে গেছেন। দ্বীনি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে তাহার অবদান দেশ জাতি আজীবন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে। হাদীসের খিদমতের মাধ্যমে তিনি হাজার হাজার আলেম-উলামা তৈরি করেছেন। শীর্ষ এই আলেমে দ্বীনের ইন্তেকালে আমরা একজন অভিভাবক কে হারালাম ।যা কখনোই পূর্ণ করা সম্ভব নয়। আমরা মহান আল্লাহর দরবারে মরহুমের মাগফিরাত ও দারাজাত বুলন্দির জন্য দোয়া করি। একই সাথে শোকাহত পরিবার পরিজন ও ছাত্র-মুহিব্বীনদের প্রতি আমরা সহমর্মিতা জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাই কে সবরে জামীল দান করুন। আমীন।

৯ জুলাই পূর্ব লন্ডনের মাইল এন্ড স্টেডিয়ামে ঈদ মেলা

আগামী ৯ জুলাই রবিবার টি এন্ড টি কনসালটেন্সি ইউকের আয়োজনে ও নেক্সট স্টেইজ ইভেন্টসের সার্বিক তত্বাবধানে পূর্ব লন্ডনের মাইল এন্ড স্টেডিয়ামে যুক্তরাজ্যের সর্ববৃহৎ ঈদ মেলা অনুষ্ঠিত হবে। দুপুর ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এই মেলা চলবে ।

এ উপলক্ষে আজ ১১ মে বৃহস্পতিবার লণ্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকেরা জানান, ঈদ মেলায় বাংলাদেশি ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্টলসহ বাংলা সংস্কৃতির নানাদিক তারা তুলে ধরবেন। বাংলাদেশের তারকা শিল্পীরা মেলায় সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। দিনব্যাপী এই মেলা প্রায় ২৫ হাজার মানুষ উপভোগ করবেন।

আয়োজকেরা বলেন, বিলেতে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি তুলে ধরার কাজে বহু সাংস্কৃতিক সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় আমাদের সংগঠন টি এন্ড টি কনসালটেন্সি এবং নেক্সট স্টেইজ ইভেন্টসও কাজ করে যাচ্ছে। গত বছর আমরা টি এন্ড টি কনসালটেন্সির পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সহযোগিতায় পূর্ব লন্ডনের আকলু প্লাজায় দিনব্যাপী একটি বৈশাখীমেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আনন্দঘন পরিবেশে উদযাপন করতে পেরেছি। সে অনুষ্ঠানে ছিল নাচ, গান, আবৃত্তির সাথে বাংলাদেশি পণ্য প্রদর্শনী বিক্রয়, ফ্যাশন শো, বাঙালির উপাদেয় হরেক রকম খাদ্যের স্টল। কয়েক হাজার দর্শক শ্রোতা সেদিন আমাদের এ আয়োজনে উপস্থিত হয়ে কেনাকেটাসহ আনন্দ উপভোগ করেছেন। বিলেতের মাটিতে অনুষ্ঠানটি হয়েছিলে এক খণ্ড বাংলাদেশের উজ্জ্বল পরিচিতি। ব্রিটিশ বাঙালি ও নতুন প্রজন্মের মাঝে সেদিন যে সাড়া পেয়েছি, আমাদের বিশ্বাস তারা নিজ শিকড়ের সাথে পরিচয় হতে পেরে উৎসাহিত হয়েছেন। আমাদের উদ্দেশ্যও তাই, নতুন প্রজন্মকে শিকড়ের সন্ধান দেয়া। আমাদের সেই বিরল অভিজ্ঞতার পর আমরা উৎসাহিত হয়ে এবার একটি বিশাল সাংস্কৃতিক আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়েছি। পূর্ব লন্ডনের মাইল এন্ড স্টেডিয়ামের খোলা মাঠে এই প্রথম ঈদ মেলা করতে যাচ্ছি। আমাদের এই আয়োজনে সারাদিনে আসা যাওয়ার মাধ্যমে ২০ থেকে ২৫ হাজারেরও বেশি শ্রোতা ও দর্শক উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করছি। দেশ থেকে এসে বাংলাদেশি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা এতে অংশ নিবেন। বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকসঙ্গীত শিল্পী, আধুনিক ও জনপ্রিয় ব্যান্ড শিল্পীরা গান পরিবেশন করবেন। এর সাথে পরিবেশিত হবে ফ্যাশন শো, থাকবে হালকা খাবারের শতাধিক রকমারি স্টল। আরও থাকবে চমকে দেয়ার মত রঙিন ব্যানার, ফেস্টুন যা মাঠকে দেবে চোখ ধাধানো একটি পরিবেশ। এছাড়া থাকবে শিশু-কিশোরদের জন্য নানা খেলাধুলার আয়োজন। এটাই হবে এখন পর্যন্ত বিলেতের সবচেয়ে বড় ঈদ মেলা। বিলেতের মাটিতে এটা ইতিহাস সৃষ্টিকারী একটি সাংস্কৃতিক ও বাংলাদেশি ঐতিহ্য সম্বলিত ঈদের সবচেয়ে বড় আয়োজন।

সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকেরা ঈদ মেলা সফল করতে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন। আয়োজকদের পক্ষে পৃষ্ঠপোষক টি এন্ড টি কনসালটেন্সি ইউকের সিইও ইফতেখার আহমেদ, আয়োজক কমিটির উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি নাজিম উদ্দিন ও নেক্সট স্টেইজ ইভেন্টসের সিইও আবদুল্লাহ মাহমুদ সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। আয়োজকেরা জানান, মেলায় স্টল বুকিংসহ অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্য নিয়ে খুব শীঘ্রই তারা আরেকটি সংবাদ সম্মেলন করবেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিম কোর্ট বারে ভাঙচুর-হাতাহাতি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচন ও ভোট নিয়ে কয়েক দিন পরপরই ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, হামলা-ভাঙচুরের ঘটনা ঘটছে। গত দুই মাসেরও কম সময়ে এ নিয়ে তিনবার ঘটল এ ঘটনা।

গত ১৫-১৬ মার্চ অনুষ্ঠিত বিতর্কিত নির্বাচন নিয়ে প্রায় প্রতিদিন আওয়ামী ও বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের পাল্টাপাল্টি মিছিল-মিটিং হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণের সমিতি ভবনে।

মঙ্গলবার দুপুরেও সমিতির বর্তমান কমিটির সভাপতি মোমতাজ উদ্দিন ফকির ও সম্পাদক আব্দুন নূর দুলালের কক্ষের সামনে বিক্ষোভ করছিলেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা। সভাপতি-সম্পাদককে ভোট চোর বলে স্লোগান দিচ্ছিলেন তারা। তখন সম্পাদক আবদুন নূর দুলাল তার কক্ষেই ছিলেন। সে সময় আওয়ামীপন্থী আইনজীবীদের উপস্থিতি ছিল হাতে গোনা।

বিক্ষোভের এক পর্যায়ে সম্পাদক দুলালের কক্ষের দরজা-জানালা ভাঙচুর করা হয়। তখন প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, হাতাহাতি। এতে কয়েকজন আইনজীবী আহত হয়েছেন বলে দাবি উভয় পক্ষের। এ ঘটনায় আওয়ামী ও বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা পরস্পর-পরস্পরকে দায়ী করছে।

বেলা আড়াইটার দিকে বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা নিচে নেমে ভবনের প্রবেশপথে অবস্থান নেন। তখন আওয়ামীপন্থী আইনজীবীরা সভাপতি-সম্পাদকের কক্ষের সামনে অবস্থান নিয়ে পাল্টা স্লোগান দিতে থাকেন। তারা বিএনপিপন্থীদের ব্যালট চোর বলে স্লোগান দেন।

হামলা-ভাঙচুরের ঘটনায় আওয়ামীপন্থী কয়েকজন আইনজীবী আহত হয়েছেন দাবি করে কায়সার কামাল বলেন, 'একজন আওয়ামী সমর্থক আইনজীবী সুপ্রিম কোর্ট বার অফিসকক্ষ ভাঙচুর করেছে। তারা নিজেরা ভাঙচুর চালিয়ে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের নেতৃবৃন্দের ঘাড়ে দোষ চাপানোর অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।'

কায়সার কামালের দাবি, মোমতাজ উদ্দিন ফকির ও আব্দুন নূর দুলাল নির্বাচিত না হয়েও জবরদস্তি করে সভাপতি-সম্পাদকের কক্ষ দখল করে আছেন। আর তাদের পাহারা দিচ্ছে সাদা পোশাকের পুলিশ।

গত ৬ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির ইফতার আয়োজনে ভাঙচুর, হাতাহাতি, ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। ইফতার আয়োজনের ব্যানার, চেয়ার, টেবিল ভাঙচুর করেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা। এ ঘটনায় গত ৯ এপ্রিল সমিতির প্রশাসনিক কর্মকর্তা রবিউল হাসান শাহবাগ থানায় এ মামলা করেন। পরে ১০ এপ্রিল এ মামলায় হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন নেন বিএনপিপন্থী ২৪ আইনজীবী।

এরপর গত ৩ মে ফের দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, হাতাহাতি, ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এতে আহত হন আতাউর রহমান নামের এক বয়োজ্যেষ্ঠ আইনজীবী। তিনি আওয়ামীপন্থী আইনজীবী হিসেবে পরিচিত।

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনের দুই দিন আগে গত ১৩ মার্চ মনসুরুল হক চৌধুরী নির্বাচন পরিচালনা উপকমিটি থেকে পদত্যাগ করলে ভোটগ্রহণ নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। পরে নতুন আহ্বায়ক করাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নির্বাচন পরিস্থিতি। গত ১৪ মার্চ

অন্তত পাঁচজন আইনজীবী আহত হয়েছেন বলে দাবি সম্পাদক আবদুন নূর দুলালের।

অন্যদিকে বিএনপিপন্থী ছয়জন আইনজীবী আহত বলে দাবি বিএনপির আইন সম্পাদক ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের মহাসচিব কায়সার কামালের।

ঘটনার পর আবদুন নূর দুলাল সাংবাদিকদের বলেন, 'সম্পাদকের কক্ষ ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা করা হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী তাদের মতো ব্যবস্থা নেবে। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন আইনজীবী আহত হয়েছেন।'

গঠনতন্ত্র অনুসারে সমিতির নির্বাচন হয়েছে দাবি করে দুলাল বলেন, 'ভোটের আগের রাতে বিএনপির মাহবুব উদ্দিন খোকন ও রুহুল কুদ্দুস কাজল ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়েছিল। তাদের নির্বাচন করার মানসিকতা ছিল না। তারা নির্বাচনের আগের দিন থেকে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে সব কিছু করেছে। তারা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অপারেট করার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। তাদের সমস্ত কিছু ব্যর্থ হয়েছে।'

অন্যদিকে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিলে আওয়ামীপন্থীদের হামলায় তাদের বেশ সন্ধ্যায় দুই পক্ষই নির্বাচন পরিচালনা উপকমিটির আহ্বায়ক করা নিয়ে বিবাদে জড়ায়। পাল্টাপাল্টি স্লোগান, বিক্ষোভ মিছিলের এক পর্যায়ে হাতাহাতিতে জড়ান আওয়ামী ও বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা। পরে আওয়ামীপন্থীরা জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মো. মনিরুজ্জামানকে আর বিএনপিপন্থীরা আইনজীবী এস এম মোকতার কবির খানকে আহ্বায়ক ঘোষণা করেন।

এ পরিস্থিতির মধ্যে পুলিশি প্রহরায় মো. মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বাধীন উপকমিটির অধীনে গত ১৫ ও ১৬ মার্চ ভোট হয়। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পায় আওয়ামীপন্থী সাদা প্যানেল। এ নির্বাচন ও কমিটিকে শুরু থেকেই অস্বীকার করে আসছেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা। এ নিয়ে বিক্ষোভ-প্রতিবাদের মধ্যে গত ৩০ মার্চ পাল্টা এডহক কমিটি ঘোষণা করা হয়। বিএনপিপন্থী আইনজীবীসহ বিভিন্ন পক্ষের আইনজীবীরা তলবি সভা করে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটিতে আইনজীবী মোহাম্মদ মহসিন রশিদকে আহ্বায়ক এবং আইনজীবী শাহ আহমেদ বাদলকে সদস্যসচিব করা হয়। এ কমিটি আগামী ১৪-১৫ জুন সমিতির নতুন এই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে।

জাতীয় নির্বাচনে সরকার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবেন সিইসি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো দলের দিকে না তাকিয়ে ওই সময়কার সরকার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল।

তিনি বলেন, নির্বাচনে আমাদের দায়িত্ব কোনো দলের দিকে তাকানো নয়, ভোটাররা যাতে নির্ভয়ে ও উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেই চেষ্টাটাই আমরা মূলত করব। পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষ করার চেষ্টা করব।

মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সঙ্গে বৈঠক শেষ সিইসি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

বাসাইল পৌরসভা নির্বাচন সামনে রেখে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করে। ওই বৈঠকে নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. আহসান হাবিব খান, বেগম রাশেদা সুলতানা ও মো. আলমগীর উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের পর সিইসি ও বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন।

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীকে ঈঙ্গিত করে সিইসি বলেন, আপনারা (রাজনৈতিক দল) জাতীয় সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ও উৎসবমুখর করে তুলুন। আমাদের যে দায়িত্ব থাকবে, কোনো দলের দিকে তাকানো নয়, ভোটাররা যাতে নির্ভয়ে, উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সেই চেষ্টা করা। রাজনৈতিক সরকার ও আমলাতান্ত্রিক সরকারের ওপর আমাদের যে নিয়ন্ত্রণ আইনে দেওয়া হয়েছে, আমরা সেটি প্রয়োগ করার চেষ্টা করব।

রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক সরকারের ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, আমলাতান্ত্রিক সরকার বলতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব থেকে সহকারী সচিব পর্যন্ত এবং রাজনৈতিক সরকার বলতে উপমন্ত্রী থেকে ওপর পর্যন্ত। দুটো মিলেই কিন্তু পরিপূর্ণ সরকার।

বৈঠকের আলোচনার বিষয় তুলে ধরে সিইসি বলেন, আমরা আশ্বাস দিয়েছি, আমাদের দায়িত্ব ও সাধ্য অনুযায়ী যতকুটু সম্ভব তা পালন করার চেষ্টা করব। আবার এটাও বলেছি যে, নির্বাচন কমিশনের ওপর নির্বাচন আয়োজনের একটা বড় দায়িত্ব আছে, একই সঙ্গে আপনারাও যারা রাজনীতিতে আছেন, তাদেরও দায়িত্ব আছে সার্বিকভাবে নির্বাচনের জন্য একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়া। খুব প্রতিকূল পরিবেশ যদি বিরাজ করে তাহলে আমাদের জন্য কাজ করা অনেকটা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়তে পারে।

নির্বাচনকালীন সরকার প্রসঙ্গে কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, উনি (কাদের সিদ্দিকী) বলেছেন যে নির্বাচনের সময় সরকার হচ্ছে নির্বাচন কমিশন। আমরা এটা বুঝি। কিন্তু তার পরেও গ্রাউন্ড রিয়েলিটিটাকে মাথায় রেখে আমরা বলেছি, সেই ক্ষেত্রেও আমরা চেষ্টা করব যতদূর সম্ভব দক্ষতা, সততা ও সাহসিতকার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করব।

তিনি বলেছেন যদি আসন্ন বাসাইল পৌরসভা নির্বাচনটা সুষ্ঠু হয়, তাহলে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উনারা অংশগ্রহণ করবেন। আমরা বারবার বলেছি যে একটা অংশগ্রহণমূলক

নির্বাচন চাই। উনি (কাদের সিদ্দিকী) বলেছেন যে, নির্বাচন যদি অংশগ্রহণমূলক না হয়, আমাদের (ইসির) করার কিছু থাকবে না।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচনে আমাদের সবাইকে সহায়তা করতে হবে, সরকারের সদিচ্ছার কথা বলেছি। বঙ্গবীর আমাদের বলেছেন যে আমরা কিছুটা দুর্বল কিনা? আমরা বলেছি 'না'। সরকারে সদিচ্ছা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাজনৈতিক সরকারের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে কিন্তু অনেকটা। দীর্ঘদিনের যে আমলাতান্ত্রিক সরকার অর্থাৎ ডিসি, এসপি, বিডিআর...। আমরা বারবার একটা অভিযোগ শুনেছি যে পুলিশের নেতিবাচক একটা ভূমিকা থাকে। এটা পুলিশের জন্য নয়, স্থানীয়ভাবেই হয়তো পুলিশকে পক্ষাশ্রীত করার চেষ্টা হয়ে থাকে প্রার্থীদের পক্ষ থেকে। পুলিশের হাতে অস্ত্র থাকে, শক্তি থাকে, ইউনিফরম থাকে, সেই দিকটাও আমরা দেখব। আমি পুলিশকে দোষারোপ করছি না। আমিই পুলিশের কাছে যাচ্ছি কনভিন্স করার জন্য, পুলিশ আমার কাছে আসছে না- এই বিষয়টাই কিন্তু আমাদের সবার নিউট্রলাইজ করতে হবে।

দীর্ঘদিনের সাজানো প্রশাসনিক ব্যবস্থা কি ভাঙ্গা যাবে- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে সিইসি বলেন, আমরা যে নির্বাচনগুলো করেছি, সেগুলো মোটামুটি তুলনামূলকভাবে সুশৃঙ্খলভাবে হয়েছে। আমি বলব না যে অ্যাবস্যুলিটলি হয়েছে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সরকার, পুলিশ এবং প্রশাসনের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি। কখনো অসহযোগিতা পাইনি। আশা করি, জাতীয় নির্বাচনেও তারা এই ভূমিকার পালন করে যাবেন।

প্রশাসন নিরপেক্ষ রাখতে ইসি কী পদক্ষেপ নেবে- এমন প্রশ্নের জবাবে কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, সেটা আমরা নিজেরা (নির্বাচন কমিশন) চিন্তা করব। আপনাদের কাছে বলতে চাচ্ছি না। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকারের সদিচ্ছ ছাড়া নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না একথা আমরা বলিনি। সরকারের সদিচ্ছা এবং সহযোগিতা না থাকে এবং তার যে অঙ্গ সংগঠনগুলো যেমন পুলিশ, প্রশাসন সহায়তা না করে, তাহলে আমাদের যে সক্ষমতা আছে তা সীমিত হয়ে পড়বে। বিশেষ করে পুলিশ, আর্মি, বিডিআর, ওরা যদি আমাদের নিরপেক্ষভাবে সহায়তা করে, কোনো রকম যদি অন্য কোনো পক্ষ থেকে যদি প্রভাবিত না হয়, তাহলে আমার শক্তিটা অনেক বেড়ে যাবে। সেখানে আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.
May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £19 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham
H M Ashraf Ahmed

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

শিক্ষকদের শিক্ষার্থী বান্ধব হতে হবে

বাংলাদেশে শিক্ষককে ছাত্ররা ভয় পায়। এটা একটা শিক্ষা বান্ধব পরিস্থিতি নয়। কোন ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করলেই ছাত্র খারাপ এই ধারণাও বদলাতে হবে। ছাত্র ফেল করলে শিক্ষকের ব্যর্থতা ও চলে আসে।বর্তমান সময়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করবেন, তখন কী কী ধরনের পেশা থাকবে, সে বিষয়ে আমাদের সঠিক ধারণা নেই। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে, অর্থপূর্ণ কাজ করতে হলে, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণ ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, যোগাযোগ এবং যেকোনো দলের ভালো সদস্য হওয়ার গুণাবলি। আমাদের শিক্ষার্থীরা যদি এই দক্ষতা অর্জন না করেন, তাহলে জাতি হিসেবে সামনে এগিয়ে যাওয়া কঠিন হবে।

শ্রেণিকক্ষে প্রশ্ন করা, বিতর্ক করাকে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষার্থী প্রশ্ন করলে তাকে 'বেয়াদব' বলার যে মানসিকতা আমাদের সমাজে আছে, তা থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে 'কড়া শিক্ষক'দের সুনাম আছে। কিন্তু শিক্ষককে ভয় পেলে ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্ন করতে পারে না। তাহলে তাদের চিন্তা ও বিশ্লেষণের শক্তি তৈরি হবে কীভাবে?

বাংলাদেশের সমাজে শিক্ষকসহ সব গুরুজনের সম্মান করতে শেখানো হয়। কিন্তু বিদ্যালয়, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা কি শিক্ষার্থীদের সম্মান করেন? প্রশ্নটি ভাবছিলাম হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে করা কোর্সগুলোর মূল্যায়ন করতে গিয়ে। গত এক বছর হার্ভার্ডে পড়ছি। প্রতি সেমিস্টারের শেষে প্রতিটি কোর্সের মূল্যায়ন করেন শিক্ষার্থীরা; এই প্রক্রিয়ায় তাদের নাম উল্লেখ করতে হয় না। একটা অংশে থাকে শিক্ষকের মূল্যায়ন।

শিক্ষার্থীরা ১ থেকে ৫-এর স্কেলে শিক্ষককে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করে একটি নম্বর দিতে পারেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে শিক্ষককে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করতে হয়। তার মধ্যে আছে শিক্ষকদের নানা বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন বিষয়ে নতুনভাবে ভাবতে সহায়তা করা, পাঠদানের সময় সঠিকভাবে কাজে লাগানো, শ্রেণিকক্ষের আলোচনা দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চালনা করা, শিক্ষার্থীদের উপকারী ফিডব্যাক দেওয়া, ভিন্নমত এবং নানা ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা, ক্লাসের বাইরেও শিক্ষার্থীদের সময় দেওয়া এবং শিক্ষার্থীদের সম্মান করা।

প্রত্যেক শিক্ষক যে বিষয়ে পড়ান, সেই বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। কিন্তু তা ভালো শিক্ষক হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কী আচরণ করছেন, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যায়নের ফরম সেই কথাটি মনে করিয়ে দেয়।

বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শাস্তি নিষিদ্ধকরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে পরিপত্র জারি করেছে, তার বাস্তবায়ন ও যথাযথ মনিটরিং করতে হবে। শিক্ষার্থীদের শাস্তি না দিয়ে এবং অবমাননা না করে শিক্ষা দেওয়া নিয়ে শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। এর পাশাপাশি প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা ও নিজস্ব চিন্তা প্রকাশের পরিবেশ তৈরি করা।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কে পারস্পরিক সম্মানবোধ থাকলে শেখার অভিজ্ঞতা ছাত্রছাত্রীদের জন্য অর্থপূর্ণ হবে। শিক্ষকেরাও শিখতে পারবেন। ছাত্ররাও অনুপ্রাণিত হবে। লেখা পড়ায় বেশি মনোযোগী হবে.

হয়তো বিএনপি নয় অন্য কোনো নামে

আলী হাবিব

তিন দেশ সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর এই সফর নিয়ে এরই মধ্যে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলে আলাপ-আলোচনা চলছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর এই সফরে অনেক কিছু অর্জিত হয়েছে। অন্যদিকে বিরোধী শিবির তথা বিএনপির বিবেচনায় এই সফর একেবারেই মূল্যহীন। তারা এই সফরকে অন্যভাবে মূল্যায়ন করতে চাইছে। যেমন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী মনে করেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে 'জনবিচ্ছিন্ন' হয়ে পড়েছেন। তাই এখন বিদেশিদের কাছে 'ধরনা' দিচ্ছেন। তাঁর মতে, 'কমপ্লিটলি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, রাজনৈতিকভাবে পরাজিত।' বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মনে করেন, বিশ্বব্যাংক কার্যালয় ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলড়আইএমএফের শীর্ষ প্রধানদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠকে বাংলাদেশের কোনো 'অর্জন হয়নি'। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রীর এই সফর 'ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ধানাইপানাই', তবে 'এসবে' কাজ হবে না।

প্রধানমন্ত্রী টানা সফরে প্রথমে যান জাপান। এরপর যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। জাপানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। সম্পর্কের সুবর্ণ জয়ন্তীতে এসে চীন ও ভারতের পর তৃতীয় দেশ হিসেবে জাপান এখন বাংলাদেশের কৌশলগত অংশীদার। এটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরের প্রথম সাফল্য। কৌশলগত অংশীদার কী, সে সম্পর্কে ধারণা না থাকলে অনেকেই বেমক্কা মন্তব্য করতে পারেন। অথবা এটা হতে পারে কেবলই রাজনৈতিক বিরোধিতার কারণে বিরোধিতা। অন্তত একটা অবস্থান তো ঠিক রাখতে হবে! প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরের সময় ৩০ দফা যৌথ বিবৃতিতে নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষাসহ আট খাতে সহযোগিতা চুক্তি, সমঝোতা সই হয়েছে। অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে যৌথ সমীক্ষার ঘোষণা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রী গিয়েছিলেন 'বিশ্বব্যাংক-বাংলাদেশ অংশীদারির ৫০ বছরের প্রতিফলন' শীর্ষক পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে যোগ দিতে। সেখানে বিশ্বব্যাংকপ্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডেভিড মালপাসের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের মধ্যে ২২৫.৩৪৫ কোটি মার্কিন ডলারের পাঁচটি চুক্তি সই হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে ওয়াশিংটনের রিজ-কার্লটন হোটেলে তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা। তিনি মনে করেন, শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব কভিড-১৯-এর পরও বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল রেখেছে। সব বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো নেতৃত্ব প্রয়োজন।

জাপান কৌশলগত অংশীদার হচ্ছে, বিশ্বব্যাংক নতুন করে চুক্তি করছে, আইএমএফ বলছে, শেখ হাসিনার মতো নেতৃত্ব প্রয়োজনড়তাহলে বিএনপি নেতৃত্ব এই সফরকে একেবারেই বিবেচনায় নিতে চাইছে না কেন?

কারণ নির্বাচন। তাদের হাত থেকে এক এক করে সব সম্ভাবনা বেরিয়ে যাচ্ছে। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি দৌড়ঝাঁপ কম করেনি। সম্ভাব্য সব দরজায় গেছে। ভেতরের খবর হলো, তাদের ফিরতে হয়েছে খালি হাতে, বিফল মনোরথ হয়ে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের 'বড়ি' তারা কাউকে খাওয়াতে পারেনি। বিএনপির ধারণা ছিল একটা 'আন্দোলন-আন্দোলন' খেলা খেলতে পারলেই সেটা বিদেশিদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। এবং বিদেশিরা আওয়ামী

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগবিরোধী বা বিএনপিপন্থী নয়। আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ নেই। আর যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একজন সফল অর্থনৈতিক নেতা হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন, তিনি অনেক বছর ধরে তাঁকে অনুসরণ করছেন

লীগকে সরিয়ে বিএনপিকে না হোক তৃতীয় কোনো পক্ষকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে। কিন্তু বাস্তবে কী দেখা যাচ্ছে? এ মাসের শুরুতে এক সংবাদ সম্মেলনে ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনরি বলেছেন, নির্বাচন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এ নিয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চান না। এর ঠিক পরদিন ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখ্য উপমুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল জানিয়ে দেন, বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করে না। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চায় যুক্তরাষ্ট্র। নির্বাচন নিয়ে প্রশ্নের জবাবে বেদান্ত প্যাটেল আরো বলেন, 'বিশ্বের যেকোনো দেশের জন্য আমাদের প্রত্যাশা যে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হোক।' তিনি এটাও উল্লেখ করেন, 'বাংলাদেশ আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ। এটি এমন একটি দেশ, যার সঙ্গে আমরা আমাদের সম্পর্ক গভীর করতে আগ্রহী।' ইন্দো-প্যাসিফিক সম্পর্কিত নিরাপত্তার মতো বিষয়কে উদাহরণ হিসেবে তিনি তুলে ধরেন। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান উইলসন সেন্টারের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান সম্প্রতি কালের কণ্ঠকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বাইডেন প্রশাসনের কাছে বিশেষ পছন্দের কেউ নেই। তারা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায়। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগবিরোধী বা বিএনপিপন্থী নয়। আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ নেই। আর যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একজন সফল অর্থনৈতিক নেতা হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন, তিনি অনেক বছর ধরে তাঁকে অনুসরণ করছেন। তাঁর দুই মেয়ে এবং স্ত্রীও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বড় ভক্ত।

এ সবকিছুই বিএনপির আশাভঙ্গের কারণ। স্বাভাবিকভাবেই তারা হতাশ। তাদের সাম্প্রতিক বক্তব্যে সেই হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠছে। যে কারণে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর থেকে কোনো অর্জন দেখতে পাচ্ছে না দলটি। তবে নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে বিএনপি। যে কারণে তত্ত্বাবধায়ক বাদ দিয়ে এখন 'নির্বাচনকালীন সরকার' নিয়ে মন্তব্য করছে তারা। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, নির্বাচনকালীন সরকারে থাকতে 'কোনো আগ্রহ নেই বিএনপির'। দলটিকে কি 'নির্বাচনকালীন সরকারে' ডাকা হয়েছে? আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তো বলেই দিয়েছেন, 'তাঁরা বিএনপিকে এ বিষয়ে প্রস্তাবই দেননি।' তাহলে? রহস্য এখানেই।

গত শনিবার নয়াপল্টনের সমাবেশে বলেছেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার মেনে নেওয়া না হলে নির্বাচন রুখে দেওয়া হবে?' কিভাবে? আবারও কি আগুন সন্ত্রাস? নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি রুখে দিতে কোন অনিয়মের পথে যাবে দলটি? যদিও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, বিএনপি নির্বাচনে আসছে। সেটা 'হয়তো বিএনপি নয়, অন্য কোনো নামে'। কিভাবে? বিস্তারিত আরেক দিন।

ফেঞ্চুগঞ্জে সার কারখানায় ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন

সিলেট অফিস : যান্ত্রিক ত্রুটিতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জের শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানির সার কারখানা। গত ১০ মাসে প্রায় ১০ বার বন্ধ হয়েছে এই সার কারখানা। এতে ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন। এ অবস্থায় চলতি অর্থবছরে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

জানা যায়, চলতি বছরের শুরুতে এমোনিয়া প্লান্টে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে টানা ২ মাস ১০দিন বন্ধ থাকে কারখানাটির উৎপাদন। এরপর বিদেশী প্রকৌশলী এনে সংস্কার করা হলে শুরু হয় উৎপাদন। কিন্তু দেড় মাসের মাথায় যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয় কারখানার পাওয়ার প্ল্যান্টে। এতে ফের বন্ধ হয়ে যায় উৎপাদন।

শাহজালাল সার কারখানার প্রকৌশল বিভাগ সূত্র জানায়, বছরের শুরুতে সার কারখানার এমোনিয়া গ্যাস টারবাইনের এয়ার কমপ্রেসারের কন্ট্রোল সিস্টেম সফটওয়ারে ত্রুটি দেখা দিলে বন্ধ হয়ে যায় পুরো প্লান্ট। প্লান্টটি চালু করতে বুয়েটসহ দেশের সব নামিদামি সফটওয়ার কোম্পানির প্রকৌশলীকে খবর দেয়া হয় কিন্তু দেশীয় কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি আধুনিক ওই সফটওয়ার স্থাপন করা। যোগাযোগ করা হলে ওই সফটওয়ারের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইতালির জি ই ওয়েল অ্যান্ড গ্যাস কোম্পানির প্রকৌশলী ফেঞ্চুগঞ্জ এসে প্রায় ১০ দিনের প্রচেষ্টায় আধুনিক সফটওয়ার স্থাপন করেন।

সূত্র জানায়, এমোনিয়া প্লান্টে বিদ্যমান সফটওয়ারটি ছিল ২০০৫ সালের। চলতি মে মাসের ৭ তারিখ শাহজালাল সার কারখানায় ফের যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। ওইদিন দুপুর ২টার দিকে কারখানার পাওয়ার প্লান্টের অক্সিারি বয়লারের এফডি সেন ট্রিপ করে।

এতে একটি বয়লার বন্ধ হয়ে গেলে স্টিম স্বল্পতায় বন্ধ হয়ে যায় পাওয়ার প্লান্ট। ফলে প্রায় ৩দিন বন্ধ থাকে কারখানার উৎপাদন। ৯ই মে রাত ১১টার দিকে ফের চালু হয় শাহজালালে উৎপাদন। এর আগে চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত নানা কারণে প্রায় ৮ বার বন্ধ হয়েছে শাহজালাল সারকারখানা। উৎপাদন শাখা জানায়, অর্থবছরের ১০ মাসে প্রায় ৩ মাস বন্ধ ছিল শাহজালাল সারকারখানা। এতে ব্যাহত হয়েছে লক্ষাধিক টন ইউরিয়া সারের উৎপাদন। যার বাজার মূল্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। শাহজালাল সার কারখানার হিসাব বিভাগীয় প্রধান আব্দুল বারী জানান, চলতি অর্থবছর সার কারখানার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় সাড়ে ৪ লাখ টন। মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সার কারখানায় উৎপাদন হয়েছে ২ লাখ ৬০ হাজার টন ইউরিয়া। বর্তমানে শাহজালালের দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ গড়ে ১৪শ' টন। ২০১২ সালের ২৪শে মার্চ ফেঞ্চুগঞ্জের পুরাতন সার কারখানার পাশে শাহজালাল সার কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমেরিকা, নেদারল্যান্ডস ও ইতালির প্রযুক্তিতে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে চীনের মেসার্স কমপ্লান্ট। অত্যাধুনিক এ সার কারখানার প্রধান প্লান্ট ইউরিয়া ও এমোনিয়ার প্রসেস লাইসেন্সর হচ্ছে এমোনিয়ায় আমেরিকার বিখ্যাত কোম্পানি কিলোগ ব্রাউন এন্ড রোটস (কেবিআর) এবং ইউরিয়ায় নেদারল্যান্ডের খ্যাতিমান কোম্পানি স্টেমিকার্বন বি, ভি। শিল্পশহর ফেঞ্চুগঞ্জে প্রথম সারকারখানা নির্মিত হয় ষাটের দশকের গোড়ার দিকে। ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি (এনজিএফএফ) নামে ফেঞ্চুগঞ্জের ওই সারকারখানা স্থাপন করেছিল জাপানের কোবে স্টিল লিমিটেড।

১৯৬১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর এনজিএফএফ যাত্রা করে। ২০ বছরের ইকোনমিক লাইফ নিয়ে যাত্রা শুরু হলেও পুরাতন ওই সার কারখানা চালু ছিল প্রায় অর্ধশত বছর। নবনির্মিত শাহজালাল সার কারখানার যাত্রা শুরু হয়ে ২০১৫ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর। এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ইকোনমিক লাইফও ২০ বছর। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে এই সার কারখানাকেও দীর্ঘদিন উৎপাদনক্ষম রাখা সম্ভব বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত।

শাহজালাল সার কারখানা লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জিয়াবুল হোসেন বলেন, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এখানে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আসার পর মেরামত কাজ শুরু হয়েছে। আশা করছি কয়েকদিনের মধ্যে ফের উৎপাদন শুরু করা সম্ভব হবে।

মেয়র আরিফের নিরাপত্তাটিম প্রত্যাহার

সিলেট অফিস : সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী'র নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যদের প্রত্যাহার করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার পর নিরাপত্তাকর্মীদের প্রত্যাহার করা হয়। এ তথ্যটি মেয়র আরিফ নিজেই নিশ্চিত করেন।

জানা যায়, মেয়রের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য "অন পেমেন্ট"- এ কয়েকজন আনসার সদস্য নিয়োগ দেয় সিলেট সিটি করপোরেশন।এরপর প্রতি মাসেই সিসিক থেকে তাদের বেতন দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন প্রায় ৬ বছর থেকে এসব আনসার সদস্যরা মেয়রের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে আসছিলো। কিন্তু রাত হঠাৎ মেয়রের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এসব আনসার সদস্যরা দায়িত্ব থেকে চলে যায়।

এ ব্যাপারে মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, রাত সাড়ে ১০টার দিকে হঠাৎ করে আনসার সদস্য কিছু না বলেই চলে যায়। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি আনসার অধিনায়কের নির্দেশে তারা চলে গেছে।

তিনি বলেন, তাদেরকে চুক্তিমাফিক সিটি করপোরেশন থেকে বেতন দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় কি উদ্দেশ্যে কার ইশারায় এটি ঘটলো আমার জানা নেই।

মৌলভীবাজারে পরকীয়ার জেরে নৈশপ্রহরী খুন

শ্রীমঙ্গল সংবাদদাতা : মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলায় পরকীয়া জেরে খুন হয়েছেন নৈশপ্রহরী চম্পা লাল। চম্পা উপজেলার ৩নং সদর ইউনিয়নের ডলুবাড়ি ফলদ বাগানের নৈশপ্রহরী হিসেবে কর্মরত।

খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত একই বাগানের অপর নৈশপ্রহরী বিশ্বনাথ তাঁতী পুলিশের কাছে খুনের কথা স্বীকার করেছে বলে জানিয়েছেন শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জাহাঙ্গীর হোসেন সরদার।

তিনি বলেন, 'রবিবার (১৪ মে) সকাল ৮টার দিকে চম্পা লাল মাথায় আঘাত নিয়ে শ্রীমঙ্গল হাসপাতালে মারা যাবার পর পুলিশ ঘাতককে গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করেন। হত্যা ঘটনার ৮ ঘন্টার মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় বিকেল ৪টার দিকে শ্রীমঙ্গল থানা পুলিশ পুলিশ জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের ভাররতীয় সীমান্তবর্তী কোনাগাঁও গ্রাম থেকে ঘাতক বিশ্বনাথ তাঁতীকে গ্রেপ্তার করেন।'

জানা যায়, নিহত চা শ্রমিক চম্পা লাল ও বিশ্বনাথ তাঁতী শ্রীমঙ্গল উপজেলার ডলুবাড়ি এলাকায় অবস্থিত জনৈক জনক দেববর্মার ফলদ বাগানে নৈশপ্রহরী হিসেবে কাজ করতেন। গত রবিবার (১৪ মে) সকাল পৌনে ৮টার দিকে বাগানে চম্পা লালকে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত অবচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে শ্রীমঙ্গল হাসপাতালে নিয়ে আসলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। ঘটনার পরপরই অপর নৈশপ্রহরী বিশ্বনাথ তাঁতী পালিয়ে যান। পরে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

শ্রীমঙ্গল হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার ডা. ফারজানা জানান, রবিবার সকাল ৮টার দিকে ডলুবাড়ি এলাকার জনক দেববর্মা অবচেতন অবস্থায় চম্পা লালকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে ১০ মিনিট পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। নিহতের মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মো. জাহাঙ্গীর হোসেন সরদার বলেন, 'নিহতের মরদেহ ময়না তদন্তের পর তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে সোমবার মৌলভীবাজার আদালতে প্রেরণ করা হবে। এ ব্যাপারে থানায় হত্যা মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।'

পর্তুগালে সিলেটি তরুণের আত্মহত্যা

সিলেট অফিস : পর্তুগালে সাজু আহমেদ (২৩) নামের সিলেটি এক তরুণ আত্মহত্যা করেছেন। সাজু ওসমানীনগর উপজেলার দয়ামীর ইউনিয়নে খাগদিওর গ্রামের নোয়াবাড়ির সুরুজ আলীর ছেলে।

মঙ্গলবার (১৬ মে) দিবাগত রাতে পর্তুগালের লিসবন শহরে সাজু আত্মহত্যা করেন। তবে কী কারণে আত্মহত্যা করেছেন এখনো জানা যায়নি।

মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে সাজুর পরিবারের ঘনিষ্ঠজন খাগদিওর গ্রামের যুবক রাহেল আহমদ জানান, সাজু ২০২১ সালে পর্তুগাল যান। সম্প্রতি তিনি টেলিফোনে দেশি এক মেয়েকে বিয়ে করেছেন।

সিলেটে টিলার নিচে মৃত্যুফাঁদ

সিলেট অফিস : সিলেটে পাহাড়, টিলা ও নদীপারের ভূমিধসের আশঙ্কা রয়েছে। এ অবস্থায় সিলেটে পাহাড়-টিলার পাদদেশ এবং নদীপারে বসবাসকারীদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন।

রবিবার (১৪ মে) এই আদেশ জেলার সকল ইউএনও বরাবরে পাঠানো হয়। জনসাধারণকে সতর্ক করতে মাইকিং করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া 'মোখা'র কারণে সিলেটে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় জেলার প্রত্যেক উপজেলার জন্য ১ লক্ষ টাকা করে ও ১৬৩ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

রোববার বেলা ১১টায় জেলা প্রশাসনের জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে র‍্যাব, পুলিশ, বিজিবি ও ফায়ার সার্ভিসকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, প্রতি বর্ষা মৌসুমে সিলেটে টিলা-পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটলেও ঝুঁকি নিয়ে এসবের পাদদেশে বসবাস করেন মানুষজন। ফলে প্রতি বছরই সিলেটে ঘটে টিলাধসে মৃত্যুর ঘটনা।

গত বছরের মে মাসে এক ভোরে জেলার জৈন্তাপুর উপজেলায় টিলাধসে একই পরিবারের ৪ জন নিহত হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এছাড়াও সিলেটে প্রায়ই পাওয়া যায় টিলাধসে প্রাণহানির খবর।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মহানগরসহ সিলেট জেলা বিভিন্ন স্থানে .পাহাড়-টিলার পাদদেশে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় মানুষের বসবাস বাড়ছে। কয়েক বছর আগেও যেসব টিলা এলাকায় মানুষের আনাগোনা ছিল না, সেসব এলাকায় এখন গড়ে উঠেছে বসতি।

পরিবেশবীদদের অভিযোগ, ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসবাস করা এসব মানুষকে সরিয়ে নিতে প্রশাসনের কার্যত কোনো পদক্ষেপ নেই। শুধু প্রাণহানি ঘটলে কিছুটা টনক নড়ে প্রশাসনের। প্রশাসন মাঝে-মধ্যে অভিযান দিলে টিলার নিচের মানুষ কয়েক দিনের জন্য অন্যত্র যায়। কিন্তু অভিযানের পরই ফের তারা ফিরে আসেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সিলেট মহানগরের এয়ারপোর্ট ও জালালাবাদ এলাকা, সদর, দক্ষিণ সুরমা, গোলাপগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, জৈন্তাপুর ও গোয়াইনঘাট উপজেলায় প্রায় ৪শ পাহাড়-টিলা রয়েছে। যদিও এ সংক্রান্ত কোনো সঠিক পরিসংখ্যান জেলা প্রশাসনের কাছে নেই। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) সিলেট নগরী ও বিভিন্ন উপজেলায় টিলার একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করে।

বেলা সূত্র জানায়, সিলেট মহানগর ও সিলেট সদর উপজেলায় ২শ টিলা রয়েছে। বিভিন্ন উপজেলায় আরও দুইশর উপরে টিলা আছে। এসব টিলার মধ্যে অনেক টিলাই সম্পূর্ণ এবং অধিকাংশ টিলা অর্ধেক ও আংশিকভাবে কেটে ফেলা হয়েছে। টিলা কেটে ফেলার কারণে ও কাটা অব্যাহত থাকায় দিনদিন ঝুঁকি বাড়ছে। ভারী বৃষ্টি হলেই এসব টিলার মাটি নরম হয়ে ধসে পড়ে এবং নিচে বসবাসকারী লোকজনের মধ্যে হতাহতের ঘটনা ঘটে।

এ প্রসঙ্গে সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. মজিবর রহমান বলেন, সিটি করপোরেশন এলাকার বাইরে যারা ঝুঁকিপূর্ণভাবে টিলা বা টিলার পাদদেশে বসবাস করছেন- কিছু জায়গায় ঘর বানিয়ে তাদেরকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। কিন্তু তারা যেতে চান না। এরপরও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে তাদের বার বার বলা হচ্ছে এমন ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় না থাকার জন্য।

জগন্নাথপুরে আগ্নেঅস্ত্রসহ যুবক গ্রেফতার

জগন্নাথপুর সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার সৈয়দপুর ঈশান কোনা গ্রামের সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত সৈয়দ জামাল মিয়া হত্যাকান্ডের মূল ঘাতক সৈয়দ হুসবান নূরকে পুলিশ অস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে। ধৃত হুসবান একিই গ্রামের মৃত সৈয়দ এলাইছ মিয়ার পুত্র। তার দেওয়া তথ্যমতে সৈয়দ পুর গ্রামের পাশ্ববর্তী এনায়েতনগর এলাকার একটি কবর স্হান থেকে এক নলা একটি বন্দুক ও ৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। রোববার তাকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরন করা হয়।

জানাযায়, শনিবার জামাল হত্যা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সাবইন্সপেক্টর জিন্নাত আলী সংগীয় পুলিশ ফোর্স নিয়ে ফেনী সদর থানা ও ধর্মপাশা থানা পুলিশের সহযোগীতায় গোপন সংবাদের ভিক্তিতে ফেনী সদর থানা এলাকা থেকে জামালের মূল ঘাতক সৈয়দ হুসবানকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন।

এএসপি জগন্নাথপুর সার্কেল শুভাশিস ধর জামাল হত্যার মূল ঘাতক হুসবানকে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, হত্যাকান্ডের পর থেকেই অস্ত্রবাজ সন্ত্রাসী দের ধরতে আমরা বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে আসছি। অবশেষে মূল ঘাতককে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছি। তিনি জানান, ধৃত মূল ঘাতক হুসবানের দেওয়া তথ্যমতে তার ব্যবহৃত লুকানো একটি অবৈধ একনলা বন্দুক ৪রাউন্ড গুলি সহ উদ্ধার করা হয়েছে। অন্য আসামী দের গ্রেফতার করতে আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে।

থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মিজানুর রহমান জানান, ধৃত আসামীকে আদালতে প্রেরন করা হয়েছে। অন্য আসামীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

উল্লেখ্য, সৈয়দপুর (ইশানকোনা) গ্রামে ২৮ এপ্রিল রাত প্রায় ৯টার দিকে দুপক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় সৈয়দপুর (ইশানকোনা) গ্রামের সৈয়দ

আনহার মিয়ার ছেলে সৈয়দ জামাল মিয়া অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের গুলিতে গুরুতর আহত হন। তাকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তায় জামাল মিয়ার মৃত্যু হয়।

জানাযায়, আনহার মিয়ার ছেলে হোসাইন মিয়ার সাথে সৈয়দপুর বাজারে একিই এলাকার সৈয়দ হুসবান নূরের কথা কাটাকাটি হয়। এরই জের ধরে সন্ধার দিকে হোসাইন মিয়াকে প্রতিপক্ষের লোক জন মারপিট করে। পরে স্হানীয় পোষ্ট অফিস সংলগ্ন সড়কে হোসাইন মিয়ার লোকজন ও সৈয়দ হুসবান নূরের নেতৃত্বে তার লোক জন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় প্রতিপক্ষ বন্দুক দিয়ে এলোপাতাড়ী গুলি করলে হোসাইন মিয়ার বড়ভাই জামাল মিয়া বুকে গুলিবিদ্ধ হন। এ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ সহ কম পক্ষে ১৫ জন আহত হন। গুরুতর আহতদের সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নিহতের চাচা গুলিবিদ্ধ সৈয়দ আমিন মিয়া বলেন, আমি মধ্যস্হতা করে আমার লোকদের বাড়ীতে নিয়ে আসতে চাইছিলাম এ সময় আমাদের লক্ষ্য করে হুসবান নূর এলোপাতাড়ী গুলি করতে থাকে। আমার ভাতিজা জামাল কে গুলিতে ঝাঝরা করে দেয়। আমি ও আমার ভাই সহ আমাদের সবার উপর গুলি করে ত্রাসের সৃষ্টি করে। এ ঘটনায় নিহতের ছোট ভাই সৈয়দ হোসাইন মিয়া বাদী হয়ে ধৃত হুসবান সহ ৫ জন কে আসামী করে জগন্নাথপুর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ১।

ফেঞ্চুগঞ্জে ৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তার কাজের উদ্বোধন

সিলেট অফিস : সিলেট-৩ আসনের সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব বলেছেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে। বর্তমান সরকার মানুষের উন্নয়নে সব সময় কাজ করে যাচ্ছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার এর আমলে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন হয়েছে যা অতীত কোন সরকার এর আমলে হয়নি।

তিনি রবিবার ৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার ভাদেশ্বর মীরগঞ্জ মানিকোনা ফেঞ্চুগঞ্জ সড়ক এর ৬ কিলোমিটার নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন শেষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য কথাগুলো বলেন।

রাস্তা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন- সিলেট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোস্তাফিজ রহমান, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফারজানা প্রিয়াংকা, সিলেট সড়ক বিভাগের উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী মাহমুদুল হাসান।

আরও বক্তব্য রাখেন- ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প ব্যবস্থাপক ইনিজনিয়ার আকাইদ হোসাইন, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছিত টুটুল। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন- ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ১ নং সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তৈয়বুর রহমান শাহিন, উত্তর ফেঞ্চুগঞ্জ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান মুজিব, আওয়ামী লীগ নেতা টিপু সুলতান, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আশফাকুল ইসলাম সাব্বির, সিলেট জেলা যুবলীগ নেতা দুলাল আহমদ, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক দিদারুল আলম নিমু, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জুনেদ আহমদ, উপজেলা সেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি আশরাফুল হাসান চৌধুরী কামরান, সাধারণ সম্পাদক নাহিদ সুলতান পাশা, উপজেলা তাঁতীলীগের আহবায়ক আতিকুর রহমান মিঠু, যুগ্ম আহবায়ক জাবেদুর রহমান ডেনেস, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের আহবায়ক রেজান আহমদ শাহ প্রমুখ।

মাধবপুরে ড্রাগন বাগান বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে

মাধবপুর সংবাদদাতা : হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকা সন্তোসপুর গ্রামে গড়ে তুলেছেন দৃষ্টিনন্দন ড্রাগন, পিয়ারা ও তৃন ফলের বাগান। মালিক আব্দুর রহমান পুরো সময়টাই কাটাচ্ছেন বাগান সাজানোর কাজে। সে গোপালগঞ্জ জেলার টঙ্গীপাড়া উপজেলার শ্রিরাম কান্দি গ্রামের বাসিন্ধা।

সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, ১২বছর ৬ মাসের জন্য লিজ নিয়েছে ১ হাজার ৩৮ শতক জায়গায়। এর মধ্যে ৪০০শতক ড্রাগন রোপন করেছে। মোট চারা রয়েছে ১৮ হাজার। ৫০০শতক ভূমিতে পিয়ারা মোট চারা রয়েছে ২ হাজার ৫০০শত। ১০০ শত ৩৮ শতক ভূমিতে লাগিয়েছে তৃন ফল। মোট চারা রয়েছে ১৫০০।এ বাগানে বয়স হয়েছে মাত্র ১বছর। ১০ থেকে১৪ জন লোক প্রতিদিন নিয়োমিত বাগানে কাজ করে। আর ড্রাগন ফুল ফুটেতে শুরু হয়েছে হাজারের ও অধিক। ফুল থেকে ফল হতে সময় লাগে প্রায় দেড় মাস। তিন প্রকার জাতের ড্রাগন ফল রয়েছে বাগানে। যার মাঝে একটির ভিতরে ম্যাজেন্ডা লাল অন্যটির ভিতর সাদা আর একটির মাঝে হলুদ।

বাগানটি দেখার সকল দায়িত্বে রয়েছে আব্দুর রহমান। তিনি সিলেটভিউকে জানান, দেশে ফলের প্রচুর চাহিদা রয়েছে সেই চিন্তা মাথা রেখেই আমরা নাটোর থেকে এসে জমি লিজ নিয়ে কাজ শুরু করেছি। বাজারে ড্রাগন প্রতি কেজির মূল্য ৪০০ টাকা। দুটো বা তিনটায় এক কেজি হয়। প্রতি চারার মূল্য ২৫ থেকে ৩০ টাকা। ড্রাগন ফল মূলত আমেরিকা মহাদেশের একটি ফল। ড্রাগন ফলের উৎপত্তি মরু অঞ্চলে নয়, এটি পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত সমৃদ্ধ মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার ফল। তাই স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য গড় ২০ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং বাৎসরিক ৫০০ থেকে ১০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। তবে অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য ফুল ঝরা, ফলের পচন ও গাছের গোড়া পচা দেখা যেতে পারে। তাই জমিতে পানি নিষ্কাশন

সুনিশ্চিত দরকার। বর্তমানে দেশে বাণিজ্যিকভাবে এ ফলের চাষ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ২০০৭ সালে থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা ও ভিয়েতনাম থেকে এই ফলের বেশ কয়েকটি জাত আনা হয়।

ভিটামিন সি, মিনারেল এবং উচ্চ ফাইবারযুক্ত। ফলে ফিবার, ফ্যাট, ক্যারোটিণ, প্রচুর ফসফরাস, এসকরবিক এসিড, প্রোটিন ,ক্যালসিয়াম, আয়রন। উপজেলা কৃষি অফিসার আল মামুন হাসান জানান উপজেলা কৃষি অফিসের সাথে সব সময় যোগাযোগ রাখে। পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে। ড্রাগন বাগানের অবস্থা খুবই ভালো। আশানুরূপ ফলন হবে। তার এই উদ্যোক তরুনদের জন্য মডেল স্বরুপ।

শাবির গবেষণাগারে আগুন

সিলেট অফিস : শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবি) গবেষণাগারের এক কক্ষে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার মধ্যরাতে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার দিনগত রাত পৌনে ২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এ' বিল্ডিংয়ের ১২৭ নং কক্ষে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সেই কক্ষে একটি গবেষণাগার ছিল। আগুন লাগার পরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তাকর্মীরা অগ্নিনির্বাপক গ্যাস দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। একইসাথে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে জানানো হয়। পরে রাত আড়াইটার দিকে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট এসে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে কক্ষের শীততাপ নিয়ন্ত্রণ (এসি) ও চেয়ার-টেবিল পুড়ে গেছে বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. কামরুজ্জামান চৌধুরী জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এসির শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। তবে আগুন কক্ষের বাইরে ছড়াতে পারেনি। এর আগেই নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

জুড়ীতে প্রতারণা মামলায় ব্যবসায়ী গ্রেফতার

জুড়ী সংবাদদাতা : মৌলভীবাজারের জুড়ীতে প্রতারণা মামলায় বাহার উদ্দিন উজ্জ্বল নামে এক ব্যবসায়ীকে পুলিশ আটক করে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠিয়েছে।

জুড়ী কামিনীগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ী বাহার উদ্দিন উপজেলা সদর জায়ফরনগর ইউনিয়নের জাঙ্গীরাই গ্রামের বাসিন্দা রুহুল আমিনের পুত্র। তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী ছিল।

থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বাহার উদ্দিনের বিরুদ্ধে গাজীপুরে একটি প্রতারণা মামলায় (সি.আর ১০০৭/২২ইং, ধারা ৪২০/৪০৬/৫২০ দন্ডবিধি) গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়েছিল। মঙ্গলবার (৯ মে) রাতে জুড়ী

থানার এ.এস.আই মহিউদ্দিন ভূঁইয়ার নেতৃত্বে পুলিশ জুড়ী শহর থেকে তাকে গ্রেফতার করে।

এ বিষয়ে জুড়ী থানার ওসি মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন বলেন, ব্যবসায়ী বাহার উদ্দিনের বিরুদ্ধে গাজীপুর জেলায় টাকা আত্মসাতের ঘটনায় একটি প্রতারণা মামলায় গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল। আসামীকে বুধবার বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে বুধবার মৌলভীবাজার জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

নব্য বিশ্বে উইক লিঙ্ক কে?

Dr. Zaki Rezwana Anwar FRSA

লেনিনকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল ১৯১৭ সালে রাশাতেই কেন বিপ্লব ঘটেছিল? অন্যান্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশ যেমন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিম ইউরোপে কেন বিপ্লব ঘটলনা? উত্তরে লেনিন বলেছিলেন, রাশা ছিল আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী দেশগুলোর বলয়ের মধ্যে একটি বিধশ ষরহশ, যেহেতু রাশা ছিল দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ এবং সে কারণেই রাশাতে বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বে কে ক্রমশঃ weak link হয়ে পড়ছে? এরকম একটি প্রশ্ন মন থেকে সরানো যেন কঠিন হয়ে পড়েছে।

ইউরোপীয় দেশগুলো কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেছনে পেছনে একেবারে ছায়ার মত থেকে ইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেনকে সমর্থন দিয়ে আসছে এবং শুধু সমর্থনই দিচ্ছে না - তারা ইউক্রেনকে বহুল পরিমাণে অস্ত্র সরবরাহ করছে; বহুল পরিমাণে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের হুকুম মত রাশার তেল গ্যাসের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে এবং রীতিমত আগ বাড়িয়ে সব ধরনের প্ল্যাটফর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইউক্রেনকে সমর্থন করেছে এবং রাশার প্রতি চরম বিরোধ প্রকাশ করছে? এখানে ইউরোপের স্বার্থটা কোথায়? তারা যা করছে তা কেন করছে?

আমি মনে করি, মোটা দাগে ইউরোপের এ আচরণের তিনটি কারণ রয়েছে।

প্রথমতঃ এটি তারা করেছে তাদের বহুদিনের অভ্যাসের কারণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে গত পঁচাত্তর বছর ধরে ইউরোপ বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপ নিজেদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট ভেবে আসছিল, ইউরোপ ভেবে আসছিল তারা যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী সামরিক শক্তি দ্বারা সুরক্ষিত, তারা ভেবে আসছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু বা অনুসারী বা অনুগত থাকলে ইউরোপের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক - প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের স্বার্থ রক্ষা পাবে। পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক নেতারা ও রাষ্ট্র প্রধানরাও এই ধারণাপুষ্ট হয়ে আসছে গত সাত দশক ধরে।

দ্বিতীয়তঃ যুক্তরাষ্ট্র খুব সফলভাবে ইউরোপকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে, একুশ ট্রিলিয়ন জিডিপি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা দেড় ট্রিলিয়ন জিডিপির রাশাকে পরাজিত করা হবে খুব সহজে, খুব দ্রুত এ যুদ্ধ শেষ হতে বাধ্য এবং রাশা অতি দ্রুত একঘরে হয়ে পড়বে। আমরা যদি ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশার আক্রমণের কয়েক সপ্তাহ পর ইউরোপের বেশীরভাগ সংবাদপত্রের শিরোনামগুলোর কথা মনে করি তাহলে দেখব এমন ধারণাটি প্রায় প্রতিটি মিডিয়া দিয়ে আসছিল। কাজেই

বয়ানকে ইউরোপ বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। এখন তারা দেখতে পারছে তাদের হিসেবে ভুল ছিল।

পশ্চিম ইউরোপের বক্তব্যের মধ্যে বা আচরণের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য না করলেও ধীরে ধীরে তারা কিন্তু বুঝতে পারছে যে ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাইতে ইউরোপের উপর বেশী পড়েছে, ইউরোপ আর্থিকভাবে বহু গুণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটা ইউরোপের বোঝার কথা যে রাশাকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দিয়ে পঙ্গু করা এবং বন্ধুহীন করার যুক্তরাষ্ট্রের অবশ্যম্ভাবী চিত্রটি সোয়া এক বছর পার হওয়ার পরও এখনো কারোরই দৃষ্টির সীমানার মধ্যে আবির্ভূত হয়নি। বরং রাশার বন্ধুর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

এখানে মনে করে নেওয়া প্রয়োজন যে, যুক্তরাষ্ট্র রাশার তেল গ্যাসের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে ইউরোপীয় বন্ধু বা অনুসারীদেরও রাশার তেল গ্যাসের উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিল। কাল বিলম্ব না করে সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে পশ্চিম ইউরোপ পরবর্তী প্রভাবের কথা না ভেবেই রাশার তেল ও গ্যাসের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল। এখানে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্র তেল গ্যাসের জন্যে মোটেও রাশার উপর নির্ভরশীল নয়, অথচ পশ্চিম ইউরোপের রাশার তেল গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা অনেক বেশী। কাজেই নিষেধাজ্ঞার পাল্টা প্রভাব ইউরোপের উপর যেভাবে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের উপর

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে থাকাটাকেই ইউরোপ নিরাপদ ও লাভজনক মনে করেছিল, এখানে নীতি বা আদর্শের কোনো বিষয় ছিল না।

তৃতীয়তঃ কারণটি হল বৃটেনের অস্ত্র ব্যবসায়ীদের মুনাফার লোভ। দেশের ক্ষতি হলেও সামরিক বাহিনী লাভবান হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে জার্মানির কথাই ধরা যেতে পারে। জার্মানি গত কয়েক দশকে সামরিক খাতে যা ব্যায় করছিল হঠাৎ করে ইউক্রেন যুদ্ধের পর আগের চাইতে অনেক বেশী অর্থ বরাদ্দ দিল সামরিক খাতে। কাজেই সামরিক ও সামরিক খাতের সংশ্লিষ্টজনদের লাভ হয়েছে।

ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশের সরকার 'সেন্টার লেফ্ট' থেকে সরে 'সেন্টার রাইট' এ এসে পড়েছে। সেন্টার লেফ্ট যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করলেও মাঝে মাঝে যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করে বা কখনো কখনো সন্দেহও পোষণ করে থাকে কিন্তু সেন্টার রাইট একেবারে যুক্তরাষ্ট্রের ছায়া হয়েই থাকতে চায়। অতি দ্রুত রাশার পতন ঘটবে - যুক্তরাষ্ট্রের এই মোটেও সেভাবে পড়েনি।

ইউরোপ এতদিনে অন্ততঃ এটুকু বুঝতে না পারলেও দেখতে পারছে যে গত পনেরো মাসে কিভাবে রাশা, টার্কী, ভারত এবং সর্বোপরি চীন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এই ঘনিষ্ঠতার অর্থ কি তাও ইউরোপের অনুধাবন করতে পারার কথা। এর অর্থ হচ্ছে পশ্চিমাদের দেওয়া নিষেধাজ্ঞা রাশাকে একঘরে করতে, বন্ধুহারা করতে সক্ষম হয়নি। পশ্চিমাদের দেওয়া নিষেধাজ্ঞার বিপরীতে এর সমাধান বা বিকল্প পথ রাশা তৈরি করেছে সফলতার সাথেই। রাশা তার তেল গ্যাসের জন্যে নতুন বাজার খুঁজে নিয়েছে এবং এশিয়ার অনেক দেশ এখন ইউ এস ডলারের বিকল্প মুদ্রা দিয়ে রাশার কাছ থেকে তেল গ্যাস কিনতে শুরু করেছে।

আমাদের মনে থাকার কথা যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২০১১ সালে তাঁর বৈদেশিক নীতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করার কথা প্রথম উল্লেখ করেছিলেন যেটিকে ওবামা বলেছিলেন 'পিভট টু এশিয়া।' ওবামা বুঝতে পেরেছিলেন, যেখানে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী বাস করে, যেখানে পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ জিডিপি রয়েছে, যেখানে অনেক দেশে সামরিক সক্ষমতা গড়ে উঠেছে সেই এশিয়া প্যাসিফিকেই সরে আসবে পৃথিবীর রাজনীতির ভরকেন্দ্র। তাই বারাক ওবামা এসব অঞ্চলে বাণিজ্য ও প্রভাব বিস্তারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। অথচ রাশা যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে ওবামার সেই 'পিভট টু এশিয়া'-র স্বপ্নটি নিজের মত করে বাস্তবায়িত করে ফেলেছে যুক্তরাষ্ট্রের

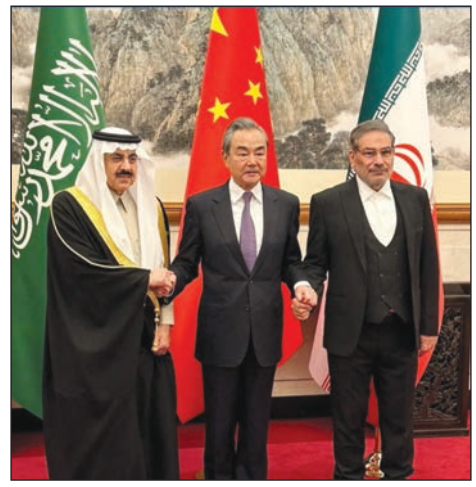

আগেই। রাশার এখন বিশেষ করে এশিয়াতে বন্ধুর সংখ্যা বেড়েছে ও ক্রমাগত বাড়ছে এবং তাদের কাছে রাশা এখন তেল ও গ্যাস বিক্রি করে ও বাণিজ্য সম্প্রসারিত করে রাশা বাস্তবিক অর্থেই এশিয়ার দিকে 'পিভট' করতে পেরেছে। চাপের মধ্যে পড়ে গিয়েছে ইউরোপ।

এখন ধীরে ধীরে পৃথিবীতে দু'টো ব্লক স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একটি ব্লকে যুক্তরাষ্ট্র ও তার বর্তমান সহযোগী ইউরোপ। অন্য ব্লকে চীন, রাশা, ইরান, টার্কী, সৌদি আরব, BRICS দেশগুলো এবং আরো দেশ যারা BRICS এ অন্তর্ভুক্তির জন্যে আবেদন করেছে। এই ব্লকে রয়েছে পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশী জনগোষ্ঠী যার শক্তিশালী অর্থনৈতিক যন্ত্র রয়েছে চীনে।

শুধু তাই নয়, সম্প্রতি চীনের মধ্যস্থতায় সৌদি আরব ও ইরানের বহুদিনের পুরনো বৈরিতা মিটিয়ে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইরান অত্যন্ত পারমাণবিক শক্তিধর হয়ে উঠার কারণে ইরানের উপর যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণের ভয় ছিল ইরানের। অনেকটা নিরাপত্তার কারণেই ইরান খুঁজছিল একটি আন্তর্জাতিক দোসর। ওদিকে চীনের সৌদি আরব ও ইরান উভয়ের সঙ্গেই বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকলেও সৌদি আরব ও ইরান এই দু'দেশের মধ্যে বৈরিতা থাকায় একই সাথে এই দু'দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা চীনের জন্যে খানিকটা অস্বস্তিকর হয়ে উঠছিল। চীন ভেবে দেখল এই দুই বৈরী দেশকে যদি মিলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে চীন নিশ্চিন্তে দু'দেশের সাথেই চুটিয়ে বাণিজ্য করতে পারবে। উপরন্তু চীন এই ফাঁকে বিশ্বকে দেখাতে চাইল যে, যুক্তরাষ্ট্র যেখানে যুদ্ধে উৎসাহ দিচ্ছে চীন সেখানে শান্তি চুক্তি করতে মোড়লের ভূমিকায় নেমেছে। সব চাইতে বড় বিষয় হল সৌদি আরব ও ইরান অর্থাৎ তেল সমৃদ্ধ এই দু'টো দেশ এখন চীনের করায়ত্তে থাকায় উন্নতির জন্যে জ্বালানি নিয়ে চীনকে আর ভাবতে হবে না।

ওদিকে আরব কিছুটা ঝিমিয়ে পড়া বাইডেন প্রশাসন থেকে বেরিয়ে এসে চীনের দিকে ঝুঁকে পড়াকে সময়োপযোগী ও স্মার্ট সিদ্ধান্ত বলেই গণ্য করেছে। কাজেই এই চুক্তি আসলে চীন, সৌদি আরব ও ইরান - সবার জন্যেই বলা যায় একটি 'উইন উইন সিচুয়েশন।'

চীনের মধ্যস্থতায় সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যকার চুক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপকে ভেতরে ভেতরে ভাবিত করে তুলেছে। বর্তমান বিশ্বে উন্নতির চরম শিখরে উঠার জন্যে চীনের জ্বালানির প্রয়োজন সব চাইতে বেশী এবং এই চুক্তির অর্থ দাঁড়াচ্ছে পৃথিবীর দু'টো বৃহৎ তেল সমৃদ্ধ দেশ এখন চীনের ডানার নীচে, সেই সাথে রাশা তো রয়েছেই সঙ্গে।

ইউরোপের জন্যে বাড়তি যে ভয়ের কারণ তা হচ্ছে ইউরোপের কাঠামোগত কিছু দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমত যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলো যেভাবে দলবদ্ধ বা চীনের মিত্ররা যেভাবে সংঘবদ্ধ, ইউরোপের দেশগুলো সেভাবে সংঘবদ্ধ নয়। দ্বিতীয়ত: ইউক্রেন যুদ্ধে ইউরোপকে যেভাবে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে তেমন

> **"যুক্তরাষ্ট্র তেল গ্যাসের জন্যে মোটেও রাশার উপর নির্ভরশীল নয়, অথচ পশ্চিম ইউরোপের রাশার তেল গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা অনেক বেশী। কাজেই নিষেধাজ্ঞার পাল্টা প্রভাব ইউরোপের উপর যেভাবে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের উপর মোটেও সেভাবে পড়েনি।"**

মূল্য যুক্তরাষ্ট্র বা চীনকে দিতে হয়নি। ইউরোপে জ্বালানির দাম আকাশছোঁয়া হয়ে পড়েছে। তার অর্থ হচ্ছে, ইউরোপ বিশ্বে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হিমশিম খাচ্ছে। কারণ ইউরোপকে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের চাইতে কয়েক গুণ বেশী মূল্যে জ্বালানীর ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। আমরা জানি, যে কোনো ধরনের শিল্পে উন্নতি করতে চাইলে জ্বালানী হচ্ছে এক নম্বর উপাদান। ইউরোপের মুদ্রাস্ফীতি যুক্তরাষ্ট্রের চাইতে বেশী এবং চীনের চাইতে বহু গুণে বেশী। এ সবগুলো বিষয় যোগ করলে বোঝা যায় যে ইউরোপ হয়তো এখন weak link হয়ে পড়ছে।

পৃথিবী স্পষ্টভাবেই দু'টো বলয়ে ভাগ হয়েছে এবং এই বিভাজন অস্পষ্টতা কাটিয়ে একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ইউরোপ এখন দ্বন্দ্ব, বিপাক ও বিপদের মধ্যেই পড়ে গিয়েছে। একদিকে রয়েছে তার বহুকালের বন্ধু যুক্তরাষ্ট্র, অন্যদিকে কাজ করছে নতুন বন্ধুত্ব গড়ে তোলার সলজ্জ সাধ যেদিকে বেশী বাণিজ্যের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, রয়েছে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা।

অনেকের মতে ইউক্রেনের ব্যাপারে ইউরোপের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। পশ্চিম ইউরোপের সরকাররা এ কথা এক্ষুণি হয়তো স্বীকার করবেনা। পৃথিবী অতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং উদীয়মান দু'টো ব্লকের অবয়ব এখন আর অস্পষ্ট নয় এবং ইউরোপ যেন একটি রাস্তার যে বিন্দুতে দু'টো ফর্ক ভাগ হয় সেই বিন্দুতে থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

ইউক্রেনের যুদ্ধ ইউরোপের এই অবস্থার জন্যে ততটা না দায়ী, তার চাইতে বেশী দায়ী নিষেধাজ্ঞার পর এর পাল্টা প্রতিক্রিয়া। সহসাই ইউরোপের জন্যে যে যন্ত্রণাদায়ক প্রশ্নটি সামনে আসবে তা হচ্ছে ইউরোপ কি ভুল বলয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে? তারা বলবেনা যে- না, আমরা ভুল বলয়ে ঢুকেছি, তারপরও এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় এ প্রশ্ন চলে যাবেনা। এ প্রশ্ন আসবে, বারে বারে আসবে, আরও জোরালোভাবে আসবে এবং সেদিন খুব দূরে নয় যেদিন জনগণ সম্মিলিতভাবে উচ্চ কণ্ঠে রাজপথে নেমে এ প্রশ্ন করবে।

লেখক একজন চিকিৎসক, জনপ্রিয় সংবাদ পাঠক ও কলামিস্ট।

ভেসে নয়, রাজপথ থেকে বঙ্গভবনে গিয়েছি : রাষ্ট্রপতি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেছেন, 'আমি ভেসে আসিনি, একেবারে তৃণমূল পাবনার রাজপথ থেকে বঙ্গভবনে গিয়েছি। আমি বঙ্গবন্ধুর ছোঁয়া পেয়েছি। কারাগারে যেতে হয়েছে। চরম অত্যাচারিত হয়েছি। রাতের আঁধারে তুলে নেওয়া হয়েছে। হাতকড়া পরানো হয়েছে। ডাণ্ডাবেড়ি পরানো হয়েছে। রাজপথে সক্রিয় হয়ে আমি বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাকশালের পাবনার জয়েন্ট সেক্রেটারি হয়েছিলাম।'

মঙ্গলবার (১৬ মে) বিকেলে পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ মাঠে নাগরিক সমাজের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আন্দোলনের নামে অস্থিতিশীলতা তৈরি দেশের জন্য কখনো মঙ্গলজনক হয় না। রাজনৈতিক হিংসা ভুলে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতে হবে।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গত ১৪ বছরের নানা অগ্রগতি ও পূর্বের অবস্থা মূল্যায়ন করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যারা ক্ষমতায় এসেছে তারা মুক্তিযুদ্ধের অসম্প্রদায়িক চেতনা ধ্বংস করেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক চেতনা আবার ফিরে এসেছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, 'পদ্মা সেতু নিয়ে সরকারকে রাজনৈতিকভাবে পরাস্ত করার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। এটা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছিল। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছিল। কিন্তু আমি শক্ত হাতে মোকাবেলা করেছি। আমি ভেসে আসিনি, একেবারে রাজপথ থেকেই বঙ্গভবনে গিয়েছি।'

এ সময় আগামী সেপ্টেম্বরে পাবনা থেকে ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচল শুরু হবে বলে ঘোষণা দেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা বেবী ইসলামের সভাপতিত্বে নাগরিক সংবর্ধনা সভায় বক্তব্য দেন ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু, পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক প্রিন্স, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল রহিম লাল, পাবনা-২ আসনের সংসদ সদস্য আহমেদ ফিরোজ কবির, পাবনা-৪ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান বিশ্বাস, পাবনা-৩ আসনের সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু প্রমুখ।

এদিকে সংবর্ধনায় রাষ্ট্রপতির কাছে পাবনা মেডিক্যাল কলেজকে হাসপাতালে রূপান্তর, পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চালু, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর, ঈশ্বরদী সুগার মিল ও ঈশ্বরদী বিমানবন্দর চালুসহ বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন বক্তারা।

যে শর্তে জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেবেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : টাঙ্গাইলের বাসাইল পৌরসভায় সুষ্ঠু ভোট করতে পারলে এই নির্বাচন কমিশনের (ইসি) অধীনে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী। নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে পারবে বলেও বিশ্বাস করেন প্রবীণ এই রাজনীতিবিদ। মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে ঘণ্টাব্যাপী সাক্ষাৎ শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেন, ২০১৮ সালের নির্বাচনের পরে আমরা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ কোনো নির্বাচনে অংশ নেইনি। টাঙ্গাইলের বাসাইলে একটি পৌরসভা নির্বাচন হবে। আমরা কমিশনে জানতে এসেছিলাম যে, তারা এই নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও সরকারি প্রভাবমুক্ত করতে পারবেন কি না। তা যদি তারা পারেন, তাহলে আমরা তাতে অংশ নেব। শুধু তাই নয়, বাসাইলের নির্বাচন যথাসম্ভব সুষ্ঠু করতে পারলে আমরা জাতীয় নির্বাচনেও অংশ নেব।

নির্বাচন কমিশনের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়েছেন জানিয়ে তিনি বলেন, তারা বলেছেন তাদের সাধ্যমতো সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, উৎসবমুখর পরিবেশে বাসাইলের পৌরসভা নির্বাচন উপহার দেবেন। তিনি বলেন, কোন দল অংশ নিল, কতটি দল অংশ নিল, এটার চাইতে আমি মনে করি কতসংখ্যক ভোটার তার ইচ্ছামতো উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে পারলেন, এটা সব থেকে বড় কথা। নির্বাচন কমিশন যে কথা দিয়েছে, তার মাধ্যমে ক্ষয়িষ্ণু নির্বাচন পদ্ধতি প্রাণ ফিরে পাবে বলে মনে করেন কাদের সিদ্দিকী।

নির্বাচন কমিশন প্রথম প্রথম অনেক এলোমেলো কথা বলেছিল অভিযোগ করে কাদের সিদ্দিকী বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে তারা বুঝতে পেরেছে নির্বাচন কমিশন কী? তাদের অনেক এলোমেলো কথা অনেক দিন থেকে কমে গেছে। বলতে গেলে এখন সে রকম কিছু নেই।

সেজন্য আমরা উৎসাহী হয়ে এসেছি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যতদিন নির্বাচন কমিশন থাকবে ততদিন তাদেরকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। ফেল করলে তার আর কোনো জায়গা নেই। তিনি বলেন, একটা নির্বাচনকে যথাযথ সুন্দর করার প্রধান দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তবে তার চেয়ে আমার মনে হয়, যারা রাজনৈতিক দল, ভোটার, জনসাধারণ এবং সরকারেরও দায়িত্ব রয়েছে। নির্বাচনি সিডিউল ঘোষণা করার পরে যে জায়গায় নির্বাচন হবে, সেই জায়গায় সরকার হলো নির্বাচন কমিশনার। অনেকে তার সেই ক্ষমতা, নেতৃত্ব দেখাতে পারেন, আবার অনেকে পারেন না। আমার বিশ্বাস এই নির্বাচন কমিশন সেই নেতৃত্ব দেখাতে পারবে। তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশনের সময় দলীয় সরকার বলে কোনো কথা থাকে না। নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশন হলো সরকার। সরকার তখন আজ্ঞাবহ।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সাংবাদিকতার জন্য বাধা: টিআইবি

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য প্রধান অন্তরায়। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মীর বিরুদ্ধে এই আইনে দায়ের হওয়া মামলা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। মঙ্গলবার টিআইবি'র কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভায় ইফতেখারুজ্জামান এসব কথা বলেন।

দুর্নীতি দমন কমিশন বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন রিপোর্টার্স অ্যাগেইনস্ট করাপশনের (র‍্যাক) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক। উপাত্ত সংরক্ষণ আইনসহ আরও বেশকিছু নতুন আইন তৈরি হচ্ছে যেগুলোর সবক'টিতেই সাংবাদিকতা বা মতপ্রকাশে স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে বলে জানান তিনি। সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে নিজেদের নানা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে দাবি করে তিনি বলেন, নির্বাচন সামনে রেখে এর প্রয়োগ আরও বেশি হতে পারে।

ড. ইফতেখারুজ্জামান আরও বলেন, 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটি এতটাই নিপীড়নমূলক যে এটিকে সংশোধন করেও কোনো সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। একমাত্র সমাধান হচ্ছে এটি বাতিল করা। সাংবাদিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গণমানুষের মাঝে তথ্য পৌঁছে দিতে ও জনসচেতনতা তৈরিতে সাহসী ভূমিকা পালন করছেন। দুর্নীতিমুক্ত ও সুশাসিত দেশ গঠনে গণমাধ্যমকর্মীরা যাতে এ সাহসী ভূমিকা অব্যাহত রাখতে পারেন এবং গণমাধ্যমকে স্বাধীনভাবে কাজ করার উপযোগী পরিবেশ, কর্মীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও নিয়মিত বেতনভাতার পাশাপাশি আপৎকালীন ঝুঁকি ভাতা নিশ্চিত করার জন্য সরকার, গণমাধ্যম মালিক ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান তিনি।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন- র‍্যাকের সভাপতি আহাম্মদ ফয়েজ, সাধারণ সম্পাদক জেমসন মাহবুবসহ সংগঠনের অন্য সদস্যরা। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন টিআইবি'র আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক শেখ মনজুর-ই-আলম, একই বিভাগের সমন্বয়ক মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম।

ঘরে ঢুকে নববধূকে ধর্ষণ করলো ছাত্রলীগ নেতা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : টাঙ্গাইলের বাসাইল উপজেলা পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি সাকিব মিয়ার (২৪) বিরুদ্ধে এক নববধূ (১৯)কে ধর্ষণের মামলা হয়েছে। মঙ্গলবার জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে এই মামলা দায়ের করা হয়। সাকিব মিয়া পৌর এলাকার দক্ষিণপাড়ার মনু মিয়ার ছেলে এবং ওই গৃহবধূ একই এলাকার বিদেশগামী যুবকের স্ত্রী। অভিযুক্ত সাকিব ঘটনার পর থেকেই পলাতক রয়েছে। এ ঘটনায় একই এলাকার শাহেদ ও সাইদুলকেও আসামি করা হয়েছে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, গৃহবধূর স্বামী এবং অভিযুক্ত সাকিব প্রতিবেশী ও আত্মীয়। সেই সুবাদে ওই বাড়িতে সাকিব প্রায়ই যাতায়াত করতো। তিন মাস পূর্বে বিয়ের পর থেকেই সাকিব ওই গৃহবধূকে বিভিন্ন সময় অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতো। গত রোববার রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে সাকিব তার এক আত্মীয়ের অসুস্থতার কথা বলে গৃহবধূর স্বামীকে ডেকে তুলে এবং মোটরবাইক ধার চায়। ঘর থেকে বাইকটি বের করে পাশের উঠানে নিয়ে গেলে একই এলাকার জুয়েল মিয়ার ছেলে শাহেদ ও মৃত হাকিম মিয়ার ছেলে সাইদুল বাইক স্টার্ট হচ্ছে না বলে যুবককে ব্যস্ত রাখে। সাকিব এই সুযোগে ঘরে গিয়ে গৃহবধূকে জাপটে ধরে ওড়না দিয়ে মুখ বেঁধে ফেলে এবং ধর্ষণ করে।

ওই গৃহবধূর ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে কিছুক্ষণ পর তার মুখের ওড়না খুলে যায়। এ সময় তার চিৎকারে গৃহবধূর স্বামী ও পরিবারের অন্য সদস্যরা এসে সাকিবকে আটক করে। সাকিবের অপর দুই বন্ধু মুহূর্তের মধ্যে অস্ত্র নিয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে। এ ঘটনা বাইরে জানাজানি করলে সাকিব গৃহবধূর পরিবারকে খুন করার হুমকি দিয়ে চলে যায়।

মামলার বিবরণে আরও উল্লেখ করা হয়েছে এ ঘটনায় গৃহবধূ ও তার স্বামী বাসাইল থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করতে গেলে থানা কর্তৃপক্ষ অভিযোগ গ্রহণ করেনি।

এ বিষয়ে বাসাইল উপজেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক কামরান খান বিপুলের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদককে ফোন করেছি। তারা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানালে আমি পদক্ষেপ নেবো। বাসাইল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান জানান, এমন কোনো ঘটনার অভিযোগ করার জন্য থানায় কেউ আসেনি। সাকিব মিয়ার বাবা মনু মিয়া দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে অবস্থান করছেন। বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে সাকিবের মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তার ব্যবহার করা নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়।

অনুমতি ছাড়া হজের আগে মক্কায় প্রবেশ নিষিদ্ধ

পোস্ট ডেস্ক : পবিত্র হজের প্রস্তুতি হিসেবে অনুমতিবিহীন সৌদি নাগরিকদের মক্কায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একইসঙ্গে মক্কায় বসবাসের অনুমতিপ্রাপ্ত সব বিদেশির জন্য বৈধ এন্ট্রি পারমিট সবসময় সঙ্গে রাখা ও প্রয়োজনে তা প্রদর্শন করা বাধ্যতামূলক করেছে সৌদি আরব।

১৫ মে (সোমবার) থেকে এই নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে বলে জননিরাপত্তা সংক্রান্ত সরকারি সংস্থা জেনারেল ডিরেক্টরেট অব পাবলিক সিকিউরিটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। খবর আল আরাবিয়ার।

হজ ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থেই এই নিয়ম জারি করা হচ্ছে উল্লেখ করে সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়, মক্কার প্রতিটি প্রবেশপথে পুলিশ পয়েন্টে চেক পয়েন্ট থাকবে এবং এসব পথে যেসব যান চলাচল করবেড় সেগুলোর প্রতিটিতে তল্লাশি চালানোর অনুমোদন থাকবে পুলিশ।

সেই সঙ্গে যে কোনো হজযাত্রী, নাগরিক ও বসবাসের অনুমোদনপ্রাপ্ত বিদেশিদেরও তল্লাশি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে পুলিশকে।

ডিরেক্টোরেট অব পাকলিক সিকিউরিটির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সব বিদেশি হজযাত্রীকে হজ ভিসার অনুলিপি ওসঙ্গে রাখা ও প্রয়োজনে পুলিশকে তা প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে প্রত্যেক মক্কায় বসবাসের অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রত্যেক বিদেশিকে বৈধ এন্ট্রি পারমিট সঙ্গে রাখতে বলা হচ্ছে। তল্লাশির সময় যদি কোনো বিদেশি বৈধ এন্ট্রি পারমিট বা তার অনুলিপি প্রদর্শনে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

৪৯ দশমিক ৫১ শতাংশ ভোট জয়ী জনগণের প্রশংসায় এরদোগান

পোস্ট ডেস্ক : তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান গত ১৪ মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোয় তুর্কি জাতির প্রশংসা করেছেন। দেশটির সুপ্রিম ইলেকশন কাউন্সিলের (ওয়াইএসকে) তথ্য অনুসারে, রোববারে নির্বাচনে ৮৮ দশমিক ৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। যা তুরস্কের ইতিহাসে প্রথম ঘটনা।

ডেইলি সাবাহ জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট এরদোগান টুইটারে পোস্ট করা একটি বার্তায় বলেছেন, পিকেকে ও ফেতো সমর্থিত সন্ত্রাসবাদীদের রাজনৈতিক কারসাজির প্রচেষ্টা, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং বিদেশি মিডিয়া আউটলেটগুলোর প্রপাগান্ডা সত্ত্বেও তুর্কি জাতি তাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে রক্ষা করেছে।

তুরস্কের সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, দুই দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা এরদোগান বলেছেন, একটি উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, নির্বাচনে জনগণের যে দূরদর্শিতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, সেজন্য তাদের ধন্যবাদ। তুর্কি জাতি নির্বাচনে স্পষ্ট বিজয়ী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, রোববারের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে এরদোগান ৪৯ দশমিক ৫১ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। আর তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছেন ৪৪ দশমিক ৮৯ শতাংশ ভোট। কোনো প্রার্থী ৫১ শতাংশ ভোট তথা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দ্বিতীয় দফায় গড়িয়েছে। যা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৮ মে। তবে এরদোগানের একে পার্টির নেতৃত্বাধীন পিপলস অ্যালায়েন্স পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে।

তুর্কি প্রেসিডেন্ট বলেন, নির্বাচনে জনগণ তাদের গণতান্ত্রিক পরিপক্কতার পরিচয় দিয়েছে। তুরস্ক প্রমাণ করেছে যে, এটি সবচেয়ে উন্নত গণতন্ত্রের সংস্কৃতির দেশগুলোর মধ্যে একটি।

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট আমিরাতের, বাংলাদেশ ১৮২তম

পোস্ট ডেস্ক : বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টের স্বীকৃতি পেয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের পাসপোর্ট। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ, দ্বৈত নাগরিকত্ব ও পাসপোর্ট বিষয়ক ট্র্যাকিং সংস্থা নোমাড ক্যাপিটালিস্ট সোমবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

নোমাড বিশ্বের ১৯৯টি দেশের মধ্যে শীর্ষ ১০টি দেশের পাসপোর্টের তালিকা দিয়েছে। দেশগুলো হলো- সংযুক্ত আরব আমিরাত, লুক্সেমবার্গ, সুইজারল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, পর্তুগাল, জার্মানি, চেক রিপাবলিক, নিউজিল্যান্ড, সুইডেন ও ফিনল্যান্ড। নোমাড ক্যাপিটালিস্টের সূচকে ৪৩তম স্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট। যুক্তরাজ্য ৩০তম এবং অস্ট্রেলিয়া ৩৯তম স্থানে রয়েছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের পাসপোর্টধারীরা ভিসা ছাড়াই অথবা ইলেক্ট্রনিক ট্রাভেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ১৮১টি দেশে ভ্রমণ করতে পারে। এছাড়া দেশটিতে ট্যাক্সেশনের স্কোর ৫০ যার অর্থ দাঁড়ায় জিরো ট্যাক্স। প্রতিটি দেশের নাগরিকদের কিভাবে সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে বা স্বীকৃত হয় তা নির্ধারণ করতে সংস্থাটি বিশ্বের সুখী দেশগুলোর প্রতিবেদন, মানব উন্নয়ন সূচক এবং বিষয়গত কারণগুলোর ওপর নির্ভর করে।

গত বছর আমিরাতের পাসপোর্ট এই তালিকায় ৩৫তম অবস্থানে ছিল। সেখান থেকে এবার একেবারে শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে দেশটির পাসপোর্ট। ফার্ম নোম্যাড ক্যাপিটালিস্টের সূচক অনুযায়ী, ভ্রমণ স্বাধীনতার পাশাপাশি দেশের ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ এবং ঈর্ষণীয় ট্যাক্স সিস্টেমের ওপর নির্ভর করে এই তালিকা তৈরি করা হয়। মূলত পাঁচটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে পাসপোর্টের এই তালিকা তৈরি করা হয়। এগুলো হলো-ভিসা ফ্রি ভ্রমণ, স্থানীয় কর সুবিধা, পর্যটকদের চোখে উক্ত দেশের মানুষ কতোটা সুখী বা অসুখী, দ্বৈত নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর হচ্ছে যথাক্রমে ৪৯, ৩০, ৩০, ৩০ এবং ১০। সর্বমোট ৩৭ দশমিক ৫০ স্কোর নিয়ে ১৮২তম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশের পাসপোর্ট। বাংলাদেশি পাসপোর্টধারীরা ভিসামুক্ত অথবা অন-অ্যারাইভাল ভিসায় ৪৯টি দেশে ভ্রমণ করতে পারেন।

ভারত রয়েছে তালিকার ১৫৯ নম্বরে। ৭১টি দেশে ভ্রমণ করতে পারে ভারতীয় ভিসামুক্ত পাসপোর্টধারীরা। এছাড়া এশিয়ার পর্যটনকেন্দ্রিক দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তান রয়েছে ১৯৫ নম্বরে, শ্রীলঙ্কা রয়েছে ১৭০ নম্বরে এবং নেপাল রয়েছে ১৭৯ নম্বরে।

অবশেষে মালয়েশিয়ায় চাকরি পেলেন আটকে পড়া ১২০ বাংলাদেশি

পোস্ট ডেস্ক : প্রায় ১২০ জন বাংলাদেশি শ্রমিক মালয়েশিয়ায় কাজের ভিসা নিয়ে বৈধভাবে প্রবেশের পরও নিয়োগকর্তাদের অবহেলায় কর্মহীন হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে এসব শ্রমিক বাংলাদেশ দূতাবাস ও মালয়েশিয়ার শ্রম বিভাগের হস্তক্ষেপে নতুন করে চাকরি পেয়েছেন। এসব বাংলাদেশিকে ন্যূনতম মজুরি অনুযায়ী একটি নতুন সংস্থা তাদের কর্মী হিসেবে গ্রহণ করে।

মঙ্গলবার মালয়েশিয়ার স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ফ্রি মালয়েশিয়া টুডের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, মালয়েশিয়ার শ্রম মন্ত্রণালয় আটকে পড়া শ্রমিকদের একটি নতুন কম্পানিতে সফলভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে ঘোষণা দিয়েছে। ন্যূনতম মজুরি কাঠামো অনুযায়ী তাদের বেতন দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে কম্পানিটি।

দেশটির মানবসম্পদ মন্ত্রী শিগগিরই তাদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানাবেন বলে সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে ফ্রি মালয়েশিয়া টুডে। এর আগে সোমবার আটকে পড়া শ্রমিকরা তাদের দুর্ভোগ আর ক্রমবর্ধমান হতাশার কারণে সেখানে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনে জড়ো হন।

বাংলাদেশি এই শ্রমিকদের মুখপাত্র আব্রাহাম বলেছেন, ফেব্রুয়ারিতে মালয়েশিয়ায় বৈধভাবে আসার পর তাদের চাকরি কিংবা গত চার মাসে কোনো ধরনের ভাতা দেওয়া হয়নি। 'তারা এখানে এসেছিল। কারণ

তাদের থাকার উপযুক্ত জায়গা নেই। যে জায়গায় তাদের থাকতে বলা হয়েছিল, সেখানে সঠিক স্যানিটেশন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নেই। এই শ্রমিকদের অবস্থা খুবই খারাপ।'

ফ্রি মালয়েশিয়া টুডেকে তিনি বলেছেন, 'এ ছাড়া তাদের কোনো কাজ নেই, টাকা নেই এবং বেঁচে থাকার জন্য কোনো খাবারও নেই।'

আব্রাহামের মতে, প্রায় ৬০০ জন বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিক চারটি কম্পানির মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় এসেছে। দেশটির গেন্টিং হাইল্যান্ড এলাকায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ দেওয়ার কথা ছিল তাদের।

মালয়েশিয়ার শ্রম বিভাগের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বৈধভাবে আসার পর কোনো চাকরি না পেয়ে যে শ্রমিকরা আটকে পড়েছেন, তাদেরকে এ দেশে নিয়ে আসা কম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়োগে জড়িত নিয়োগকারী এসব কম্পানির লাইসেন্স প্রত্যাহার করা হবে। তারা অভিবাসী কর্মীদের নিয়োগের জন্য সরকারি কোটা ও লাইসেন্সের অপব্যবহারকারী নিয়োগকারী কম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।

বিনা কারণে ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ করতে

ধারা ২১ 'নো-ফল্ট' উচ্ছেদ বাতিল করার জন্য আমাদের ঘোষণাপত্রের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।'

দাতব্য শেল্টারের প্রধান নির্বাহী পলি নেট যোগ করেছেন: 'দ্য রেন্টার্স' রিফর্ম বিল অবশেষে ব্যক্তিগত ভাড়া ঠিক করার এক প্রজন্মের সুযোগ। [এটি] সত্যিকার অর্থে ভাড়াটেদের জন্য পরিবর্তন আনতে হবে যখন এটি আইন হয়ে যায়, এবং এটি যতটা সম্ভব শক্তিশালী হওয়া উচিত প্রতিটি ফাঁকফোকর বন্ধ করে, যাতে কোনও ভাড়াটেকে অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করা না যায়।

'এই বিলে প্রকৃত পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় দাঁত রয়েছে তা নিশ্চিত করতে সরকারকে অবশ্যই ভাড়াটেদের অগ্রভাগে রাখতে হবে।'

বাড়িওয়ালাদেরও প্রমাণ করতে হবে কেন ভাড়াটেদের কাছ থেকে পোষা প্রাণী রাখার অনুরোধ অযৌক্তিক।

ডগস ট্রাস্টের প্রধান নির্বাহী ওয়েন শার্প বলেছেন: 'প্রবর্তিত নতুন ব্যবস্থাগুলি ভাড়া দেওয়া কুকুরের মালিকদের জন্য একটি সম্ভাব্য গেম-চেঞ্জার।

'খুব দীর্ঘ সময় ধরে, ভাড়া করা বাসস্থানে বসবাসকারী লোকেরা কেবল তাদের বাসস্থানের ধরণের কারণে একটি পোষা প্রাণীর সুবিধা এবং সাহচর্য উপভোগ করতে পারেনি।'

কিন্তু লেবার সমতলকরণের মুখপাত্র লিসা নন্দি বলেছেন: 'বছরের বিলম্ব, ভাঙা প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের পর, বেসরকারী ভাড়া করা খাত ক্রমবর্ধমান ওয়াইল্ড ওয়েস্টের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং এটি স্পষ্ট নয় যে এই সরকার সরবরাহ করতে পারে।'

সমালোচকরা আরও পরামর্শ দিয়েছেন যে নো-ফল্ট উচ্ছেদ বাতিল করা কিছু ভাড়াটেদের জন্য সম্পত্তি ভাড়া দেওয়া কঠিন করে তুলতে পারে। ইন্সটিটিউট অফ ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স থিঙ্ক-ট্যাঙ্কের ম্যাথিউ লেশ বলেছেন: 'বাড়ির মালিকরা অনিবার্যভাবে কাকে সম্পত্তি অফার করবে এবং খারাপ ভাড়াটেদের দ্রুত উচ্ছেদ করতে না পারলে বেশি ভাড়া নেওয়ার বিষয়ে অবশ্যই আরও বেশি নির্বাচন করবে। এটি দরিদ্র, অল্পবয়সী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আঘাত করতে পারে।

'নতুন উচ্ছেদ নিয়ম এবং ভারী নিয়ন্ত্রক মান শুধুমাত্র ভাড়া সম্পত্তির ঘাটতি এবং রেকর্ড-উচ্চ ভাড়াকে আরও খারাপ করবে। ভাড়ার নিয়মকানুন দিয়ে আবাসন সংকটের সমাধান হবে না।'

কিছু টোরি সাংসদ সতর্ক করেছেন যে আইনটি বাড়িওয়ালাদের সম্পূর্ণভাবে বাজার থেকে তাড়িয়ে দেবে।

ক্রেগ ম্যাকিনলে, নিজে একজন বাড়িওয়ালা, ডেইলি টেলিগ্রাফকে বলেছেন: 'বাস্তবতা হল, বাড়িওয়ালারা বাজার ত্যাগ করবে এবং আমাদের হাতে খুব গুরুতর আবাসন সংকট দেখা দেবে। আমরা জমিদারদের বিরুদ্ধে খুব বেশি যুদ্ধ দেখেছি।'

সুনাককে যে আহবান জানালেন লিজ

দশকে মার্গারেট থ্যাচারের পর প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর তাইওয়ানে প্রথম সফর ছিলো। ট্রাসের পরামর্শ, "পশ্চিমাদের চীনের সাথে কাজ করা উচিত নয়। কারণ তারা যা বলে সেই কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। "চীন বিশাল সামরিক বাহিনী গড়ে তুলে নিজের কৌশল ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছে বলে মনে করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।

তাঁর কথায় এখন বড় প্রশ্ন হলো " আমারা কি সেই কৌশলটিকে মেনে নেব না তার বিরুদ্ধে এখনই পদক্ষেপ নেব। "ট্রাসের সফর এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছে যখন তাইওয়ানে উত্তেজনা রয়েছে, চীন তাইওয়ানের উপর ক্রমাগত চাপ বাড়াচ্ছে। তাইওয়ান চীনের কাছ থেকে স্বাধীনতা দাবি করে চলেছে। ট্রাস চীনের আগ্রাসন ঠেকাতে তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি পশ্চিমা দেশগুলিকে চীনের সাথে আর কোনো অর্থনৈতিক সংলাপ চালিয়ে না যাবার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভবন ভেঙ্গে পড়ার

হলে বহু বছর সময় লেগে যাবে। এতদিন ওই ভবন ছেড়ে অন্যত্র পার্লামেন্ট চালানো সম্ভব নয়। ২০১৬ সাল থেকে পার্লামেন্ট ভবনে অন্তত ৪৪টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। যার ফলে এখন ২৪ ঘণ্টা দমকলকর্মীরা ভবনটি পাহারা দেন। ১৮৩৪ সালে অগ্নিকাণ্ডেই নষ্ট হয়েছিল পুরোনো ওয়েস্টমিনস্টার প্রাসাদ। এরপর চার্লস ব্যারি নামক এক স্থপতি নতুন ভবনটি তৈরি করেন। নিও গথিক স্থাপত্যের সেই ভবনই এখন যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট।

স্যালিসবারি লভঙ্গল মেয়র কাউন্সিলর

৭৬২ তম দ্য রাইট ওয়ার্শিপফুল মেয়র হিসাবে তার নাম ঘোষণা করে। শনিবার এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে পার্শ্ববর্তী শহরগুলোর মেয়র, সরকারি কর্মকর্তা, লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রতিনিধি, ব্রিটিশ মাল্টিকালচারাল সোসাইটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ দুই শতাধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন। বিদায়ী মেয়র টম করবিন আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়র আতিকুল হকের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।

মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণকারী কাউন্সিলর আতিকুল হক বলেন, "স্যালিসবারির জনগণ তাদের প্রথম ব্রিটিশ বাংলাদেশি মুসলিম মেয়র নির্বাচিত করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, প্রমাণ করেছে কিভাবে সালিসবারি আরও বৈচিত্র্যময় ও স্বাগত জানাতে পারে। আমি আশা করি আমার মেয়র পদে অন্যদের এগিয়ে আসতে এবং সালিসবারি সিটি কাউন্সিলে যোগ দিতে উৎসাহিত করবেন। "স্যালিসবারি সম্প্রতি একটি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে গেছে, মহামারী থেকে মহামারী পর্যন্ত, আমাদের জন্য সময় এসেছে এটিকে আমাদের পিছনে রেখে এগিয়ে যাওয়ার," তিনি বলেছিলেন। আমি আশা করি আমাদের সুন্দর প্রাচীন শহরটিকে আরও প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে তুলে ধরবো। আমি ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়াবো এবং আমাদের হাই স্ট্রিটকে সমৃদ্ধ করার জন্য আরও কাজ করব। "২০২৩ -২০২৪ এর জন্য মেয়রের কাজগুলির মধ্যে একটি হল রাইডিং ফর দ্য ডিসএবলড অ্যাসোসিয়েশন এবং স্যালিসবারি হসপিসের মধ্যে কাউন্সিলর হকের মেয়র থাকাকালীন দাতব্য স্যালিসবেরি রোটারি ক্লাবের মাধ্যমে উত্থাপিত অর্থ বিতরণ করা। রোটারি ক্লাব অফ উইল্টনের সাথে সমন্বয় করে এবং মেয়রাল আপিল রোটারি ক্লাব অফ উইল্টন ট্রাস্ট ফান্ড হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে এই দাতব্য সংস্থাগুলিতে দান করুন। কাউন্সিলর সেভেন হকিংগালকে তার ডেপুটি হিসাবে ২০২৩-২০২৪ এর জন্য ডেপুটি মেয়র নিযুক্ত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, কাউন্সিলর আতিকুল হক যিনি সিলেট বিভাগের জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ জেলার ঐতিহ্যবাহী শ্রীরামশী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ব্রিকলেনে বেড়ে ওঠেন। পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস-এর একটি বাঙালি বাসস্থান, কিন্তু ব্যবসায়ী পরিবারটি উইল্টশায়ারের সালিসবারি এলাকায় চলে আসেন। ইংরেজদের ১শত ভাগ জনবসতিপূর্ণ এলাকায় তাদের বাড়ি তৈরি করেছে। জনাব হক ২০১০ সালে মূলধারার ব্রিটিশ রাজনীতিতে যোগ দেন। ২০১৩ সাল থেকে তিনি কনজারভেটিভ পার্টির কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনিই একমাত্র বাঙালি কনজারভেটিভ পার্টি কাউন্সিলর বারবার নির্বাচিত।

প্রিন্স হ্যারির পিছু নিয়েছিল পাপারাজি

কবল থেকে পালিয়ে যেতে কমপক্ষে দুই ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে এলোপাতাড়ি ছুটতে হয় হ্যারি, মেগানকে। এতে অল্পের জন্য দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেছেন তারা। প্রিন্স হ্যারির এক মুখপাত্র এ তথ্য দিয়েছেন বলে খবর দিয়েছে অনলাইন বিবিসি। এতে বলা হয়েছে, এভাবে বেপরোয়া গাড়ি চালাতে গিয়ে তারা পথচারী, পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

ইমরান খান ইস্যুতে টালমাটাল

আচমকাই বাড়ি 'কর্ডনড অফ' হচ্ছে দেখেই টুইট করেন ইমরান।

পাকিস্তানে সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী পাঞ্জাব পুলিশ পৌঁছেছে ইমরান খানের বাড়ি। নিজের টুইটে গ্রেফতারির আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন ইমরান। এদিকে, সদ্য গত সপ্তাহে ইমরান খানকে আল কাদির ট্রাস্ট মামলায় গ্রেফতার করা হয়। তবে সেই মামলায় আইএইচসির একটি বেঞ্চ তাঁর ২ সপ্তাহের জন্য জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে। এর আগে, পাকিস্তানর পঞ্জাব প্রভিন্সিয়াল সরকারের তরফে আমীর মীর বলেন, ইমরান খানের কাছে ২৪ ঘণ্টা রয়েছে, তার মধ্যে তাঁর বাড়িতে থাকা ৪০ জন সন্দেহভাজনকে হস্তান্তর করে দিতে হবে। ওই ৪০ জন ইমরানের বাড়িতে লুকিয়ে আছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এর আগে ইমরানের গ্রেফতারির পরই চরম চাঞ্চল্য ছড়ায় পাকিস্তান জুড়ে। পিটিআইয়ের তরফে আসে তুমুল ক্ষোভ। যদিও আল কাদির ট্রাস্ট মামলায় ইমরান ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবি পেয়েছেন জামিন। ২৩ মে পর্যন্ত বুশরার জামিন মঞ্জুর হয়েছে।

এদিকে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) প্রধান ইমরান খান বুধবার তার দলের কর্মী ও নেতাদের 'অবৈধ গ্রেপ্তার ও অপহরণের' তীব্র নিন্দা করেছেন।

তার অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, পিটিআই ভাইস চেয়ারপারসন শাহ মেহমুদ কুরেশি এবং মহাসচিব আসাদ উমর এখনও 'এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে' বন্দী রয়েছেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, 'আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও, সাংবাদিক ইমরান রিয়াজ খানকে আদালতে হাজির করা হয়নি' তার বিরুদ্ধে নির্যাতনের 'নিশ্চিত' প্রতিবেদন সহ।

ইমরান সমস্ত নারী পিটিআই নেতা, কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের 'অবিলম্বে মুক্তি' দাবি করেছেন এবং প্রশ্ন করেছেন কেন শেহরায়ার আফ্রিদির স্ত্রী কারাগারে ছিলেন। 'এটি সম্পূর্ণরূপে জনগণের মধ্যে সন্ত্রাস ছড়ানোর জন্য যাতে তারা তাদের সাংবিধানিক অধিকারের জন্য দাঁড়াতে না পারে,' তিনি মন্তব্য করেন।

অপরদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান (সিওএএস) জেনারেল অসীম মুনীর বুধবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ৯ মে কালো দিবসে জাতির জন্য লজ্জা বয়ে আনার ক্ষেত্রে দায়ী সকলকে বিচারের আওতায় আনা হবে এবং এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা আর কখনও কোনোভাবেই হতে দেয়া হবে না।

কমিউনিটি ক্লিনিক পেল বৈশ্বিক স্বীকৃতি

স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসামান্য উদ্ভাবনী নেতৃত্বকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে।

বাংলাদেশ কর্তৃক প্রস্তাবিত রেজুল্যুশনটিতে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল উদ্ভাবনী উদ্যোগের ব্যাপক স্বীকৃতি দিয়ে এই উদ্যোগকে 'দ্য শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ' হিসেবে উল্লেখ করে। এটি জনগনের স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সেবায় সাম্য আনয়নে বাংলাদেশের দৃঢ় প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। বুধবার সাধারণ পরিষদে রেজুল্যুশনটি উপস্থাপন করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আবদুল মুহিত। কমিউনিটি ক্লিনিক ভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনস্বরূপ জাতিসংঘের ৭০ টি সদস্য রাষ্ট্র এই রেজুল্যুশনটি কো-স্পন্সর করে।

রাষ্ট্রদূত মুহিত তার বক্তব্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা অর্জনে এই রেজুল্যুশনের ইতিবাচক প্রভাব তুলে ধরেন। তিনি জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক এই রেজুল্যুশনের অনুমোদনকে ২০৩০ সালের মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা অর্জনের বৈশ্বিক প্রচেষ্টায় এক অবিস্মরণীয় মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রেজুল্যুশনটির সফল বাস্তবায়ন কমিউনিটি ক্লিনিক ভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি আরো বলেন, সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে এই রেজুল্যুশনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। কারণ এটি সদস্য দেশসমূহে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, এই কমিউনিটি ক্লিনিক ভিত্তিক মডেল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রবর্তন ও বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বহুপাক্ষিক এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংক এবং দাতাদের যথাযথ কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানায়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সকল মানুষকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে এই অনন্য কমিউনিটি ক্লিনিক ভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু করেছিলেন যা সারাদেশের তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের দোরগোড়ায় সরকারের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার সুফল সরবরাহে বিপ্লব ঘটিয়েছে। মানুষকে নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার এ পর্যন্ত সারা দেশে পাবলিক-প্রাইভেট অংশিদারিত্বে ১৪,০০০ এরও বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অদম্য উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এই স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করবে।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের পক্ষ থেকে রেজুল্যুশনটি সদস্য রাষ্ট্রের সাথে নেগোশিয়েশন করেন উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি ড. মো. মনোয়ার হোসেন। মিশন গত কয়েক বছর ধরে স্বাস্থ্য কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং এর ধারাবাহিকতায় এই রেজুল্যুশনটি এই বছরের শুরুর দিকে মিশন সদস্য রাষ্ট্রের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করে। সদস্য রাষ্ট্রগুলির সাথে বিগত ৪ মাস নিবিড় আলোচনা ও নেগোশিয়েশনের পরে আজ প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে।

'নিরাপত্তাহীন' মেয়র আরিফ!

অফিসের নিরাপত্তায় নিয়োজিত ৬ জনকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এতে আমার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।'

বুধবার (১৭ মে) বিকাল সাড়ে ৩টায় নগরভবনে সংবাদ সম্মেলন করে এসব কথা বলেন মেয়র আরিফ। মঙ্গলবার রাতে তাঁর বাসার নিরাপত্তায় থাকা আনসার সদস্যদের প্রত্যাহারের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই সংবাদ সম্মেলন করেন।

তিনি সংবাদ সম্মেলনে আরও বলেন-'প্রথম মেয়াদে মেয়র থাকাকালীন আমাকে সরকার থেকে দু'জন গানম্যান দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু পরের মেয়াদে তাদের প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এরপর নগরবাসীর টেক্সে টাকায় মাসিক চুক্তিতে আনসার বাহিনীর ২৪ জন সদস্যকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য নিয়ে আসা হয়। শিডিউল করে সিসিকের পানি শোধনাঘার ও যান্ত্রিক শাখাসহ (যেখানে সিসিকের বিভিন্ন গাড়ি ও মেশিন রাখা হয়) গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নিরাপত্তা দিয়ে আসছেন তারা। তাদের মধ্যে থেকে ৬ জনকে আমার বাসা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তায় নিয়োজিত রাখা হয়েছে। কিন্তু গত (মঙ্গলবার) রাতে হঠাৎ করে এই ৬ জনকে প্রত্যাহ্যার করে নেওয়ায় আমি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগছি। এছাড়াও আমার বাসা-সংলগ্ন অফিসে রাখা সিসিকের লক্ষ লক্ষ টাকার মালামাল এখন অনিরাপদ। এটা অতি উৎসাহী হয়ে এই বাহিনীর পক্ষ থেকে করা হয়েছে বলে আমি মনে করি। প্রশাসনের অতি উৎসাহী কতিপয় কর্মকর্তার কর্মকান্ড খোদ সরকারকেও বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিচ্ছে। আমার বাসার নিরাপত্তা-সদস্যদের কিন্তু সরকারের নির্দেশনায় প্রত্যাহার করা হয়নি।'

আগামী সিসিক নির্বাচনকে সামনে রেখে তাঁকে নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে উল্লেখ করে মেয়র আরিফুল হক বলেন- 'সম্প্রতি আমি মহানগরের যেখানে যাচ্ছি এবং আমার সঙ্গে ছবি পর্যন্ত তুলছেন, দেখা যাচ্ছে রাতের বেলা তাদের পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কাউকে রিমান্ডে পর্যন্ত নিচ্ছে। আমি তো জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি। আমাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শপথ করিয়ে মেয়রের চেয়ারে বসিয়েছেন। কিন্তু প্রশাসনের অতি উৎসাহী কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা এমন একজন জনপ্রতিনিধিকে কীভাবে মূল্যায়ন করতে হয় সেটিও সম্ভবত ভুলে গেছেন।'

বিবিসিসিআই-এর ডিজি পদ থেকে

থেকে এএইচএম নুরুজ্জামানকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বরখাস্ত করা হয়েছে। ১৬ মে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেই সঙ্গে এএইচএম নুরুজ্জমানের বিরুদ্ধে উঠা মোট ৪টি অভিযোগ তদন্তে একটি কমিটি গঠন করেছে বিবিসিসিআই।

বোর্ড সভায় তাৎক্ষণিকভাবে দেওয়ান মাহাদিকে নতুন ডাইরেক্টর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। ডাইরেক্টর দেওয়ান মাহাদি এর আগে ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। বোর্ডের এসব সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়েছে।

জানা গেছে, ডাইরেক্টর মুসলেহ আহমদ গত বছরের ২০ নভেম্বর বিবিসিসিআই-এর প্রেসিডেন্টকে লেখা এক ই-মেইলে অভিযোগ করেন, বিবিসিসিআই- এর অফিসিয়াল ইমেইল থেকে তাঁর বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটানো হয়েছে। এর মাধ্যমে ডাইরেক্টরদের ব্যক্তিগত ই-মেইল ঠিকানাও উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। সংগঠনের অফিসিয়াল ইমেইল ব্যবহার করে এমন কাজ কীভাবে ঘটলো এবং এর পেছনে কে জড়িত সেটি তদন্তের অনুরোধ জানান। প্রাথমিকভাবে ডাইরেক্টর জেনারেল যেহেতু বিবিসিসিআই-এর কাজের জন্য দায়িত্বশীল, তাই ওই ঘটনায় ডিজি'র ভূমিকা তদন্তের অনুরোধ জানান তিনি। একই সঙ্গে ডিজি নুরুজ্জামান ডাইরেক্টর ফি যথাযথভাবে পরিশোধ করেছেন কি-না তার প্রমাণ বার্ডে উপস্থাপন করতে বলেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, বোর্ডে কোনো আলোচনা ছাড়াই ডিজি নুরুজ্জমান একজন ডাইরেক্টর নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, আবেদনকারীর ফি ৫ হাজার পাউন্ড, যা অফেরতযোগ্য। ডাইরেক্টরশিপের আবেদন ফি 'অফেরতযোগ্য' কথাটি বিবিসিসিআই-এর সংবিধানের লঙ্ঘন। কি উদ্দেশ্যে নুরুজ্জামান ডাইরেক্টর ফি 'অফেরতযোগ্য' উল্লেখ করলেন এবং বোর্ডের অনুমিত ছাড়া সার্কুলার প্রকাশ করে সংবিধান বহির্ভূত কাজ করলেন- তা তদন্তের অনুরোধ জানান। এছাড়া, যে কোম্পানির ডাইরেক্টর দাবি করে নুরুজ্জামান বিবিসিসিআই-এ সদস্যপদ নিয়েছেন সেই 'তাজ একাউনটেন্টস লিঃ' একটি ডরমেন্ট (অকার্যকর) কোম্পানি উল্লেখ করে তাঁর সদস্যপদের বৈধতা যাচাইয়েরও আবেদন জানান মুসলেহ আহমদ। বিবিসিসিআই-এর কয়েকজন ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ১৬ মে বিবিসিসিআই কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে একটি এজেন্ডা ছিলো 'ডাইরেক্টরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও ভবিষ্যৎ করণীয়'। সভায় মোট ৩২ জন ডাইরেক্টরের মধ্যে ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন বিবিসিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট সাইদুর রহমান রেনু। সভায় অন্যান্য এজেন্ডার আলোচনা ঠিকঠাক শেষ হয়। কিন্তু ১২ নম্বর এজেন্ডায় থাকা 'ডাইরেক্টরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও ভবিষ্যৎ করণীয়' সম্পর্কে আলোচনা উঠতেই সভা শেষ করার অনুরোধ জানান কয়েকজন। বোর্ড আলোচনা চালিয়ে যেতে চাইলে হইচই করে সভাস্থল ত্যাগ করেন এএইচএম নুরুজ্জামান, শাহগির বখত ফারুক, বশির আহমদ ও ওয়ালি তসর উদ্দিন।

উপস্থিত বাকী সদস্যরা আলোচনা চালিয়ে যান। তাঁরা একমত হন যে, অন্য ডাইরেক্টররা সভা ত্যাগ করতে পারলেও ডিজি'র দায়িত্বে থেকে বোর্ডের বা প্রেসিডেন্টের অনুমতি ছাড়া নুরুজ্জামান বোর্ড সভা ত্যাগ করতে পারেন না। এরা তাঁর দায়িত্বের 'চরম লঙ্ঘণ' (গ্রস মিসকন্ডাক্ট)। যে কারণে বোর্ডে ভোটাভুটির মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে নুরুজ্জামানকে তাৎক্ষণিকভাবে ডিজি'র পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। চারজন ডাইরেক্টর ভোট প্রদানে বিরত ছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগগুলোর তদন্তে ডাইরেক্টর মহিব চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিকে আগামী বোর্ড সভায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সেই তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে আগামী বোর্ড সভায় নুরুজ্জামানের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বিবিসিসিআই।

সিলেটে মেয়র-কাউন্সিলর পদে মনোনয়ন

আর স্বতন্ত্র হিসেবে মোহাম্মদ আবদুল হানিফ কুটু, মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান খান, সামছুন নুর তালুকদার, মো. ছালাহ উদ্দিন রিমন ও মাওলানা জাহিদ উদ্দিন চৌধুরী কিনেছেন মনোনয়ন। কাউন্সিলর পদে ৪৩৬ জনের মধ্যে ১৪টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে (মহিলা কাউন্সিলর) ৯০ জন এবং ৪২টি সাধারণ ওয়ার্ডে (পুরুষ কাউন্সিলর) ৩৩৮ জন মনোনয়ন ফরম কিনেছেন। সৈয়দ কামাল হোসেন আরও জানান- এখন পর্যন্ত সংরক্ষিত (মহিলা কাউন্সিলর)-এর মধ্যে ১নং ওয়ার্ডে ২ জন, ২নং ওয়ার্ডে ৫ জন, ৩নং ওয়ার্ডে ৭ জন, ৪নং ওয়ার্ডে ৮ জন, ৫নং ওয়ার্ডে ৪ জন, ৬নং ওয়ার্ডে ৩ জন, ৭ নং ওয়ার্ডে ৪ জন, ৮নং ওয়ার্ডে ৫ জন, ৯ নং ওয়ার্ডে ৬ জন, ১০নং ওয়ার্ডে ৯ জন, ১১নং ওয়ার্ডে ৯ জন, ১২নং ওয়ার্ডে ৯ জন, ১৩নং ওয়ার্ডে ১৪ জন ও ১৪নং ওয়ার্ডে ৫ জন কিনেছেন মনোনয়ন ফরম।

যুক্তরাষ্ট্র হয়তো সরকারকে চায়না

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আলাপচারিতায় দীর্ঘক্ষণ কথা হয়েছে র‍্যাবের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে। বিবিসি তার কাছে জানতে চেয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন বাংলাদেশের একটি বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে বলে তিনি মনে করেন?

প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, যে বাহিনীর (র‍্যাব) ওপর তারা (যুক্তরাষ্ট্র) নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, সেটা তাদের পরামর্শেই ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাদের (র‍্যাব) সকল প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম যুক্তরাষ্ট্র দিয়েছিল। যেভাবে তারা বাহিনীটাকে তৈরি করেছে, তারা তো সেভাবেই কাজ করছে বলে আমার বিশ্বাস। তাহলে কেন তারা এই নিষেধাজ্ঞা দিল? এটা আমার কাছেও বিরাট এক প্রশ্ন।

শেখ হাসিনার কাছে ইয়ালদা হাকিম জানতে চান, তাহলে কেন তারা এটা করেছে বলে তিনি মনে করেন? প্রধানমন্ত্রী বলছেন, আমি জানি না, হয়তো তারা আমার কাজ অব্যাহত থাকুক তা চায় না। আমি বাংলাদেশের জন্য যেসব উন্নতি করেছি, সেটা তারা হয়তো গ্রহণ করতে পারছে না। এটা আমার অনুভূতি। একটা পর্যায়ে সন্ত্রাস সব দেশের জন্য সমস্যা হয়ে উঠেছিল। আমাদের দেশে আমরা সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ করেছি। এরপর মাত্র একটা ঘটনা ঘটেছে। আমাদের আইনশৃংখলা বাহিনী নিয়ন্ত্রণ রাখতে কঠোর পরিশ্রম করেছে।

বিচার বহির্ভূত হত্যাকা- : মার্কিন নিষেধাজ্ঞা জারির আগে বাংলাদেশে বন্দুকযুদ্ধের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেন সাংবাদিক ইয়ালদা হাকিম। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা জারির আগে ২০১৮ সালে ৪৬৬ মানুষ আইনশৃংখলা বাহিনীর সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছে। ২০১৯ সালে ৩৮৮ মানুষ এভাবে নিহত হয়েছে; আর ২০২০ সালে নিহত হয়েছে ১৮৮ জন। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার পর এই নিহতের সংখ্যা মাত্র ১৫ জনে নেমে এসেছে।

এর জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, যেসব নাম্বার তারা উল্লেখ করেছে, সেগুলো তারা প্রমাণ করতে পারেনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব হত্যাকা- আইনশৃংখলা বাহিনী করেনি। কারণ আমরা প্রমাণ চেয়েছিলাম, সেগুলো তারা পাঠিয়ে দিক, আমরা তদন্ত করে দেখবো।

প্রশ্ন করা হয়, জার্মান সংবাদ মাধ্যম ডয়েচেভেলের একটি তথ্যচিত্রে দাবি করা হয়েছে, এই র‍্যাবের দুইজন ব্যক্তি গোপন তথ্য ফাঁস করে বলেছেন যে, এসব হত্যাকা-ের নির্দেশ সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এসেছে। জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, আমি জানি না তারা কীভাবে এটা করেছে। কিন্তু আমেরিকায় কি ঘটছে, আপনি (বিবিসি সাংবাদিক) দেখতে পাচ্ছেন। সেখানে (যুক্তরাষ্ট্র) প্রায় প্রতিদিন একাধিক হত্যাকা- ঘটছে। এমনকি স্কুল, শপিং মল, রেস্তোরায় হত্যাকা- ঘটছে। এমনকি স্কুল শিক্ষার্থীরা, সাধারণ মানুষ হয় আইনশৃংখলা বাহিনী অথবা সশস্ত্র ব্যক্তির হাতে নিহত হচ্ছে। আমার মনে হয়, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত তাদের নিজেদের ব্যাপারে আরো মনোযোগী হওয়া। তাদের দেশের কী অবস্থা? তাদের উচিত শিশুদের জীবন রক্ষা করা। তারা নিজেদের লোকজনের ব্যাপারে যথেষ্ট ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তারা যেসব অভিযোগ করেছে, আমরা তাদের কাছে প্রমাণ চেয়েছিলাম। তারা দেয়নি।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি মনে করি, নিষেধাজ্ঞা, পাল্টা নিষেধাজ্ঞা একটা খেলার মতো। এটা আমার কাছে এখনো পরিষ্কার নয়, কেন তারা আমাদের দেশের প্রতি নিষেধাজ্ঞা দিল? শেখ হাসিনা নিজের পরিবারের সদস্যদের হত্যাকা-ের বর্ণনা তুলে ধরে বলেন, এই খুনিরা দায়মুক্তি পেয়েছিল। আমি এমনকি তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারিনি। আমার বিচার পাওয়ার কোন অধিকার ছিল না। সেই সময় তারা (যুক্তরাষ্ট্র) কোন নিষেধাজ্ঞা দেয়নি। বরং একজন হত্যাকারী আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছে। আমরা তাদের বারবার অনুরোধ করেছি, তাকে ফেরত পাঠানোর জন্য। তারা করেনি। কেন তারা শুনছে না, আমি জানি না।

বাংলাদেশের পার্লামেন্টে গত এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় অধিবেশনে শেখ হাসিনা এক বক্তব্যে বলেছেন, আমেরিকা বাংলাদেশের ক্ষমতায় পরিবর্তন আনতে চায়। এই বক্তব্যের পক্ষে কী প্রমাণ আছে? বিবিসির পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয় শেখ হাসিনার কাছে। জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, আমার কাছে একটা বড় প্রশ্ন হলো, কেন তারা নিষেধাজ্ঞা জারি করলো? যখন আইনশৃংখলা বাহিনী দেশের সন্ত্রাস মোকাবেলার জন্য কাজ করছে, মানবাধিকার লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে, তখন তারা (যুক্তরাষ্ট্র) লংঘনকারীদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, যারা ভুক্তভোগী, তাদের পক্ষে নয়।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, জাতিসংঘ, সবাই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে- এই তথ্য শেখ হাসিনাকে জানানো হলে তিনি বলেন, আমি জানি ১২টি প্রতিষ্ঠান মিলে এসব বক্তব্য দিয়েছে। কিন্তু তারা ঘটনাগুলো প্রমাণ করতে পারেনি। আমি জানি না কী আন্তর্জাতিক খেলা চলছে।

ইয়ালদা হাকিম পাল্টা প্রশ্ন করেন তাহলে কেন তারা (যুক্তরাষ্ট্র) আপনাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চাইবে? জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, তারা আমার পিতাকে হত্যা করেছে। যারা আমার পরিবারকে হত্যা করেছে, এমনকি ১০ বছরের ভাইকে হত্যা করেছে, সেই ষড়যন্ত্রকারীরা চায় না এই পরিবারের (বঙ্গবন্ধুর পরিবার) কেউ ক্ষমতায় আসুক।

বাংলাদেশের বিচার বহির্ভূত হত্যাকা- এবং সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ তৈরি করা সম্পর্কে বিভিন্ন সময় জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই বিষয়ে শেখ হাসিনার কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলছেন, আমি জানি না, তারা যেসব অভিযোগ করছে, সেগুলো খুব বেশি প্রমাণ করতে পারেনি। কিছু গ্রুপ বড় বড় সংখ্যায় অভিযোগ করেছে। কিন্তু আমরা যখন তদন্ত করেছি, তখন আমরা পাঁচ ছয়জনের (হত্যা বা গুম) ব্যাপার দেখতে পেয়েছি। তিনি আরো বলেন, আসলে কিছু মানুষ বিভিন্ন কারণে নিজেরাই লুকিয়ে ছিল। বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড আমরাও সমর্থন করি না। আমাদের দেশে আইন আছে। আমাদের আইন প্রয়োগকারীরা (র‍্যাব-পুলিশ) কোন অন্যায় করলে তাদেরও বিচারের আওতায় আনা হয়। তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

র‍্যাবের কর্মকা- : গুরুতর মানবাধিকার লংঘনমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিশেষ পুলিশ র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এবং এর ৬ জন কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিবিসির ইয়ালদা হাকিম শেখ হাসিনার কাছে জানতে চান, যেভাবে ডয়েচেভেলের তথ্যচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে, আসলেই কি সাংবাদিক, বিরোধী দলের নেতা-কর্মী, অ্যাকটিভিস্টদের ওপর হামলার জন্য র‍্যাব, আইনশৃংখলা বাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল? কারণ সরকারের তথ্যেই জানা গেছে, বিরোধী দল বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ২০ হাজারের মতো মামলা হয়েছে, ৭ হাজারের বেশি বিএনপি নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, হাজার হাজার মানুষকে আটক করা হয়েছে।

জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলছেন, হ্যাঁ, কিন্তু তারা কী করেছিল? তারা মানুষ হত্যা করেছে, তারা মলোটভ (পেট্রল বোমা, আগ্নেয় বোমা, গরীবের গ্রেনেড) ককটেল ছুড়েছে, তারা পাবলিক বাসে আগুন দিয়েছে। ৩৮০০ পাবলিক বাসের ভেতরে যাত্রীদের রেখেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তারা সাধারণ মানুষ হত্যা করেছে। ট্রেন, লঞ্চ, প্রাইভেট কারে আগুন দিয়েছে। আপনি (বিবিসি সাংবাদিক) হলে কি করতেন? আপনারা কি তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতেন না? তিনি আরো বলেন, এটা (বিএনপির নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা-গ্রেফতার) সাধারণ দলীয় সমর্থকদের ক্ষেত্রে করা হয়নি। যারা হত্যা করেছে, মানুষকে নির্যাতন করেছে, দুর্নীতি করেছে- এই জন্য তারা শাস্তি পেয়েছে। আমি বুঝতে পারি না, তারা যেসব অপরাধ করেছে, কেন এইসব (মানবাধিকার) সংগঠন সেটা দেখতে পাচ্ছে না।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর প্রতি অভিযোগ তুলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, মানবাধিকার সংস্থাগুলো কখনো আমার মানবাধিকার নিয়ে কথা বলেনি। যখন আমার পুরো পরিবারকে হারিয়েছে, তখনো তারা আমার পক্ষে কথা বলেনি। কেন?

সাংবাদিক ইয়ালদা হাকিম জানতে চান, যুক্তরাষ্ট্রের কেউ কেউ মনে করেন, আধা-সামরিক বাহিনী র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞার আসল কারণ হলো, বাংলাদেশের মানবাধিকার অবস্থাকে আবার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা। এর জবাবে তিনি কি বলবেন?

জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ সবসময়েই মানবাধিকার রক্ষা করে আসছে। মানবাধিকার মানেই শুধু শরীরের নিরাপত্তা নয়। আমার কাছে মানবাধিকার মানে হলো তাদের (নাগরিক) নিরাপত্তা, খাদ্য, শিক্ষা, ভোট, সুস্থ থাকার অধিকার। সবকিছু আমরা রক্ষা করছি।

জাতীয় নির্বাচন : বিবিসির পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয়, বাংলাদেশের বিরোধী নেতা-কর্মীদের কেউ কেউ অভিযোগ করছেন, শেখ হাসিনা নির্বাচন কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই আজীবন ক্ষমতায় থাকার স্বপ্ন দেখছে? এর জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, অবশ্যই না। নির্বাচন এবং ভোটাধিকারের জন্য আমি সারাজীবন ধরে সংগ্রাম করেছি, সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে। নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য আমরাই আইন করেছি। আমরা সবসময়েই চেয়েছি যেন মুক্ত ও স্বচ্ছ নির্বাচন হয়। এখন আমাদের ভোটার লিস্ট ছবিসহ তৈরি করেছি, আমরা স্বচ্ছ ব্যালট বক্সে ব্যবস্থা করেছি।

দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে যুক্তরাষ্ট্র!

দেউলিয়া হতে পারে। জ্যানেট ইয়েলেন তার চিঠিতে জানিয়েছে, এ পরিস্থিতিতে আগামী ১ জুনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ঋণগ্রহণ সীমা না বাড়ানো হলে যুক্তরাষ্ট্র গভীর বিপদে পড়বে। এর আগে, রাজস্ব এবং অন্যান্য খাত থেকে প্রাপ্ত অর্থের উপাত্তের ভিত্তিতে জ্যানেট ইয়েলেন গত ১ মে কংগ্রেসে বলেছিলেন যে, জুনের শুরুতে, সম্ভবত ১ জুনেই সরকারি বিল পরিশোধের জন্য ট্রেজারিতে নগদ অর্থের অভাব হবে। মঙ্গলবার মার্কিন কংগ্রেসকে লেখা চিঠিতে জ্যানেট ইয়েলেন উল্লেখ করেন, তিনি ১ মে তার চিঠিতে দেউলিয়া হওয়ার বিষয়ে যে দিন-তারিখের কথা বলেছিলেন, তার চেয়ে কিছুদিন বা কয়েক সপ্তাহ বেশিও লাগতে পারে। তিনি চিঠিতে জানান, আগামী সপ্তাহে তিনি এ বিষয়ে আরও নির্দিষ্ট এবং বিস্তারিত জানাবেন।

ফ্রিডম অব দ্য সিটি অফ লন্ডন স্বীকৃতি

নির্বাচিত কাউন্সিলর ও দুই মেয়াদের স্পিকার ছিলেন।

তিনি এই স্বীকৃতির জন্য মহান আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করেন। এছাড়াও তিনি লন্ডন সিটির চেম্বারলেইনের ক্লার্ক, তার সকল বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের ধন্যবাদ জানান। তিনি সবার কাছে দোয়া চান।

অন্যানদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উমেশ দেশাই, এলডারম্যান কাউছার জামান, কাউন্সিলর রেহানা আমির, কাউন্সিলর মনসুর আলী, কাউন্সিলর আসমা ইসলাম, কাউন্সিলর সাবিনা আক্তার, সহিদুল আলম রতন, আশিক রহমান, সোনাহর আলী রিংকু, সৈয়দ তারেক,শাহীনা চৌধুরী, হেলেন ইসলাম,হাফসা নুর, স্মৃতি আজাদ, হামিদা ইদ্রিস, আব্দুল বাছির, নুরুল ইসলাম, মুহি মিকদাদ, শাহেদ উদ্দীন, রাজা কাসেফ,রুবায়েত জাহান, শাবা বশির, জগলু খান এবং সাহান চৌধুরী।

উল্লেখ্য যে, মোহাম্মদ আহবাব হোসেনের দেশের বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পাঠলী ইউনিয়নের প্রভাকর পুর গ্রামে।

ভারতে প্রেমের বিয়েতেই বিচ্ছেদ বেশি

সম্বন্ধ করা বিয়ের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে বোঝাপড়া গড়ে ওঠে।

উল্লেখ্য, ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতিকে নিয়ে গড়া সাংবিধানিক বেঞ্চ এ মাসের শুরুর দিকে রায় দেয় যে, বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ৬ মাস অপেক্ষা করাটা বাধ্যতামূলক নয়। সম্পর্ক যেখানে জোড়া লাগার অবকাশ নেই সেখানে সংবিধানের ১৪২ ধারা প্রয়োগ করে তাৎক্ষণিক বিচ্ছেদ মঞ্জুর করা যেতে পারে।

প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধ ও বিনিয়োগ

প্রবাসীদের বিনিয়োগ আত্মসাৎ করতে দুর্নীতিবাজরা মিথ্যা মামলা দায়েরকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। যাতে প্রবাসী বিনিয়োগকারীরা মামলার ভয়ে বিনিয়োগ রেখে দেশ ছাড়ে। নিজেদের গ্রেফতার ও কারাবরণের নেপথ্যে এমন দূরভিসন্ধি কাজ করেছে বলে মনে করেন তাঁরা। জানান, আগের মামলার নিষ্পত্তি হওয়ার পর আবারও নতুন করে দুটি মামলা এবং একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।

যুক্তরাজ্য প্রবাসী এসব বিনিয়োগাকরী বলছেন, আইন মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। কিন্তু এই আইনকে যদি হয়রানির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়, অন্যের সম্পদ দখলের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়-সেটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

হোমল্যান্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির যুক্তরাজ্য প্রবাসী এসব বিনিয়োগকারী হলেন- ভাইস চেয়ারম্যান জামাল মিয়া, পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক, পরিচালক কামাল মিয়া, পরিচালক আব্দুল আহাদ, পরিচালক আব্দুল হাই, পরিচালক জামাল উদ্দিন, পরিচালক এম এ রব ও পরিচালক ফয়জুল হক।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক। তাঁরা সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগকারী যুক্তরাজ্য প্রবাসী আরও অনেকেই এই সংবাদ সম্মেলনের দাবির সাথে একাত্মতা পোষণ করে উপস্থিত হন।

লিখিত বক্তব্যে তাঁরা বলেন, হোমল্যান্ড লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে গেলে গত বছরের ২১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্য প্রবাসী এই ৭ পরিচালককে ঢাকার মতিঝিলে কোম্পানির প্রধান কার্যালয় থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পুলিশ। গ্রেফতারের কোনো কারণও ব্যখ্যা করেনি পুলিশ। কেবল বলেছে, 'আপনাদের সঙ্গে কথা আছে'। থানায় নেয়ার পর জানানো হয় মাগুরায় তাদের বিরুদ্ধে ২৭টি মামলা হয়েছে। বীমার টাকা না পেয়ে হোমল্যান্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির চার গ্রাহক এসব মামলা করেছেন।

এসব বিনিয়োগকারী বলেন, "কোম্পানির চেয়ারম্যান ছাড়াও তখন ১০জন পরিচালক ছিলেন। তাদের মধ্যে আমরা ৭জন ব্রিটেনের, একজন থাকেন যুক্তরাষ্ট্রে। চেয়ারম্যান ও দুই পরিচালক থাকেন বাংলাদেশে। কিন্তু বীমার টাকা না পাওয়ায় বেছে বেছে কেবল যুক্তরাজ্য প্রবাসী ৭ পরিচালক এবং একজন শেয়ারহোল্ডারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলো মাগুরার ৪ গ্রাহক। আবার ওই মামলা সম্পর্কে কোনো কিছু জানার আগেই কোম্পানির সভা থেকে আমাদের গ্রেফতার করা হলো- এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়, এটি কোনো সাধারণ মামলার ঘটনা নয়। এটি প্রবাসী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ আত্মসাতের উদ্দেশ্যে কোম্পানি দখলের গভীর কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ।"

তাঁরা প্রশ্ন করেন, গ্রাহক টাকা না পেলে কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। আর বিষয়টি দেওয়ানি। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা নেয়া হলো কি করে?

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, তাঁরা মামলাগুলো মোকাবেলা করে গত বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর মাগুলার আদালত থেকে মুক্তি পান। এরপর তাঁরা নতুন করে কোম্পানি পরিচালনার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু বোর্ড মিটিং এলেই তাঁদের বিরুদ্ধে নানাকিছু শুরু হয়ে যায়। তাঁদের জড়িয়ে হোমল্যান্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্সকে নিয়ে নানা ধরণের মিথ্যা সংবাদ প্রচার করা হয় বাংলাদেশের কয়েকটি কাগজে। ওইসব খবরে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিনিয়োগকারীরা কোম্পানির ১০৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে বানোয়াট অভিযোগ করা হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে এসব প্রবাসী বিনিয়োগকারীদের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবিতে রিট পিটিশনও হয়। এছাড়া গত এপ্রিল মাসে আরও দুটি মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে। এই মামলাগুলোও গ্রাহকের টাকা ফেরত না দেয়ার অভিযোগে করা।

তাঁরা বলেন, "আগের মামলা কেবল আমরা ৮ জন যুক্তরাজ্য প্রবাসীর বিরুদ্ধে করা হয়েছিলো। এবারের মামলাগুলোতে যুক্তরাজ্য প্রবাসী ৮জনের পাশাপাশি কোম্পানির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যদেরও রাখা হয়েছে। যাতে মনে না হয় কেবল যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিনিয়োগকারীদের টার্গেট করা হয়েছে।"

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে এসব বিনিয়োগকারী বলেন, "আমরা প্রবাসীরা মাতৃভূতির প্রতি ভালোবাসা ও আবেগের টানে সব-সময় যাতায়ত করি, সম্পর্ক রাখি এবং বিনিয়োগ করি। আমরা চাই বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ এগিয়ে যাক। আর সেই অগ্রযাত্রায় আমরা প্রবাসীরা বাংলাদেশের সঙ্গি থাকতে চাই। কিন্তু কিছু কুচক্রি মহল আমাদের বিনিয়োগ আত্মসাৎ করার জন্য আমাদের নানাভাবে হয়রানি করে বাংলাদেশ থেকে তাড়াতে চায়। মিথ্যা মামলা দিয়ে, প্রশাসনের কিছু অসাধু কর্মকর্তার মাধ্যমে আইনের অপব্যাবহার করে আমাদের হয়রানি করে।"

বাংলাদেশ সরকার, পুলিশ প্রশাসন ও আদালতের কাছে অনুরোধ জানিয়ে তাঁরা বলেন, প্রবাসীদের বিরুদ্ধে মামলা নেয়ার আগে ভালোভাবে খোঁজখবর নেয়া হয়। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা মামলা যাতে কেউ করতে না পারে সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

প্রবাসী বিনিয়োগ আত্মসাতের চেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান তাঁরা। বলেন, "প্রবাসীরা রেমিটেন্স যোদ্ধা, বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি। তাই প্রবাসীদের বিনিয়োগকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য সরকারের উচিত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।"

তাঁরা স্থায়ীভাবে প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধে এবং প্রবাসী বিনিয়োগ ও বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার জন্য মহান জাতীয় সংসদে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি বিণীত আবেদন জানান।

তাঁরা বলেন, হোমল্যান্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির প্রবাসী বিনিয়োগকারীরা যদি কোনো অন্যায়ের শিকার হয়, তাদের বিনিয়োগ হারায় সেটি বাংলাদেশে প্রবাসী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চরম খারাপ উদাহরণ তৈরি করবে। হোমল্যান্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির প্রবাসী বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষায় জরুরি ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁরা।

এই ৭ বিনিয়োগকারী বাংলাদেশে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের শিকার হওয়ার পর যুক্তরাজ্যের বাংলা মিডিয়া, বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনসহ কমিউনিটির পক্ষ থেকে জোরালো প্রতিবাদ হয়েছিলো। তাঁদের মুক্তির দাবি করা হয়েছিলো। দাবি তোলা হয়েছিলো- বাংলাদেশে প্রবাসী বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য। এই সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে যুক্তরাজ্যে বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিক, কমিউনিটির বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনসহ তাঁদের নিজেদের পরিবার- যে যেভাবে তাঁদের পাশে ছিলেন, সমর্থন ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন, মুক্তির দাবি তুলেছেন- সকলের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন হোমল্যান্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির এই ৭ পরিচালক।

প্রেস কনফারেন্সে হোমল্যান্ড ইনসুরেনস কোম্পানির ডাইরেক্টরবৃনদের সাথে সংহতি জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন বৃটিশ বাংলাদেশ ক্যটারারস এসোসিয়েশন বই সি এ সভাপতি জনাব এম এ মুনিম অবিই, সাধারণ সম্পাদক মিঠু চৌধুরী ও অলি খান এমবিএ। বিবিসিএ সাধারণ সম্পাদক তফজজুল মিয়া, বিবিসিএ লন্ডন রিজউন্ সাধারণ সম্পাদক কদরুল ইসলাম, নেদারল্যান্ডস বাংলাদেশ সমিতি ইউকে সভাপতি মতিউর রহমান মতিন ও অর্থ সম্পাদক জিয়ার আহমেদ, প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের সভাপতি জাহাঙ্গীর খান, সামাজিক সংগঠক ফয়েজ উদ্দিন এমবিএ, বাংলাদেশ সেন্টার এর সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, সাবেক কাউন্সিলর মুক্তিযুদ্ধা খলিল কাজী, সহ সভাপতি পারভেজ কোরেশী এবং বিবিসিএ অর্থ সম্পাদক মতিন মিয়া সহ আরো অনেকে।

কোরআনের বর্ণনায় নবী-রাসুলদের মায়েরা

মুহাম্মাদ হেদায়াতুল্লাহ

মা শব্দটি অতি ছোট হলেও এর সঙ্গে মিশে আছে মানুষের আবেগ ও ভালোবাসা। সন্তানের জন্য মায়ের আত্মত্যাগ ও দুঃখ-কষ্ট বর্ণনাতীত। কোরআনুল কারিমে কয়েকজন নবী ও রাসুলের মায়ের বর্ণনা এসেছে। এসব ঘটনা থেকে আল্লাহর জন্য নিজের সর্বোচ্চটুকু সোপর্দ করা এবং সন্তানদের মধ্যে আল্লাহর বিশ্বাস ও নির্ভরতা তৈরির শিক্ষা লাভ করা যায়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. ইসমাঈল (আ.)-এর মা

মহান আল্লাহর নির্দেশে ইবরাহিম (আ.) তাঁর শিশুসন্তান ইসমাইল (আ.) ও তাঁর মা হাজেরা (আ.)-কে মক্কার মরু প্রান্তরে রেখে আসেন। তখন তিনি তাঁদের জন্য মন খুলে দোয়া করেন। ইরশাদ হয়েছে, 'হে আমার রব, আমি আমার বংশধরদের অনেককে অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের কাছে বসবাস করিয়েছি, হে আমার রব! তা এই জন্য যেন তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, অতএব আপনি কিছু মানুষের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করুন এবং নানা রকম ফল দিয়ে তাদের রিজিকের ব্যবস্থা করুন, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়। ...সব প্রশংসা মহান আল্লহর জন্য, যিনি আমাকে বার্ধক্যে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন, আমার রব অবশ্যই দোয়া শোনেন।' (সুরা : ইবরাহিম, আয়াত : ৩৭-৩৯)

ইসহাক (আ.) প্রসঙ্গে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'আমার ফেরেশতারা সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহিমের কাছে এসে বলল, সালাম, তিনি বললেন, সালাম, অতঃপর দ্রুত তিনি গরুর বাছুরের কাবাব নিয়ে আসেন। তিনি দেখেন যে তারা তা স্পর্শ করছে না, তখন তিনি তাদের অপছন্দ করেন এবং কিছুটা ভয় অনুভব করেন, তখন তারা বলল, ভয় করবেন না, আমরা লুতের সম্প্রদায়ের কাছে এসেছি। তা স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি হেসে ফেলেন, অতঃপর আমি তাকে ইসহাক ও তার পর ইয়াকুবের সুসংবাদ দেই। তখন তার স্ত্রী বলল, কি আশ্চর্য, আমি সন্তানের মা হব! অথচ আমি বৃদ্ধা এবং আমার স্বামী বৃদ্ধ! সত্যিই তা অদ্ভূত বিষয়। ফেরেশতারা বলল, আপনি কি আল্লাহর কাজে বিস্মিত হচ্ছেন, হে পরিবার আপনাদের ওপর আল্লহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ রয়েছে ...।' (সুরা হুদ, আয়াত : ৬৯-৭৩)

২. মুসা (আ.)-এর মা

পবিত্র কোরআনে মুসা (আ.)-এর বর্ণনা সবচয়ে বেশি এসেছে। বিশেষত তাঁর মায়ের আত্মত্যাগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসা (আ.) জন্মগ্রহণের পর তাঁর মায়ের মনে ফেরাউনের সৈন্যদের ব্যাপারে ভয় কাজ করে। তখন মহান আল্লাহ নবজাতক সন্তানকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। বাহ্যিকভাবে তা একজন মায়ের জন্য খুবই পীড়াদায়ক হলেও এর মাধ্যমে সেই শিশু ফেরাউনের প্রাসাদে নতুন জীবন লাভ করে এবং পরবর্তীতে নবী হয়ে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করতে শুরু করে। ইরশাদ হয়েছে, 'মুসার মায়ের অন্তরে এ কথা ঢেলে দিই যে সে যেন শিশুকে স্তন্যদান করেন, অতঃপর যখন তার ব্যাপারে কোনো আশঙ্কা করবে তখন তাকে সাগরে নিক্ষেপ কোরো, এবং ভয় কোরো না ও দুঃখ কোরো না, আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসুলদের একজন করব। অতঃপর ফেরাউনের পরিবার তাকে তুলে নেয়, পরবর্তী সময়ে সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়; ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী। ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এই শিশু আমার ও তোমার চোখ শীতল করবে, তাকে হত্যা কোরো না, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি, আসলে তারা এর পরিণাম বুঝতে পারেনি। মুসার মায়ের অন্তর অস্থির হয়ে পড়েছিল, যাতে সে আস্থাশীল হয় সে জন্য আমি তার অন্তরকে দৃঢ় না করি, নতুবা সে তার পরিচয় প্রকাশ করে দিত। সে মুসার বোনকে বলল, তার পেছনে পেছনে যাও, সে তাদের অজ্ঞাতসারে দূর থেকে তাকে দেখছিল। আগে থেকেই আমি ধাত্রীদের স্তন্যপান থেকে তাকে বিরত রেখেছিলাম। মুসার বোন বলল, তোমাদেরকে কি আমি এমন পরিবারের সন্ধান দেব যে তোমাদের হয়ে তার লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার হিতাকাঙ্ক্ষী।' (সুরা : কাসাস, আয়াত : ৭-১২)

৩. ইয়াহইয়া (আ.)-এর মা

জাকারিয়া (আ.)-এর কোনো সন্তান ছিল না। তাঁর স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা ও বয়স্কা। তবে আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি তাঁরা হতাশ ছিলেন না। তাঁরা গোপনে আল্লাহর কাছে সুসন্তানের জন্য দোয়া করতেন। ইরশাদ হয়েছে, 'জাকারিয়া মহান রবকে ডাকতে শুরু করে, হে আমার রব, আমাকে একাকী ছেড়ে দেবেন না, আপনি সর্বোত্তম উত্তরাধিকারক। আমি তার ডাকে সাড়া দিই, ইয়াহইয়া নামে একজন সন্তান দিই এবং তার স্ত্রীকে উপযুক্ত করে তুলি, তারা কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী ছিল, আমাকে তারা আগ্রহ ও ভয়ে ডাকত, আসলেই তারা আমার প্রতি অনুগত ছিল।' (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৮৯-৯০)

৪. মারইয়াম (আ.)-এর মা

ইমরান (আ.)-এর স্ত্রী হাননাহ ছিলেন একজন আল্লাহভীরু নারী। অনেক দোয়ার পর বৃদ্ধ বয়সে তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী হয়। তখন তাঁর স্ত্রী গর্ভের সন্তানকে আল্লাহর জন্য মানত করেন। কোরআনে এসেছে, 'স্মরণ করুন, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, হে আমার রব, আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তা একান্ত আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম, আপনি তা আমার পক্ষ থেকে কবুল করুন, আপনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। অতঃপর যখন তিনি প্রসব করলেন তখন বললেন, হে আমার রব, আমি তো কন্যা প্রসব করেছি, সে যা প্রসব করেছে আল্লাহ তা সম্পর্কে অবগত, আর ছেলে তো এই মেয়ের মতো নয়, আমি তার নাম মারইয়াম রাখি, এবং অভিশপ্ত শয়তান থেকে তাকে ও তার বংশধরের জন্য আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। তার রব তাকে উত্তমভাবে কবুল করেন, তাকে উত্তমভাবে লালন-পালন করেন, তিনি তাকে জাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন, যখনই মারইয়ামকে জাকারিয়া দেখতে আসতেন তাঁর কাছে খাদ্যসামগ্রী দেখতেন, তখন তিনি বলতেন, হে মারইয়াম, তোমার কাছে এগুলো কোত্থেকে? মারইয়াম বলতেন, তা আল্লাহর কাছ থেকে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে অগণিত রিজিক দেন।' (সুরা : আলে-ইমরান, আয়াত : ৩৫-৪১)

৫. ঈসা (আ.)-এর মা

করআনে যেসব নবী-রাসুলদের বর্ণনা এসেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর বর্ণনা হলো, ঈসা (আ.) ও তাঁর মা মারয়াম (আ.)-এর জন্মের ঘটনা। ইরশাদ হয়েছে, 'আপনি কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে পরিবার থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব দিকের এক স্থানে আশ্রয় নেয়। অতঃপর তাদের থেকে সে পর্দা করল, আমি তার কাছে আমার পক্ষ থেকে জিবরাইলকে পাঠাই, সে তার কাছে মানুষের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে। মারইয়াম বলল, আল্লাহকে ভয় কোরো যদি তুমি মুত্তাকি হয়ে থাকো, আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় চাই। সে বলল, আমি তো তোমার রবের পক্ষ থেকে এসেছি, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করতে। মারইয়াম বলল, আমার পুত্র হবে কিভাবে; আমাকে তো কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারী নারীও নই? সে বলল, এমনই হবে, তোমার রব বলেছেন, তা আমার জন্য সহজ এবং আমি তাকে সৃষ্টি করব যেন সে মানুষের জন্য নিদর্শন ও আমার কাছ থেকে এক অনুগ্রহ হয়; তা তো স্থিরকৃত বিষয়। সে তাকে গর্ভে ধারণ করে, অতঃপর তাকে নিয়ে দূরবর্তী স্থানে চলে যায়। প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুরগাছের নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে, সে বলল, হায়, আমি যদি এর আগেই মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে পুরোপুরি বিলুপ্ত হতাম। নিচ থেকে এক ফেরেশতা তাকে ডেকে বলল, তুমি দুঃখ কোরো না, তোমার রব তোমার পাদদেশে একটি নদী তৈরি করেছেন। তুমি তোমার কাছের খেজুরগাছের ডাল নাড়া দাও, তা তোমাকে পাকা তাজা খেজুর দেবে। অতএব আহার করো, পান করো, চোখ জুড়াও, কোনো মানুষ দেখলে বলবে, আমি দয়াময়ের উদ্দেশে চুপ থাকার মানত করেছি, সুতরাং আজ আমি কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলব না।' (সুরা : মারইয়াম, আয়াত : ১৬-২৬)

আল্লাহ আমাদেরকে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করুন। আমিন।

হজে যাওয়ার আগে প্রয়োজনীয় কেনাকাটা

মুফতি মুহাম্মদ মর্তুজা

ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হজ। প্রতিটি মুমিনের আকাঙ্ক্ষা থাকে জীবনে একবার হলেও পবিত্র হজ পালন করা। এবং বেশির ভাগ হজযাত্রীর ক্ষেত্রেই জীবনে একবারই হজ হয়। তাই হজের সময় কোন কোন জিনিস সংগ্রহ করা উচিত, তা অনেকেরই জানা থাকে না। নিচে হজের সফরে যাওয়ার আগে সংগ্রহ করার মতো প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোর একটা তালিকা উপস্থাপন করা হলোড় একটা বড় ট্রলি ব্যাগ : অনেক ক্ষেত্রে হজ কাফেলা সম্মানিত হাজি সাহেবদের বাংলাদেশের পতাকা চিহ্নিত ও হজ কাফেলার ঠিকানা সংবলিত ব্যাগ সরবরাহ করে তাই মোয়াল্লেমকে না জানিয়ে বড় কোনো ব্যাগ কিনলে অর্থের অপচয় হতে পারে।

সহজে বহনযোগ্য ব্যাগ : সহজেই কাঁধে বা হাতে বহন করা যায় এমন একটি ছোট হালকা চামড়া বা কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে যাওয়া ভালো। এই ব্যাগটি যাত্রাপথে বিশেষ করে হজের মূল সফরে (৮ জিলহজ থেকে ১২ জিলহজ) বিশেষ দরকার হবে। কারণ ওই সময় বড় ব্যাগ হাজিদের কাছে রাখা সম্ভব হয় না। তাই সেই দিনগুলোতে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সঙ্গে রাখতে ছোট ব্যাগটি খুব উপকারে আসবে।

ইহরামের কাপড় : হজের সফরের জন্য একাধিক সেট ইহরামের কাপড় সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উত্তম। কমপক্ষে দুই সেট ইহরামের কাপড় সঙ্গে নিয়ে যাওয়া জরুরি। হজের সময় মা-বোনদের স্বাভাবিক কাপড় পরা বৈধ। তবে মুখের পর্দা রক্ষার জন্য মহিলা হাজিদের জন্য কিছু বিশেষ সানক্যাপ পাওয়া যায়, যেগুলোতে যুক্ত বিশেষ পর্দাটি নারী হাজিদের মুখের পর্দা যথাযথভাবে রক্ষা করে, আবার ইহরামেরও কোনো সমস্যা হয় না।

হালকা ওজনের আয়রন মেশিন : মক্কা-মদিনায় কাপড় ইস্তিরি করা খুব ব্যয়বহুল। তাই সমমনা পাঁচ-ছয়জন মিলে একটি হালকা আয়রন সঙ্গে নিলে বেশ উপকার হবে। একইভাবে কয়েকজন মিলে একটি মাল্টিপ্লাগ নিয়ে গেলেও বেশ উপকার পাওয়া যায়। তাই বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

একান্ত ব্যক্তিগত উপকরণ : ছোট আয়না, চিরুনি, কাঁচি, রেজর, ব্লেড, সুই-সুতা, নাইলনের দড়ি ইত্যাদি। তবে নেওয়ার সময় অবশ্য হাতব্যাগে রাখা যাবে না। বরং এগুলো বড় ব্যাগে দিতে হবে। ধাতব পদার্থ ও দড়ি হ্যান্ডব্যাগে বহনে বিমানের নিষেধাজ্ঞা আছে। ব্যাগ গোছানোর সময় নাইলনের দড়ির অর্ধেকটা বাইরে রাখতে হবে, যাতে তা দিয়ে বড় ব্যাগটা যাত্রার পূর্বে ভালো করে বাঁধা যায়।

ব্যক্তিগত প্রসাধনী : সাবান দুটি, সাবানের গুঁড়া ৫০০ গ্রাম, নীলের ছোট কৌটা একটি, ব্যবহারের তেল পরিমাণমতো, পেট্রোলিয়াম জেলি মাঝারি সাইজের একটি, টয়লেট পেপার তিনটি, টুথপেস্ট একটি, ব্রাশ ও মেসওয়াক দুটি, ছোট তালা-চাবি এক সেট।

দুই ফিতার জুতা : ইহরাম অবস্থায় পুরুষদের পরার জন্য দুই ফিতার স্যান্ডেল বা জুতা দুই জোড়া। হালাল অবস্থায় পুরুষদের পরার জন্য শু বা চামড়ার জুতা এক জোড়া। মা-বোনদের জুতায় কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তারা দুই-তিন জোড়া আরামদায়ক জুতা সঙ্গে নিতে পারেন।

জুতার ব্যাগ : মসজিদে জুতা বহনের জন্য কাপড়ের ছোট ব্যাগ দুটি।

পাথর বহনের ব্যাগ : এটা না হলেও চলে, তবে ইচ্ছা করলে এটাও সংগ্রহে রাখতে পারেন।

শুকনা খাবার : সুবিধার জন্য অল্প চিড়া ও গুড়, দুই-তিন প্যাকেট বিস্কুটও সঙ্গে রাখা যেতে পারে। যাত্রাপথে বিশেষ করে আরাফাত ও মিনায় খাবার পৌঁছতে বিলম্ব হলে এগুলো কাজে আসবে। কারণ গত হজে এসব জায়গায় দোকানের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

ব্যক্তিগত ক্রোকারিজ সামগ্রী : চা-কফি পানে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা কফির উপকরণ সঙ্গে নেবেন। সেই সঙ্গে মেলামাইনের থালা একটা, গ-াস একটি, মগ একটি, চা চামচ একটি, ফল কাটার ছোট চাকু একটি। কোমর বেল্ট, টাকার ব্যাগ, গলায় ঝোলানো ব্যাগড়এগুলো বিভিন্ন সংস্থা প্রচার ও সওয়াবের নিয়তে হাদিয়া দিয়ে থাকে। তাই এগুলো আগে কেনার দরকার নেই।

তাওয়াফ তাসবিহ : তাওয়াফের সময় নির্ভুল হিসাব রাখার জন্য একটি তাওয়াফ তাসবিহ সংগ্রহে রাখা যেতে পারে।

হজ গাইড : নির্ভরযোগ্য কোনো আলেমের লিখিত হজের মাসয়ালা-মাসায়েল সংক্রান্ত বই।

বৈদেশিক মুদ্রা : কোরবানির খরচ ও হজের ব্যক্তিগত খরচের জন্য প্রয়োজনমতো সৌদি রিয়াল আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখা ভালো, কারণ বিগত বছরগুলোতে যাঁরা হজ করেছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা হলোড়শেষ সময়ে রিয়ালের দাম বেড়ে যায়।

সৌদি আরবের সিম : অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও সৌদি এয়ারপোর্টে বিভিন্ন কম্পানি মোবাইলের সৌদি সিম ফ্রি উপহার দেয়। না পেলে মোবাইল সিম মক্কা-মদিনায় কিনতে পাওয়া যায়। আর সিমের রিচার্জ কার্ড সেখানকার মুদি দোকান বা 'বাকালা'গুলোতে সহজে পাওয়া যায়। অনেক সময় সিম বিক্রেতারা রিচার্জ কার্ড না রাখায় হাজিরা বিড়ম্বনায় পড়ে যান।

তবে হজের সফরে পুণ্যভূমিতে একান্ত বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মোবাইলে কথা না বলাই উত্তম। এতে পবিত্র কাবায় মনঃসংযোগ বিঘ্নিত হয় এবং কোনো খারাপ সংবাদ পেলে মন উতলা হতে পারে। বিশেষ করে ইহরাম অবস্থায় এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা দরকার।

হাওয়ার বালিশ : এ ছাড়া প্রয়োজনীয় তোয়ালে বা গামছা, একটি চাদর, একটি কাঁথা, একটি ছোট বাতাসের বালিশ নেওয়া যেতে পারে। এগুলো মুজদালিফায় কাজে আসতে পারে।

অন্যান্য কাপড় : পুরুষরা হজে হালাল অবস্থায় পরার জন্য কমপক্ষে তিনটি পাঞ্জাবি, দুটি পায়জামা, দুটি লুঙ্গি, দুটি গেঞ্জি বা ফতুয়া সঙ্গে নেওয়া যেতে পারেন। মহিলারা সব সময় পরার জন্য কমপক্ষে চার সেট সালোয়ার-কামিজ, স্কার্ফ ও দুটি বোরকা, হাতমোজা এবং মোজা সঙ্গে নিতে পারেন।

এগুলো আগে থেকে থাকলে নতুন করে কেনার দরকার হবে না। এ ছাড়া কাউন্টিং তাসবিহ, মেসওয়াক ইত্যাদি সাধারণত মানুষের কাছে থাকে, যদি না থাকে তাহলে এগুলো সংগ্রহ করা যেতে পারে। আতর : হালাল অবস্থায় ব্যবহারের জন্য পছন্দমতো আতর সংগ্রহ করা যেতে পারে।

প্রয়োজনীয় ওষুধ : হজে যাওয়ার আগে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত। নিজের দৈনন্দিন ব্যবহারের ওষুধের পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী জ্বর, ঠাণ্ডা, পেটের পীড়া ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যাওয়া ভালো। কারণ সৌদি আরবে ওষুধের দাম তুলনামূলক বেশি।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১৯.০৫.২৩ শুক্রবার	3:34	5:01	01:45	6:21	9:02	10:30
২০.০৫.২৩ শনিবার	3:32	4:59	01:30	6:22	9:02	10:30
২১.০৫.২৩ রবিবার	3:30	4:58	01:30	6:23	9:03	10:30
২২.০৫.২৩ সোমবার	3:29	4:57	01:30	6:24	9:04	10:30
২৩.০৫.২৩ মঙ্গলবার	3:27	4:56	01:30	6:25	9:06	10:30
২৪.০৫.২৩ বুধবার	3:24	4:54	01:30	6:26	9:07	10:30
২৫.০৫.২৩ বৃহস্পতিবার	3:22	4:53	01:30	6:26	9:10	10:45

নামায শুপ্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

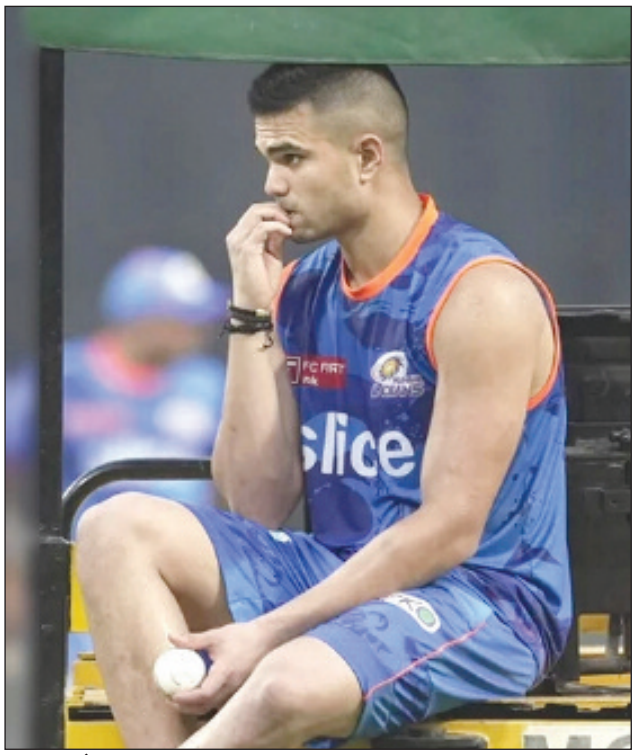

হঠাৎ উধাও অর্জুন টেন্ডুলকার!

পোস্ট ডেস্ক : আইপিএলের চলতি ষোড়শ আসরে অভিষেকের পর মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স একাদশে জায়গা প্রায় পাকা করে ফেলেছিলেন শচীন টেন্ডুলকারের পুত্র অর্জুন টেন্ডুলকার। তার বোলিং দেখে ইতিবাচক মন্তব্যই করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু সেই অর্জুন হঠাৎ উধাও হয়ে যান মুম্বাই একাদশ থেকে। তার দলে না থাকা নিয়ে কোনো বিবৃতি দেয়নি মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স কর্তৃপক্ষ। তবে এতদিন পর জানা গেল আসল রহস্য। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে গত ১৬ এপ্রিল আইপিএল অভিষেক হয়েছিল অর্জুনের। সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছেন গত ২৫ এপ্রিল গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে। তারপর হঠাৎ করেই রোহিত শর্মার দলের সঙ্গে দেখা যাচ্ছিল না অর্জুনকে। যা নিয়ে জল্পনা ছড়ায়, মুম্বাই কর্তৃপক্ষ কি অর্জুনকে টুর্নামেন্টের মাঝপথেই ছেঁটে ফেলল? মঙ্গলবার লখনৌ সুপার জায়ান্ট এবং মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচের আগে অর্জুনকে দেখা গেল দলের সঙ্গে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় লখনৌ ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষ থেকে একটা ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। যাতে দেখা যাচ্ছে অর্জুনকে স্বাগত জানাচ্ছেন লখনৌয়ের ক্রিকেটাররা। একজন জানতে চান- এই কয়দিন তাকে কেন দেখা যায়নি? জবাবে অর্জুন তার বাম হাত দেখিয়ে বলেন, কুকুরের কামড় খেয়েছিলেন! যে কারণে বেশ কিছুদিন তাকে বিশ্রামে থাকতে হয়েছিল। উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত ৪ ম্যাচ খেলে ৩ উইকেট নিয়েছেন অর্জুন। একটি ম্যাচে ৯ বলে ১৩ রান করেন।

ক্যারিয়ারের প্রথম বেতনে কী কিনেছিলেন মেসি-রোনালদোরা?

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িকী ফোর্বসের ২০২৩ সালের হালনাগাদ অনুসারে বিশ্বের সর্বোচ্চ আয় করা অ্যাথলেট ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তালিকার দুইয়ে লিওনেল মেসি। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে ফুটবল বিশ্বের দুই রাজা খ্যাতির সঙ্গে সমানতালে উপার্জন করেছেন সীমাহীন অর্থ। জমিয়েছেন অঢেল সম্পত্তি। বিশ্বের অন্যতম সেরা ধনী খেলোয়াড় মেসি-রোনালদোরা চাইলে মুহূর্তেই যে কোনো কিছু ক্রয় করতে পারেন। আপনি জানেন কি? ফুটবল বিশ্বের দুই সম্রাট নিজেদের প্রথম বেতন কীভাবে খরচ করেছিলেন?

পর্তুগিজ ক্লাব স্পোর্টিং লিসবনে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু করেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। আর লিওনেল মেসির শুরুটা ছিল বার্সেলোনায়।

২০০২ সালের ১লা জুলাই, স্পোর্টিং লিসবনের অনূর্ধ্ব-১৯ দল থেকে সিনিয়র দলে যোগ দেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। পর্তুগিজ আউটলেট অ্যান্টেনার তথ্য মতে, লিসবন থেকে ক্যারিয়ারের প্রথম বেতন হিসেবে ৮০ ইউরো পেয়েছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।

বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৯ হাজার ৪০১ টাকার কিছু বেশি।

সেই অর্থ দিয়ে নিজের জন্য স্কুলে পড়াশোনার সরঞ্জামাদি কিনেছিলেন পর্তুগিজ সুপারস্টার।

এদিকে ২০০৫ সালের ১লা জুলাই বার্সেলোনার 'বি' দল থেকে সিনিয়র টিমে যোগ দেন লিওনেল মেসি। পর্তুগিজ আউটলেট অ্যান্টেনার তথ্য মতে, বার্সেলোনা থেকে প্রাপ্ত নিজের প্রথম বেতন দিয়ে একটি বাড়ি কিনেছিলেন মেসি। তবে আর্জেন্টাইন সুপারস্টারের প্রথম বেতনের পরিমাণ জানায়নি অ্যান্টেনা।

চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার আশা জিইয়ে রাখল লিভারপুল

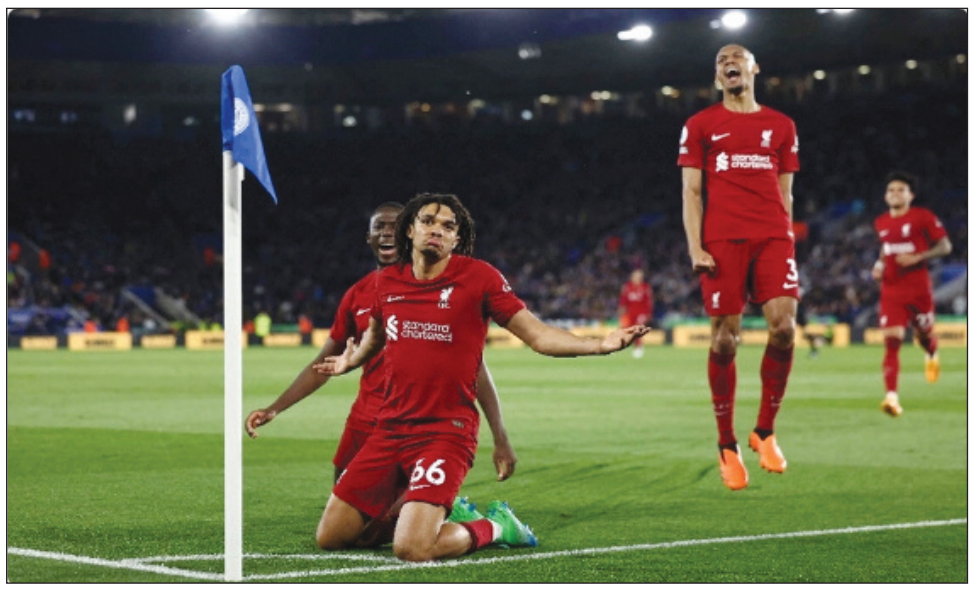

পোস্ট ডেস্ক : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের (ইপিএল) ম্যাচে রবিবার রাতে মুখোমুখি হয়েছিল লিভারপুল ও লেস্টারসিটি। লেস্টারের মাঠের সেই ম্যাচে ৩-০ গোলে জিতেছে লিভারপুল। অলরেডদের হয়ে জোড়া গোল করেছেন কার্তিস জোনস। অপর গোলটি এসেছি ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডের পা থেকে।

লিভারপুল প্রথম গোলের দেখা পায় ম্যাচের ৩৩তম মিনিটে। লেস্টারের রক্ষণ ভেঙে গোলটি করেন কার্তিস জোনস। তিন মিনিট পরই নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে লিভারপুলকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন জোনস। দুটি গোলেরই অ্যাসিস্ট করেন মোহাম্মদ সালাহ। ২-০ গোলের লিড নিয়ে বিরতিতে যায় অলরেডরা।

লিভারপুল তৃতীয় গোলটি করে ম্যাচের ৭১ মিনিটে। গোলটি করেন আলেকজান্ডার-আর্নল্ড। এই গোলের অ্যাসিস্ট করে ম্যাচে অ্যাসিস্টের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন সালাহ। বাকি সময়ে আর গোল না হলে ৩-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা। এই জয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখল লিভারপুল।

৩৬ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগের টেবিলের পাঁচ নম্বরে লিভারপুল। শীর্ষে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ৮৫। ৩৫ ম্যাচে ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে নিউক্যাসল ইউনাইটেড তিনে, আর ম্যানইউ চারে। চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলতে হলে সেরা চারে ঢুকতে হবে লিভারপুলের। রবিবারের জয়ে সেই আশা বাঁচিয়ে রাখল জার্গেন ক্লপের দল।

স্টোকসকে নিয়েও শংকায় ইংল্যান্ড

পোস্ট ডেস্ক : অ্যাশেজ শুরু হতে আর এক মাসের মতো বাকি। ইতোমধ্যেই চোটে আক্রান্ত হয়েছেন ইংল্যান্ডের পেস মহাতারকা জেমস অ্যান্ডারসন। এবার জানা গেল, তারকা অল-রাউন্ডার বেন স্টোকসকে নিয়েও শংকা আছে। কারণ, ইনজুরির কারণে তিনি বোলিং করতে পারবেন কিনা এখনও নিশ্চিত নয়। এ কারণেই ১৬ কোটি ২৫ লাখ রুপিতে দলে নেওয়া ইংলিশ অলরাউন্ডারকে একাদশে রাখছে না চেন্নাই সুপার কিংস।

চলতি আইপিএলে মাত্র দুটি ম্যাচ খেলতে পেরেছেন বেন স্টোকস। দুই ম্যাচে রান করেছেন যথাক্রমে- ৭ এবং ৮। এক ওভার বোলিং করে ১৮ রান দিয়ে উইকেট পাননি। এরপর পায়ের আঙুলের চোটে পড়ে তিনি ছিটকে যান। সেই চোট থেকে সুস্থ হলেও আবারও চোটে পড়েন দুই বিশ্বকাপজয়ী এই অল-রাউন্ডার। এরপর থেকে তাকে আর একাদশে দেখা যাচ্ছে না। চেন্নাই কোচ স্টিভেন ফ্লেমিং বলেছেন, 'বেনের (স্টোকস) বোলিং করা এখনও পর্যন্ত একটু চ্যালেঞ্জিং। তাকে দলে রাখা হয়েছে ব্যাটিংয়ের বিকল্প হিসেবে।'

এদিকে ক্রিকইনফো জানিয়েছে, আইপিএলের প্রাথমিক পর্ব শেষেই ইংল্যান্ডে ফিরে যাবেন স্টোকস। প্লে অফ খেলার চেয়ে ইংল্যান্ডের আসন্ন টেস্ট মৌসুমের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করাটাই গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন এই অল-রাউন্ডার। তাই তিনি দেশে ফিরে টেস্টের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার মিশনে নামবেন। ওই সময়টুকুতে তিনি যদি পুরো ফিটনেস নিয়ে বোলিং করতে পারেন, তাহলে ইংল্যান্ডের জন্য সুখবর। উল্লেখ্য, আগামী ১৬ জুন থেকে শুরু হচ্ছে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত অ্যাশেজ সিরিজ।

লর্ডস টেস্টের জন্য ইংল্যান্ডের দল ঘোষণা

পোস্ট ডেস্ক : আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টের জন্য ১৫ সদস্যের শক্তিশালী দল ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড। যদিও বেন স্টোকসের দল এখন চোটাঘাতে জর্জরিত। অধিনায়ক স্টোকস বোলিং করতে পারবেন কিনা নিশ্চিত নয়। ছিটকে গেছেন জোফরা আর্চার। আরেক পেসার জেমস অ্যান্ডারসন কবে চোটমুক্ত হবেন তা অনিশ্চিত। তবে আশার খবর হলো, দীর্ঘ চোট কাটিয়ে দলে ফিরেছেন জনি বেয়ারস্টো।

ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞ উইকেটকিপার ব্যাটার বেয়ারস্টো সর্বশেষ গত সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিলেন। এরপর গলফ খেলতে গিয়ে পা ভেঙে ছিটকে যান মাঠের বাইরে। বেয়ারস্টো ফিরে আসায় বাদ পড়েছেন বেন ফোকস। ইংল্যান্ডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রব কি বলেন, ফোকসকে বাদ দেওয়া ছিল 'কঠিন একটি সিদ্ধান্ত'।

অ্যান্ডারসনের ফেরা অনিশ্চিত হলেও তাকে দলে রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, লর্ডসে একমাত্র টেস্টটি শুরু হবে আগামী ১ জুন।

ইংল্যান্ড দল: বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জেমস অ্যান্ডারসন, জনি বেয়ারস্টো, স্টুয়ার্ট ব্রড, হ্যারি ব্রুক, জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, ড্যান লরেন্স, জ্যাক লিচ, অলি পোপ, ম্যাথু পটস, অলি রবিনসন, জো রুট, ক্রিস ওকস, মার্ক উড।

বাতিল হচ্ছে 'সফট সিগন্যাল' আইন

পোস্ট ডেস্ক : ব্যাপক বিতর্ক এবং সমালোচনার মুখে বাতিল হতে যাচ্ছে ক্রিকেটের সফট সিগন্যাল আইন। আইসিসি ক্রিকেট কমিটি সফট সিগন্যাল ব্যবস্থা বাতিল করে সংশোধিত প্লেয়িং কন্ডিশন অনুমোদন দিয়েছে বলে জানিয়েছে 'ক্রিকবাজ'। আগামী জুনে ভারত আর অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালেই এ আইনের বিলুপ্তি কার্যকর হবে।

মাঠের আম্পায়ার যখন শতভাগ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে না পারেন তখন সেটা তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে যায়। তৃতীয় আম্পায়ার টিভি রিপ্লে দেখে সিদ্ধান্ত দেন। কিন্তু 'সফট সিগন্যাল' আইন অনুযায়ী মাঠে থাকা দুই আম্পায়ার নিজেদের সিদ্ধান্ত তৃতীয় আম্পায়ারকে জানিয়ে দিতে পারেন! তাই জোরালো প্রমাণ না থাকলে মাঠের আম্পায়ারদের সিদ্ধান্তই বহাল রাখেন তৃতীয় আম্পায়ার। এ কারণেই এ আইনটি নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক আছে। যেখানে প্রযুক্তির সহায়তা নেওয়া হচ্ছে, সেখানে কেন 'সফট সিগন্যাল' দিতে হবে?

'সফট সিগন্যাল' আইনের বিরুদ্ধে নিয়মিতই কথা বলে আসছিলেন সাবেক ক্রিকেটার এবং বিশ্লেষকরা। অবশেষে টনক নড়ল আইসিসির।

বাংলা পোস্ট

পাকিস্তানে আরও একটি সামরিক সরকার কি অনিবার্য?

একেএম শামসুদ্দিন

ভঙ্গুর অর্থনীতি নিয়ে যখন পাকিস্তান খাবি খাচ্ছে, তখন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উন্মাদনায় দেশটি অস্থির হয়ে পড়েছে। ইমরান খানের দল পিটিআইয়ের সমর্থকরা এমনভাবে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল যে, দেশের বিভিন্ন শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেও ওই বিক্ষোভ ঠেকানো যাচ্ছিল না। পিটিআইয়ের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর মুহুর্মুহু সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। ইমরান খানকে গ্রেফতারের পরপরই দেশ অচল করে দেওয়ার ডাক দিয়েছিল তার দল। দলের নেতাদের এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। ইমরানের নিজ শহর লাহোরে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। সেখানে সেনানিবাসে সেনা কর্মকর্তাদের আবাসিক এলাকায় হামলা চালিয়েছে। সেনানিবাসের বিভিন্ন ভবনেও ভাঙচুর চালাতে দেখা গেছে। বিক্ষোভ হয়েছে বেলুচিস্তানের কোয়েটায়। সেখানেও সেনানিবাসের বাইরে বিক্ষোভ করেছেন পিটিআইয়ের সমর্থকরা। ১০ মে দেশটির প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের লাহোরের বাসভবনেও হামলা করা হয়েছে। এ হামলার সময় অবশ্য শাহবাজ এবং তার পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে ছিলেন না। এ লেখা যখন লিখছি, তখন পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ১১ জন নিহত এবং ২ হাজার পাঁচশ জন গ্রেফতার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, প্রথম দুদিনেই ১৪টি ভবন ও ২১টি পুলিশের গাড়িতে বিক্ষোভকারীরা আগুন দিয়েছে।

ইমরান খানের গ্রেফতারকে বেআইনি বলেছেন দেশটির সর্বোচ্চ আদালত। গত বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের সুপ্রিমকোর্টে ইমরান খানের গ্রেফতারের বৈধতা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা আবেদনের ওপর শুনানি হয়। প্রধান বিচারপতি উমর আতা বান্দিয়ালের নেতৃত্বে তিন সদস্যের গঠিত বেঞ্চ ইমরান খানের গ্রেফতারকে বেআইনি ঘোষণা করেন এবং বন্দি হিসাবে বিবেচনা না করে ইমরানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইসলামাবাদের পুলিশপ্রধানকে নির্দেশ দেন। শুক্রবার হাইকোর্ট ইমরানকে জামিনও দিয়েছেন। ওদিকে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানা সানাউল্লাহ্ আবারও গ্রেফতার করা হবে হুমকি দিলে তার দল পিটিআই, ইমরানের জীবন নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আদালত ইমরান খানকে ৯ মের পর করা কোনো মামলায় আগামী ১৫ মে পর্যন্ত গ্রেফতার না করার নির্দেশ দিয়েছেন। হাইকোর্ট আল কাদির ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় জামিনের আবেদন দু'সপ্তাহের জন্য মঞ্জুর করেছেন। পাশাপাশি তোশাখানা মামলায় আইনি প্রক্রিয়ার ওপরও স্থগিতাদেশ জারি করেছেন। এ কথা ঠিক, অন্য আরও দেশের মতো সবকিছুতে পচন ধরলেও পাকিস্তানে একটি জায়গায় এখনো পচন ধরেনি। আর সেটি হলো সে দেশের আদালত।

দু'সপ্তাহের অন্তর্বর্তী জামিন পেলেও ইমরান খানের গ্রেফতারের শঙ্কা কিন্তু রয়েই গেছে। চলমান কয়েকটি মামলার কারণে আবারও গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা আছে। এ বিষয়ে ইমরান খান ও তার আইনজীবীও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, ক্ষমতা ছাড়ার পর ইমরান খানের বিরুদ্ধে ১০০টির বেশি মামলা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, যুক্তরাজ্যের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এক আবাসন ব্যবসায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ এনেছিল। ইমরান ও তার স্ত্রী ওই ব্যক্তির কাছ থেকে ২ কোটি ৪৭ লাখ মার্কিন ডলার সমমূল্যের জমি নিয়েছেন। ব্রিটিশ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মানি লন্ডারিংয়ের ২৪ কোটি ডলার পাকিস্তানকে ফেরত দিয়েছিল। কিন্তু সে অর্থ ইমরান খান সরকারি কোষাগারে জমা না দিয়ে ওই ব্যবসায়ীকে ফেরত দিয়েছিলেন। ইমরান অবশ্য এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির অভিযোগ এনে পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিবিলিটি ব্যুরো বা এনএবি ইমরানের বিরুদ্ধে ১ মে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল। এ ছাড়া তোশাখানা থেকে কয়েক কিস্তিতে হাতঘড়িসহ আরও কিছু মূল্যবান গিফট নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে নিয়েছেন বলেও ইমরানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে।

ইমরানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পেছনে সে দেশের সেনাবাহিনীর হাত ছিল, তা এখন দিবালোকের মতো পরিষ্কার। বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়ার সঙ্গে মতপার্থক্যের ফলে ইমরানের সঙ্গে সম্পর্কের দূরত্ব বেড়েছে। ফলে ইমরান ক্ষমতার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি। ইমরান বিভিন্ন সময়ে দেওয়া বক্তব্যেও এ বিষয়টির অবতারণা করেছেন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর যে বড় ভূমিকা থাকে এ বিষয়টি নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশটি স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এযাবৎ কোনো সরকারপ্রধানই তাদের মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি। গত প্রায় ৭৫ বছরের মধ্যে তিনটি সফল সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সে দেশের সেনাবাহিনী মোট ৩৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে সামরিক শাসন চালিয়েছে। এ ছাড়া বাকি সময়ে সেনাবাহিনীকে জমাখরচ দিয়েই বেসামরিক সরকারগুলো ক্ষমতায় এসেছে। এ কারণেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে যে কোনো পালাবদলের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সম্পৃক্তাকে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠতে দেখা গেছে। পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর অবস্থান এমনই শক্তিশালী যে, যে কোনো রাজনৈতিক দলই তাদের সঙ্গে আপস না করে টিকে থাকতে পারে না। পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতাই সেনাবাহিনীকে রাষ্ট্রক্ষমতায় হস্তক্ষেপের পথকে সুগম করে দিয়েছে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব রাজনীতি থেকে সেনাবাহিনীকে পৃথক না করে বরং বারবার তাদের ওপর নির্ভর করেছে, যার ফলে দেশটিতে সামরিক বাহিনী এত প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। সাড়ে পাঁচ লাখ জনবলের সেনাবাহিনীসহ সাত লাখের একটি সশস্ত্র বাহিনীর বোঝা বহন করতে হচ্ছে পাকিস্তানকে। পাকিস্তানের মোট বাজেটের ২০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ থাকে সশস্ত্র বাহিনীর জন্য। বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজমান, তাতে অর্থনৈতিক যুক্তিতে কোনোভাবেই এ বোঝা বহন করা সম্ভব নয় পাকিস্তানের পক্ষে।

ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর ইমরান খান সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। আদালতের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়ার পর ইমরান তার গ্রেফতারের পেছনে বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের হাত আছে বলে দাবি করেছেন। একটি কথা মনে রাখা ভালো, ইমরানের পিটিআইতে

অন্যান্য দলের তুলনায় তরুণ প্রজন্মের সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি। দেশের গণতন্ত্র ও উন্নয়নের পথে সেনাবাহিনী যে অন্যতম অন্তরায় এ কথাটি ইমরান বেশ ভালো করেই তরুণ সমাজের মনে গেঁথে দিতে পেরেছেন। তিনি তরুণ সমাজের কাছে সেনাবাহিনীর আসল রূপ উন্মোচন করে দিয়েছেন। ফলে অর্থনৈতিক মন্দার এ পরিস্থিতিতে ইদানীং পাকিস্তানের তরুণ সমাজকে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সোচ্চার হতে দেখা গেছে। পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রেখেই তারা চুপ থাকেননি; ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়েও তাদের নানামুখী বক্তব্য দিতে দেখা গেছে। সেনাবাহিনীর প্রতি তারা এতই বিরক্ত যে, তারই প্রতিফলন ঘটেছে এবার ইমরান খানের গ্রেফতারের পর। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বাসভবনসহ বিভিন্ন সেনাছাউনিতে দলবদ্ধভাবে হামলার মাধ্যমে তাদের খেদ ও বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ইমরান খানের গ্রেফতারের পর বিক্ষুব্ধ মানুষ যেভাবে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে তা সবাইকে হতবাক করেছে। এটি এখন অনেকেই বলার চেষ্টা করছেন যে, এ সম্পূর্ণ ঘটনা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাজানো এবং পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী একটার পর একটা ঘটনা ঘটে গেছে। তারা বলছেন, এটি যে কারও পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন যে, পাকিস্তানের মতো দেশে সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে উত্তেজিত জনতা ঢুকে পড়তে পারে, একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদবির কোর কমান্ডারের বাসভবনে তারা আগুন লাগিয়ে দিতে পারে। কোনোরকম বাধা ছাড়াই একটি সামরিক বিমান ঘাঁটিতে ঢুকে তোলপাড় করতে পারে। এ কথা সত্য, উপরে বর্ণিত ঘটনা এভাবে যে ঘটে যাবে তা কিছুদিন আগেও কল্পনা করা যায়নি। অবশ্য মুক্তি পাওয়ার পর ইমরান খানও বলেছেন, এসব ঘটনায় পিটিআইয়ের কেউ জড়িত নন। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিক্ষুব্ধ জনতা যা করেছে, তা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। একটি দেশের জনগণ মার খেতে খেতে যখন তাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, তখন তার বহিঃপ্রকাশ এমনই ঘটে। সেনাবাহিনীর প্রতি এতদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ জনরোষে পরিণত হয়েছে। তবে এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, পাকিস্তান আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর বা আইএসপিআর এক বিবৃতিতে, উত্তেজিত জনতা কর্তৃক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধাচরণের ঘটনাকে 'কালো অধ্যায়' বলেছে। তাছাড়া তারা ইমরান খানের গ্রেফতাকে নিয়মমাফিক ও আইন মেনেই করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে। এর আগেও হত্যার চেষ্টা করেছিল বলে সেনাবাহিনীর এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ইমরান খান যে অভিযোগ করে বক্তব্য দিয়েছিলেন, আইএসপিআর সেটাকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন ও ভিত্তিহীন' অভিযোগ উল্লেখ করে নিন্দা জানিয়েছিল।

প্রশ্ন হচ্ছে, ইমরানকে গ্রেফতার করা, দেশের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক আবার মুক্ত করে দেওয়া ইত্যাদি পাকিস্তানের রাজনীতিতে কতটুকু প্রভাব ফেলবে? সুপ্রিমকোর্টের এ নির্দেশের ফলে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে নিকট ভবিষ্যতে দেশটির রাজনীতিতে সুপ্রিমকোর্ট ও সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সুপ্রিমকোর্টের এ নির্দেশে এরই মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও তার জোট সঙ্গীরা। শাহবাজ শরিফ বলেছেন, 'সুপ্রিমকোর্টের অন্যায় আচরণের কারণে ন্যায়বিচারের মৃত্যু ঘটেছে'। সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের মেয়ে মরিয়ম নওয়াজ বলেছেন, 'প্রধান বিচারপতির উচিত পদত্যাগ করে পিটিআইতে যোগদান করা।'

সুপ্রিমকোর্টের এমন আদেশের পর পাকিস্তান সরকারের প্রতিক্রিয়া জানা গেলেও সেনাবাহিনীর কোনো প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। সরাসরি কোনো প্রতিক্রিয়া না জানালেও পিটিআইয়ের নেতাকর্মীদের সেনাছাউনিতে হামলার পরও সর্বোচ্চ আদালতের এমন নির্দেশে সেনাবাহিনীর ভেতরে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। এ অবস্থায়, রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ইমরান খানের ব্যাপারে সুপ্রিমকোর্টের এ নির্দেশ সেনাবাহিনী ও সুপ্রিমকোর্টকে বোধহয় মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সেনাবাহিনী হয়তো মনে করছেন, সুপ্রিমকোর্টের এরূপ নির্দেশের ফলে ভবিষ্যতে ইমরানের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। সুপ্রিমকোর্টের বর্তমান বিচারপতিদের প্রতি, বিশেষ করে প্রধান বিচারপতির ব্যাপারে তাদের ভেতর হতাশার সৃষ্টি হতে পারে। যদি তাই হয়, তাহলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে সেনাবাহিনী চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে অথবা পরিস্থিতি বিবেচনায় সরাসরি হস্তক্ষেপও করতে পারে।

তবে সহিংসতার মাত্রার ওপর নির্ভর করবে দেশটির রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর সরাসরি হস্তক্ষেপের বিষয়। সরকার ও সেনাবাহিনী সম্মিলিতভাবে বর্তমান সহিংস আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। যদিও সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশের পর চারদিকের উত্তেজনা অনেকটাই প্রশমিত হয়ে এসেছে। তবে, ইমরান খানকে যদি আবারও গ্রেফতার করা হয়, যা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তাহলে সহিংসতা আবারও বেড়ে যেতে পারে। তখন পিটিআইয়ের প্রতিবাদকারীরা যদি সেনাসদস্যদের টার্গেট করে অথবা সেনাছাউনির ওপর হামলা করে এবং এর মাত্রা যদি আরও ভয়াবহ হয়, তাহলে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় বলা মুশকিল। অপরদিকে পাকিস্তানি তালেবানরা যদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করে, যা হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে; তাহলে দেশটিতে জরুরি অবস্থা ডাকার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি দেশব্যাপী কারফিউও দেওয়া হতে পারে। তখন সার্বিক পরিস্থিতি হয়তো বাধ্য করবে অথবা উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সেনাবাহিনী দেশের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিতে পারে। যদি ইমরান খান ও তার দলের নেতারা কর্মীদের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে এবং জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার মতো কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি না করে, তাহলে ইমরান খান তার জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ময়দানে ভালোভাবে সক্রিয় থেকে যেতে পারবেন। অপরদিকে সরকার ও সেনাবাহিনীর করার কিছু থাকবে না, এমন পরিস্থিতিতে তারা হয়তো পিছু হটে যেতে পারেন।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

PM refuses to commit to migration level pledge

Post Desk : The prime minister has refused to explicitly commit to a Conservative promise to get net migration levels below where they were four years ago.

The Tory manifesto before the general election in 2019 promised that "overall numbers will come down".

Net migration - the number of people moving to the UK minus the number who leave - was 226,000 in the year to March 2019.

In the year to June 2022, net migration hit an all-time high of 504,000.

The latest number, for the year to December 2022, will be published next week - and is widely expected to be higher still.

Speaking to reporters en route to the G7 Summit in Japan, Rishi Sunak said: "I've inherited some numbers, I want to bring the numbers down."

As the numbers climb, he is maintaining a desire that they fall, but not explicitly below the level they were at when the initial promise was made.

"When it comes to legal migration, the key thing for people to know is we're in control of why people are here, the circumstances and the terms on which they are here, making sure they contribute, to public services like the NHS for example," Mr Sunak said.

"Those are all now part of our migration system and they weren't before," he added, in reference to Brexit - which means immigration policy is now decided solely at Westminster.

There is some evidence that the importance attached to cutting immigration has fallen for some people since the UK left the European Union, suggesting control over it, as well as how much of it there is, does really matter to some.

As I have written about here, there is quite a discussion going on within government about how to respond to next week's new net migration figure.

I am told the prime minister has not yet looked at it in detail. But he is likely to in the coming days, ahead of a government announcement which is expected to include a restriction on the dependents some foreign students can bring with them when they come to the UK to study.

Strikingly, when pressed on his instincts on legal migration, the prime minister repeatedly changed the subject to talk about illegal immigration instead - small boat crossings.

"I do think most people's number one priority when it comes to migration is illegal migration, that is crystal clear to me," Mr Sunak said.

"That's why one of my five priorities is to stop the boats, that's why recently we have moved to a Covid-style committee structure where I am meeting twice a week with ministers to drive the implementation of the new bill," he added, referring to the Illegal Migration Bill.

He also pointed out what he believes is a significant breakthrough in helping to limit the number of small boats crossing the Channel.

At a meeting of the Council of Europe in Iceland on Tuesday, the European Union agreed to begin conversations about the UK having a cooperation agreement with Frontex, the European Border and Coastguard Agency.

There has been no such agreement since Brexit.

Such an agreement, Mr Sunak said, was "of practical value to us in stopping illegal migration - sharing intelligence, operational cooperation will make a difference to our ability to stop the boats."

Prince Harry and Meghan say New York City car chase was relentless

Post Desk : Prince Harry, Meghan and her mother were involved in a "near catastrophic car chase" involving paparazzi, a spokesperson for the couple claimed.

The incident happened after the Duke and Duchess of Sussex attended an awards ceremony in New York on Tuesday.

In a statement, their spokesperson said the "relentless pursuit" lasted for more than two hours and resulted in "multiple near collisions".

The New York Police Department (NYPD) said there were no arrests or injuries.

BBC News has not been able to independently verify all the details. But accounts and information developed throughout the day on Wednesday.

The NYPD confirmed an incident took place involving Harry and Meghan and said numerous photographers "made their transport challenging".

No injuries or arrests were reported, the police said. Buckingham Palace has not yet commented.

There are claims the chase involved half a dozen cars, with reckless driving including going through red lights, driving on the pavement, carrying out blocking moves, and reversing down a one-way street - as well as taking photographs while driving.

BBC News understands Harry and Meghan were staying at a friend's home, and did not return directly to avoid compromising their security.

The couple and Meghan's mother, Doria Ragland, tried to take shelter from the paparazzi by going to a Manhattan police station.

There was then a plan to use a New York taxi, with a yellow cab flagged down and Harry, Meghan, Ms Ragland and a security officer getting inside.

But the vehicle and its occupants were spotted by photographers and they reverted to their own security vehicles.

Erdogan Takes Turkey onto the World Stage with Impact

By Shofi Ahmed

Turkish President Erdogan has emerged as a prominent leader on the world stage, commanding immense respect and admiration from his supporters. They are staunch in their loyalty, hoping for his continued rule and victory in the ongoing election run-off. When asked about their unwavering support, they passionately express a multitude of reasons that underscore their devotion.

One of the primary reasons Erdogan's supporters rally behind him is his unwavering pride in Turkish Islamic culture, history, and heritage. They appreciate his commitment to preserving and promoting these aspects, considering them integral to Turkey's identity and social fabric. For them, Erdogan's emphasis on conservative values and the principles of Islam in public life is seen as a means to safeguard Turkey's rich heritage and strengthen the bonds that tie society together.

Furthermore, Erdogan's supporters credit him for his steadfast dedication to prioritising the interests of the Turkish people. They acknowledge the significant strides he has taken to address the needs and aspirations of the population. Through various initiatives aimed at improving social welfare, healthcare, and education, Erdogan has endeavoured to create a more

equitable and prosperous society, thus earning the appreciation and support of his followers.

Stability is another key aspect that resonates deeply with Erdogan's supporters. They recognise the challenges Turkey has faced in the past, including periods of political turbulence and economic uncertainty. In this regard, they commend Erdogan for providing a sense of stability and continuity in governance. They view him as a strong and decisive leader capable of navigating complex political landscapes and effectively managing internal and external pressures, thereby ensuring a stable environment for the country to thrive.

Economic growth under Erdogan's leadership is also lauded by his supporters. They highlight the consistent expansion of the Turkish economy during his tenure, citing increased investments, infrastructure development, and job creation as indicators of progress. They attribute these positive economic outcomes to Erdogan's policies, which include market-oriented reforms and strategic investments in key sectors. In their eyes, this economic prosperity translates into better opportunities and an improved quality of life for the Turkish people.

Moreover, Erdogan's supporters firmly believe that he has successfully elevated Turkey's international influence. They applaud his proactive foreign policy approach, characterised by diplomatic initiatives, regional collaborations, and engagement with global powers. According to his supporters, Erdogan's assertive stance has elevated Turkey's standing on the international stage, positioning the country as a significant player in regional and global affairs.

It is important to acknowledge that these perspectives reflect the viewpoints of Erdogan's supporters and may not encompass the full spectrum of opinions within Turkish society. Turkey's political landscape is diverse, with varying perspectives on Erdogan's policies and their impact. Public opinion is subjective and can be influenced by personal experiences, political affiliations, and socioeconomic factors.

Transit and its Benefits ; its not an infringement of sovereignty

Imran A. Chowdhury

The transit agreement between India and Bangladesh is a landmark initiative that presents considerable potential for boosting the economies of both countries. This agreement enables the seamless movement of goods, products, human resources, and technology, thereby improving economic integration and regional cooperation.

One of the significant ways that the transit agreement can increase the GDP of both countries is through trade facilitation. According to a World Bank report (2018), reducing trade costs could increase South Asia's intraregional trade from $23 billion to $67 billion annually. This transit agreement paves the way for the reduction of such trade costs by allowing goods to move more easily across borders.

The agreement also allows both countries to tap into each other's markets more efficiently. For instance, India can access the northeastern states more easily through Bangladesh. Likewise, Bangladesh can access the vast Indian market and transit goods to Nepal and Bhutan (Das, K., & Bhattacharya, R., 2019). This improved market access can stimulate economic activity and contribute to GDP growth.

Additionally, the transit agreement could enhance the potential for foreign direct investment (FDI). Investors are attracted to regions with stable and efficient logistics networks. The contract can help create a network between India and Bangladesh, making the area more attractive to foreign investors (ADB, 2020). Increased FDI can lead to technology transfer, job creation, and improved productivity, contributing to GDP growth.

The seamless movement of the workforce is another significant aspect. The transit agreement can facilitate the movement of skilled and unskilled labour between the two countries, addressing labour shortages in specific sectors and improving productivity. According to the International Labour Organisation (2017), migrant workers can contribute significantly to the economies of both their home and host countries.

Lastly, the agreement can spur infrastructure development. Both countries must invest in ports, roads, and railways to accommodate increased trade. This investment can stimulate economic activity and boost the construction sector (Bhattacharya, B. N., 2010).

However, addressing potential challenges such as the risk of smuggling, illegal migration, and security issues is also essential. To maximise the transit agreement's benefits, India and Bangladesh need to collaborate on developing robust regulatory frameworks and border controls.

In conclusion, the transit agreement between India and Bangladesh has the potential to increase the GDP of both countries substantially. The agreement can foster economic growth and regional integration by facilitating trade, attracting FDI, enabling the movement of labour, and spurring infrastructure development.

Allowing transit facilities for neighbouring countries can bring numerous economic and otherwise benefits. Firstly, it fosters regional cooperation and strengthens diplomatic ties between nations. Countries can enhance their economic integration and promote mutual prosperity by facilitating the movement of goods, services, and people across borders.

From an economic standpoint, transit facilities create opportunities for trade and investment. Neighbouring countries can leverage each other's resources, markets, and expertise, leading to increased cross-border commerce. This can result in both nations' job creation, improved productivity, and higher economic growth. Additionally, transit facilities reduce transportation costs and logistical barriers, making it easier and more cost-effective for businesses to access regional and international markets.

Transit facilities also promote cultural exchange and people-to-people connections. They enable tourists, students, and professionals to travel seamlessly between countries, fostering a deeper understanding and appreciation of different cultures. This exchange of ideas and experiences can lead to the developing new partnerships, collaborations, and innovation.

Moreover, allowing transit facilities for neighbouring countries can enhance regional security and stability. Economic interdependence and cooperation incentivise countries to resolve conflicts peacefully and maintain peaceful relations. This can contribute to the overall stability of the region and reduce the likelihood of tensions or disputes.

In conclusion, the benefits of allowing transit facilities for neighbouring countries extend beyond mere economic gains. They promote regional integration, strengthen diplomatic ties, enhance trade and investment, foster cultural exchange, and contribute to regional stability. By embracing such facilities, nations can create a win-win situation, unlocking the full potential of their shared geographical proximity. "Transit: Unlocking Borders, Unleashing Prosperity, Respecting Sovereignty"

Manchester City cruise to Champions League final

Manchester City delivered an exceptional performance to book their place in the Champions League final with a resounding 4-0 win over Real Madrid, securing a 5-1 aggregate victory.

Bernardo Silva was the standout player with two goals, while Eder Militao scored an own goal and Julian Alvarez added a late strike. The English champions are now just three wins away from matching Manchester United's treble in 1998/99.

City, who are set to win a fifth Premier League title in six seasons, dominated the game from start to finish and could have scored more goals if not for the heroics of Real Madrid goalkeeper Thibaut Courtois. Even Erling Haaland, who has been in sensational form this season, was unable to beat the Belgian shot-stopper, as his headers were saved twice.

City were dominant in the first half, with Silva's first goal coming on 9 minutes and his second on 28 minutes after Ilkay Gundogan's effort was deflected. Madrid came close to equalizing on 35 minutes when Toni Kroos' shot hit the crossbar, but City added a third goal in the second half through Militao's own goal.

City's fans were sent into a frenzy by the quality of the display, which Pep Guardiola hailed as one of the best of his tenure as City boss. City will now face Inter Milan in the Champions League final in Istanbul on June 10, and they will be strong favorites to lift the trophy for the first time in their history.

City's success this season is a testament to the transformation of the club since the Abu Dhabi-backed takeover in 2008. They are on the verge of winning the Premier League title and have already secured their place in the FA Cup final, so they have the chance to win three trophies this season.

The English side played with confidence and flair, and they will be eager to carry this momentum into the final against Inter Milan. With the talent and depth they possess, it is not hard to see why City are one of the best teams in the world right now.

Tigers seal Ireland ODI series

Bangladesh have beaten Ireland by five runs in a thriller to win the ODI series 2-0 riding on Mustafizur Rahman's brilliant last spell that brought the Tigers back in the match.

With the end of the third ODI of the series in Chelmsford on Sunday, the ICC World Cup Super League is over, leaving Bangladesh in the third position behind New Zealand and England after Ireland scored 269 for 9 in a moderate chase of 275 for a win.

After Mustafizur took three wickets in his last three overs, Hasan Mahmud claimed two in the final over, denying Ireland what could be a famous win.

Needing 10 runs from that over with three wickets in hand, Ireland managed only 4 runs off five balls, losing two batsmen and making the target 6 off the last ball. Craig Young could not manage a single run off the yorker by Hasan.

Captain Tamim Iqbal brought Najmul Hossain Shanto to the attack in the 42nd over, a decision that proved right as the Tigers were without their star all-rounder Shakib Al Hasan due to his injury.

Shanto sent back Harry Tector in the fifth ball and gave away only 10 runs in his three overs.

Mustafizur then put tremendous pressure on Ireland by taking three quick wickets. He had already given Bangladesh the first breakthrough in the sixth over.

Sent in to bat first, Bangladesh, who chased down 320 in 45 overs on Friday, scored at a brisk rate through the innings before Ireland fought back with late wickets at the County Ground to restrict Bangladesh to 274.

Tamim smashed a half-century as a collective batting effort took Bangladesh to 274.

Mark Adair (4-40) was the tormentor in chief for Bangladesh at the death as Bangladesh lost five wickets for only 13 runs.

But Tamim (69) hit six boundaries in his 82-ball knock to craft his first half-century since Zimbabwe tour last year. He opened the innings with Rony Talukdar (4) but the debutant threw away his wicket early.

Tamim took his time to dig deep after being dropped early in the slips, but an in-form Shanto (35) got off the blocks swiftly.

He appeared to pick up from where he had left off in his century-knock on Friday and clubbed seven boundaries in a 49-run stand with Tamim.

But Craig Young (1-53) took Shanto out with a superb catch by skipper Andy Balbirnie in the slips before the left-hander could cause too much damage.

Young frequently lured the batsmen into shots and moved past the edges in a fine display of seam bowling. Spinners Andy McBrine (2-39) and George Dockrell (2-31) kept the scoring rate on a leash from either end as well.

Litton Das (35) came down the order at four and also looked to be in fine touch.

After adding 70 to the score with his skipper, Litton ended up popping up a catch at cover in an effort to up the scoring rate. As Towhid Hridoy (13) perished soon after, Tamim recklessly swung at one moving away from him to get caught.

Reduced to 186 for 5, Mushfiqur Rahim (45) took charge with Mehidy Hasan Miraz (37). The duo put on 75 off 72 balls to take Bangladesh to 261 for 5 and appeared ready for some late fireworks with more than four overs to go.

But a spectacular collapse prevented Bangladesh from playing out the last seven balls of the innings.

Year: 20 ◆ Issue: 968 ◆ Friday 19 May - Thursday 25 May 2023

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ডা: জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলা পোস্ট-এ নিয়মিত লিখছেন।

এ সাপ্তাহের কলাম পড়ুন ১৩ এর পাতায়।

বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা

যুক্তরাষ্ট্র হয়তো সরকারকে চায়না

পোস্ট ডেস্ক : আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিসিসিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিন দেশ সফর নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র হয়তো তাকে (শেখ হাসিনা) ক্ষমতায় চায় না বলেই বাংলাদেশের বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর (র‍্যাব) ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। তিনি দাবি করেছেন, বাংলাদেশে গত ১৪ বছর ধরে গণতন্ত্র অব্যাহত থাকায় দেশে অসাধারণ উন্নয়ন হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি মনে করি, নিষেধাজ্ঞা, পাল্টা নিষেধাজ্ঞা একটা খেলার মতো। এটা আমার কাছে

এখনো পরিষ্কার নয়, কেন তারা আমাদের দেশের প্রতি নিষেধাজ্ঞা দিল? প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই সাক্ষাৎকার ইয়ালদা হাকিম নেন প্রায় আধঘণ্টা সময় ধরে। এ সময় বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে অভিযোগ, বিচার বর্হিভূত হত্যা, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা, গণতন্ত্র এবং রোহিঙ্গা ইস্যুসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার পক্ষ থেকে বাংলাদেশে অটোক্রেসি বা একনায়কতন্ত্রের যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে বলে অভিযোগ করা হয় বিবিসির এমন প্রশ্নের জবাবে অভিযোগ নাকচ করে দিয়ে শেখ হাসিনা বলেছেন, গত ১৪ বছর ধরেই শুধুমাত্র বাংলাদেশে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে, তাই আমরা উন্নতি করতে পারছি।

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা : বিবিসির ইয়ালদা হাকিমের সঙ্গে --১৭ পৃষ্ঠায়

দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে যুক্তরাষ্ট্র!

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কোষাগারে আর মাত্র ১৫ দিনের সরকারি ব্যয় মেটানোর মতো অর্থ রয়েছে। সর্বোচ্চ ঋণগ্রহণ সীমা বাড়ানো না হলে আগামী ১ জুনের পর থেকে আর সরকারি ব্যয় পরিশোধের উপায় থাকবে না বলে জানিয়েছে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ তথা অর্থ মন্ত্রণালয়। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থাভাবে দেউলিয়া হতে পারে দেশটি। মার্কিন কংগ্রেসকে লেখা এক চিঠিতে এই সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছেন দেশটির অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিগত দুই সপ্তাহের মধ্যে মার্কিন কংগ্রেসকে দুবার চিঠি লিখে এ বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন মার্কিন অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন। তার সর্বশেষ চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, জুন মাসের প্রথম দিকের পর মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ সরকারের সকল ব্যয় মেটাতে ব্যর্থ হতে পারে। যার সহজ অর্থ হলো যুক্তরাষ্ট্র তার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো --১৭ পৃষ্ঠায়

ফ্রিডম অব দ্য সিটি অফ লন্ডন স্বীকৃতি পেলেন প্রাক্তন স্পিকার আহবাব হোসেন

স্টাফ রিপোর্টার: লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত মুখ, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের প্রাক্তন কাউন্সিলর ও স্পিকার মোহাম্মদ আহবাব হোসেন ফ্রিডম অব দ্য সিটি অফ লন্ডন (Freedom of the City of London) স্বীকৃতি অর্জন করেন।

আজ মঙ্গলবার, ১৬ মে ২০২৩, অ্যালডারম্যান আদালতের অনুমোদনের পর, গিল্ডহলে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মোহাম্মদ আহবাব হোসেনকে লন্ডন শহরের চেম্বারলাইনের ক্লার্ক এই স্বীকৃতির জন্য একটি সার্টিফিকেট উপস্থাপন করেন। মোহাম্মদ আহবাব হোসেন ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত টাওয়ার হ্যামলেটসের --১৭ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে এলোপাতাড়ি গুলি : নিহত ৪

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের তরুণের এলোপাতাড়ি গুলিতে তিনজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় পুলিশের দুই

কর্মকর্তাসহ অন্তত নয়জন আহত হয়েছেন। বন্দুকধারীও নিহত হয়েছেন।

সোমবার (১৫ মে) নিউ মেক্সিকোর ফার্মিংটন শহরে এ ঘটনা ঘটে। খবর এনবিসির নিরাপত্তা বাহিনী জানিয়েছে, ১৮ বছর বয়সী সন্দেহভাজন বন্দুকধারীও পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন।

স্থানীয় পুলিশের উপপ্রধান ব্যারিক ক্রাম এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় তারা জরুরি ফোন পান। এরপর দ্রুত সেখানে পৌঁছে চার পুলিশ কর্মকর্তা ওই বন্দুকধারীকে ঠেকাতে সমর্থ হন।

আহত দুই পুলিশ কর্মকর্তা স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন উল্লেখ করে পুলিশের ওই কর্মকর্তা জানান, এ ঘটনায় তদন্ত চলছে। জানা গেছে, এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ার ঘটনায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে কিছু সময় পর তা আবার খুলে দেওয়া হয়।

ব্যারিক ক্রাম বলেন, 'আমরা জানার চেষ্টা করছি কেন সে তার প্রতিবেশীদের ওপর গুলি চালিয়েছিল।' তিনি জানিয়েছেন, ১৮ বছর বয়সী ওই কিশোরের নাম এখনো জানা যায়নি। এমনকি তার ব্যাপারে বিস্তারিত কোনো তথ্যও আমরা এখনো জানতে পারিনি। বেসরকারি সংস্থা গান ভায়োলেন্স আর্কাইভের হিসাবে, এ বছরের এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে অন্তত ২২৫টি বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে। --১৭ পৃষ্ঠায়

ভারতে প্রেমের বিয়েতেই বিচ্ছেদ বেশি

পোস্ট ডেস্ক : প্রেমের বিয়েতেই সম্পর্ক বেশি ভাঙে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বুধবার একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে একথা বলেছে। বিচারপতি ডি আর গাভাই ও বিচারপতি সঞ্জয় কারলার ডিভিশন বেঞ্চ বিবাহ বিচ্ছেদের একটি মামলা শুনছিলেন। এই মামলা চলাকালীন এক আইনজীবী জানান, বিবাহ বিচ্ছেদে ইচ্ছুক এই দম্পতি প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন।

বিচারপতি গাভাই বিষয়টি শুনে মন্তব্য করেন যে, ভারতে বছরে যতগুলো বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তার বেশিরভাগই প্রেমের বিয়ে। বিচারপতি সঞ্জয় কারলা মন্তব্য করেন, প্রেমের কাজলমাখা চোখে অন্যপক্ষের দোষত্রুটি ধরা পড়ে না। এই কাজল মুছে যেতেই বিচ্ছেদের বাজনা বেজে ওঠে। দুই বিচারপতিই একমত হন যে, --১৭ পৃষ্ঠায়

সিলেটে মেয়র-কাউন্সিলর পদে মনোনয়ন কিনলেন ৪৩৬ জন

সিলেট অফিস : সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে বুধবার (১৭ মে) বিকাল ৪টা পর্যন্ত মেয়র ও কাউন্সিলর পদে মোট ৪৩৬ জন

মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে মেয়র পদে ৮, সাধারণ ওয়ার্ডে (পুরুষ) ৩৩৮ ও সংরক্ষিত (নারী) ওয়ার্ডে ৯০ জন কিনেছেন মনোনয়ন। গত ২৭ এপ্রিল থেকে সিলেট আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ের রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করছেন প্রার্থীরা। সংগ্রহ করা যাবে ২৩ মে পর্যন্ত।

সিলেট আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ের মিডিয়া সেল (সিটি নির্বাচন) কর্মকর্তা সৈয়দ কামাল হোসেন জানান-এ পর্যন্ত মেয়র পদে মনোনয়ন কেনা ৮ জনের মধ্যে দলীয় প্রতীকের প্রার্থী হলেন- মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী (নৌকা), নজরুল ইসলাম বাবুল (লাঙ্গল) ও হাফিজ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (হাতপাখা)। --১৬ পৃষ্ঠায়

বিবিসিসিআই-এর ডিজি পদ থেকে নুরুজ্জামানকে বরখাস্ত

লন্ডন, ১৭ মে: ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (বিবিসিসিআই) ডাইরেক্টর জেনারেল (ডিজি) পদ --১৬ পৃষ্ঠায়

প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধ ও বিনিয়োগ সুরক্ষার দাবি

লন্ডন, ১৬ মে: বাংলাদেশে প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধ ও তাদের বিনিয়োগ সুরক্ষারার দাবি জানিয়েছেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী ব্যবসায়ীরা। ১৬ মে লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। হোমল্যান্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিঃ-এর যুক্তরাজ্য প্রবাসী ৮ পরিচালক এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। যার মধ্যে ৭ জন গত বছর বাংলাদেশে হয়রানিমূলক মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং ৮ দিনের কারাবাস শেষে জামিনে ছাড়া পেয়েছিলেন।

এসব বিনিয়োগকারী বাংলাদেশে প্রবাসীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়েরের পথ অবিলম্বে বন্ধ করতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসিনার প্রতি দাবি জানান। তাঁরা বলেন, বাংলাদেশে প্রশাসনের কিছু অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে মিথ্যা মামলা দায়েরের ঘটনা ঘটে। এসব মামলার সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী প্রবাসী বিনিয়োগকারীরা। --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk